পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 186 Sunday, 7 June, 2026 * ৩১ বর্ষ, ১৮৬ সংখ্যা * ১৯ জৈষ্ঠ্য ১৪৩৩, রবিবার, ৭ জুন, ২০২৬ * আজ ৮ পাতা * মূল্য– ৩ টাকা

মেট্রো আধুনিকীকরণে

৬০টি নতুন প্রজন্মের মেট্রো রেক চালু হবেঃ রেলমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ ৬.৬.২৬ আজ রাজ্য সচিবালয় নবান্নে অনুষ্ঠিত এক সভায় কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আগামী চার-পাঁচ বছরে কলকাতা মেট্রো নেটওয়ার্ককে আধুনিকীকরণের জন্য ৬০টি নতুন প্রজন্মের মেট্রো রেক চালুর ঘোষণা করেছেন। তিনি কলকাতা মেট্রোর দ্রুত সম্প্রসারণের কথা তুলে ধরে উল্লেখ করেন যে, বিগত ৪০ বছরে যেখানে মাত্র ২৭ কিলোমিটার লাইন যুক্ত হয়েছিল, সেখানে ১১ বছরে ৪৫ কিলোমিটার লাইন যুক্ত করা হয়েছে।পশ্চিমবঙ্গের ডানকুনি থেকে গুজরাটের সুরাট পর্যন্ত প্রস্তাবিত পূর্ব-পশ্চিম ডেডিকেটেড গ্রিনফিল্ড ফ্রেট করিডোরের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ২,০৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথটি ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম শিল্প কেন্দ্রগুলির মধ্যে লজিস্টিকস এবং বাণিজ্য দক্ষতাকে ব্যাপকভাবে ত্বরান্বিত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মন্ত্রী আরও বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গকে রেকর্ড পরিমাণ ১৪,২০৫ কোটি টাকার রেল বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে, যা আগামী দিনে যাত্রী ও লজিস্টিক পরিষেবাগুলিকে আরও উন্নত করবে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী ৩৪ মিটার চিংড়িঘাটা ভায়াডাক্ট মেট্রো পিলারের ফাঁকের নির্মাণকাজ যে গতিতে সম্পন্ন হয়েছে তার প্রশংসা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেন, এই কাজ ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ডাকা বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার সদস্যদের পাশাপাশি পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল ও মেট্রো রেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

‘১ লক্ষ কোটি’ টাকার রেল বিপ্লব বাংলায়!

রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত জুড়বে রেলপথ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের রেল অবকাঠামো উন্নয়নে এক নতুন যুগের সূচনা হতে চলেছে। নবান্নে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন, আগামী কয়েক বছরে রাজ্যে প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। একই সঙ্গে রাজ্যের প্রত্যন্ত ও দীর্ঘদিন রেল যোগাযোগের বাইরে থাকা এলাকাগুলিকেও রেল মানচিত্রের আওতায় আনার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বিত উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে রেল উন্নয়নের ক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। তাঁর দাবি, অতীতে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে রাজনৈতিক দূরত্ব এবং সমন্বয়ের অভাবের কারণে বহু গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্প আটকে ছিল। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই বাধা অনেকটাই কেটে গিয়েছে এবং দ্রুতগতিতে উন্নয়নমূলক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। শুভেন্দদু অধিকারী জানান, গত পাঁচ বছরে মেট্রো ও বিভিন্ন রেল প্রকল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রেল খাতে ১৪ হাজার ২০৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, এবার বাংলায় প্রায় ১ লক্ষ কোটি টাকার রেল প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ হলে রাজ্যের পরিবহণ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, পূর্ববর্তী সরকারের আমলে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির প্রভাব রেল উন্নয়নের ক্ষেত্রেও পড়েছিল। তাঁর অভিযোগ, রেলবোর্ড এবং রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তখন পর্যাপ্ত সহযোগিতা মেলেনি। ফলে বহু প্রকল্পের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। তবে বর্তমান সরকারের লক্ষ্য রাজনৈতিক মতভেদ নয়, উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া। রেল অবকাঠামো উন্নয়নের এই বৃহ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে বাংলায় ১০২টি অমৃত ভারত স্টেশন গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি ৫৩৮টি ফ্লাইওভার এবং আন্ডারপাস নির্মাণের কাজও হাতে নেওয়া হবে। এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের জন্য যেখানে জমির প্রয়োজন হবে, সেখানে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে রেল যোগাযোগের বিস্তারে। এখনও পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু এলাকা পর্যাপ্ত রেল সংযোগ থেকে বঞ্চিত। সেই পরিস্থিতি বদলাতে করিমপুর, তেহট্ট, জলঙ্গি, গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, হিলি-সহ একাধিক অঞ্চলে রেল সংযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য, রাজ্যের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলকে রেল মানচিত্রের আওতায় নিয়ে আসা। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ এবং জঙ্গলমহলের মধ্যে যোগাযোগ আরও মজবুত করতে একাধিক নতুন প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এর ফলে সাধারণ মানুষের যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনই কৃষি, ব্যবসা, পর্যটন ও শিল্পক্ষেত্রেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ দ্রুত এবং কম খরচে যোগাযোগের সুযোগ পাবেন।

কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পণ্য পরিবহণের সুবিধা এবং পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটবে

পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের মতে, রেল যোগাযোগের উন্নতি রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে বড় ভূমিকা রাখতে পারে। নতুন রেলপথ, আধুনিক স্টেশন এবং উন্নত সংযোগ ব্যবস্থার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, পণ্য পরিবহণের সুবিধা এবং পর্যটন শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটবে। পাশাপাশি শিল্পাঞ্চল ও গ্রামীণ এলাকার মধ্যে যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে। এদিনের বৈঠকের আগে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কলকাতায় পৌঁছে বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেন। সকালে দমদম বিমানবন্দরে নামার পর তিনি বিমানবন্দর-নোয়াপাড়া মেট্রো পরিষেবায় যাত্রা করেন। সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের অভিজ্ঞতার খোঁজ নেন। পরে অটোতেও যাত্রা করে শহরের গণপরিবহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা নেন তিনি। এরপর নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন রেলমন্ত্রী। বৈঠকে রাজ্যের চলমান ও প্রস্তাবিত রেল প্রকল্প, জমি সংক্রান্ত বিষয়, মেট্রো সম্প্রসারণ এবং নতুন রেলপথ নির্মাণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় বলে জানা গেছে। রাজ্য সরকারের মতে, এই বৈঠক পশ্চিমবঙ্গের রেল উন্নয়নের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ১ লক্ষ কোটি টাকার সম্ভাব্য বিনিয়োগ, ১০২টি অমৃত ভারত স্টেশন, শতাধিক ফ্লাইওভার ও আন্ডারপাস এবং রাজ্যের প্রতিটি অঞ্চলে রেল সংযোগ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে বাংলার পরিবহণ ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন আসতে পারে।

শিক্ষা মিশনের বকেয়া অর্থ, বরাদ্দ আনতে উদ্যোগী রাজ্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ সরকারি ও সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিকাঠামোর উন্নয়নে সমগ্র শিক্ষা মিশনের বকেয়া অর্থ এবং নতুন বরাদ্দ আনতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক আগামী ১২ ই জুন সমগ্র শিক্ষা মিশন নিয়ে সব রাজ্যের সঙ্গে দিল্লিতে যে বৈঠকে বসতে চলেছে রাজ্য সরকার সেই বৈঠকে অংশ নেবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা দিয়েছে। আগামী এক বছরের পরিকল্পনা সেখানে জমা দেওয়ার জন্য মনোজ আগরওয়াল এর নেতৃত্বে একটি এক্সিকিউটিভ কমিটি তৈরি করা হয়েছে বলে সূত্রের খবর। উল্লেখ্য সমগ্র শিক্ষা মিশনের আওতায় প্রকল্পগুলিতে কেন্দ্রের তরফে ৬০ শতাংশ অর্থ দেওয়া হয়।

মাদ্রাসার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ রাজ্যের সমস্ত মাদ্রাসার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ শুরু করেছে রাজ্য সরকার। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতর সব জেলার প্রতিটি ব্লক ও পুরসভা এলাকায় সমীক্ষা চালিয়ে স্বীকৃত, অনুদানপ্রাপ্ত, অনুদানবিহীন থেকে শুরু করে অনিবন্ধিত মাদ্রাসাগুলির তথ্য সংগ্রহের নির্দেশ দিয়েছে।

জেলা শাসকদের আগামী ৫ জুলাইয়ের মধ্যে জেলা-ভিত্তিক রিপোর্ট নবান্নে জমা দিতে বলা হয়েছে। সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিবের জারি করা নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, জেলার আওতায় থাকা সমস্ত ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এর মধ্যে থাকবে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতির অবস্থান, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা, শিক্ষার ধরন, পরিকাঠামো, প্রশাসনিক কাঠামো এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, শিক্ষা পরিকল্পনা, শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য তথ্যভাণ্ডার তৈরির লক্ষ্যেই এই সমীক্ষা করা হচ্ছে।

খাদ্যসাথীতে বড়সড় শুদ্ধি অভিযান, কড়া পদক্ষেপে সরকারের

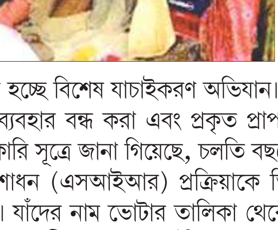

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ সরকারি প্রকল্পে দুর্নীতি ও অর্থের অপচয় রুখতে এবার বড় পদক্ষেপ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। নজরে এসেছে খাদ্যসাথী প্রকল্প। প্রকৃত উপভোক্তা এবং অযোগ্য বা তথাকথিত ‘ সুবিধাভোগীদের আলাদা করতে শুরু হচ্ছে বিশেষ যাচাইকরণ অভিযান। প্রশাসনের লক্ষ্য, সরকারি ভর্তুকির অপব্যবহার বন্ধ করা এবং প্রকৃত প্রাপকদের হাতে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি বছরের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করেই এই অভিযান চালানো হবে। যাঁদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের রেশন কার্ড ও খাদ্যসাথী প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির বৈধতা খতিয়ে দেখা হবে। যাচাইয়ের পর অযোগ্য বলে প্রমাণিত ব্যক্তিদের রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করার প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রশাসনের দাবি, এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য কোনও প্রকৃত সুবিধাভোগীকে বঞ্চিত করা নয়, বরং বহু বছর ধরে বিভিন্ন প্রকল্পে ঢুকে পড়া ভুয়ো বা অযোগ্য নামগুলিকে চিহ্নিত করা। এর ফলে সরকারি অর্থের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া প্রায় ৬৩ লক্ষ ব্যক্তির তথ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে পাঠানো হবে। তবে সব নামই সরাসরি বাতিল করা হবে না। যাঁরা নাগরিকত্ব সংক্রান্ত প্রক্রিয়ায় রয়েছেন বা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আবেদন করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ ছাড় রাখা হয়েছে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের রেশন কার্ড সক্রিয় থাকবে এবং তাঁরা আগের মতোই রেশন পাবেন। এই বিশাল যাচাইকরণ অভিযান পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক স্তরে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করা হযেছে। জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন এবং ব্লক প্রশাসনকে এই কাজে যুক্ত করা হচ্ছে। এসডিও ও বিডিওদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদের এলাকার ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়া ব্যক্তিদের তথ্য খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কাছে পাঠাতে। এরপর শুরু হবে সরাসরি মাঠপর্যায়ের যাচাই। খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেবেন। তাঁরা যাচাই করবেন ব্যক্তি বাস্তবে সেখানে থাকেন কি না, তাঁর বর্তমান অবস্থা কী এবং তিনি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য কি না। সমস্ত তথ্য সংগ্রহের পর চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে। এক প্রশাসনিক কর্তা জানিয়েছেন, সরকার দ্রুত এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে চাইছে। জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যেই প্রাথমিক যাচাইকরণ শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হযেছে। এরপর ধাপে ধাপে অযোগ্যদের রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হবে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় দুই কোটি মানুষ খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় বিনামূল্যে বা ভর্তুকিযুক্ত খাদ্যশস্য পান। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য রেশন সরবরাহ করতে রাজ্য সরকারকে প্রতি বছর বিশাল অঙ্কের অর্থ ব্যয় করতে হয়। কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহ, খাদ্যশস্য সংরক্ষণ, পরিবহণ এবং বিতরণ মিলিয়ে বছরে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয় হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি। এমন পরিস্থিতিতে রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উপরও চাপ বাড়ছে।

ফিরহাদের ইস্তফায় কলকাতা পুরসভায় তুমুল জল্পনা! নতুন মেয়র কে? সিদ্ধান্তে আজ মমতার জরুরি বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ কলকাতা পুরনিগমের মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার পর শহরের প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা। পুরবোর্ড বহাল থাকবে, নাকি প্রশাসক বসিয়ে পুরসভার দায়িত্ব পরিচালনা করা হবে-এই প্রশ্ন এখন কলকাতার রাজনৈতিক চর্চার কেন্দ্রে। সেই সঙ্গে আরেকটি বড় প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, যদি পুরবোর্ড বজায় থাকে, তাহলে কলকাতার পরবর্তী মেয়র কে হবেন? এই জটিল পরিস্থিতির মধ্যেই রবিবার বিকেল তিনটায় বাইপাস সংলগ্ন তৃণমূল ভবনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ডেকেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠকে কলকাতা পুরনিগমের কাউন্সিলর, মেয়র পারিষদ এবং দলের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারীদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই বৈঠক থেকেই কলকাতা পুরসভার ভবিষ্য প্রশাসনিক কাঠামো এবং নতুন নেতৃত্ব সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সামনে আসতে পারে।

ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগের পর কার্যত প্রশাসনিক অচলাবস্থার মুখে পড়েছে কলকাতা পুরসভা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই পুরবোর্ডকে নোটিস পাঠিয়েছে। কেন বর্তমান পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না, সেই বিষয়ে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে। এই নোটিসকে ঘিরেই জল্পনা আরও তীব্র হয়েছে যে, প্রশাসক নিয়োগের পথও খোলা রাখা হচ্ছে।

তবে অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে নতুন মেয়র নির্বাচনের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে বলে খবর। দলীয় সূত্রের দাবি, প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম নতুন করে আলোচনায় উঠে

এসেছে। তাঁকে ফের কলকাতার মেয়র পদে বসানোর সম্ভাবনা নিয়ে জোর চর্চা চলছে দলের অন্দরে। যদিও শোভন চট্টোপাধ্যায় বর্তমানে কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর নন, তবুও নতুন আইনি বিধান অনুযায়ী কলকাতার যে কোনও নাগরিক মেয়র হতে পারেন। তবে শর্ত একটাই-মেয়র হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে তাঁকে নির্বাচনে লড়ে জয়ী হতে হবে। ফলে আইনগত দিক থেকে শোভনের মেয়র হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। তবে এই সম্ভাবনার পাশাপাশি দলের একাংশের ভিন্ন মতও রয়েছে। তৃণমূলের বহু নেতা ও কাউন্সিলর মনে করছেন, বর্তমান পুরবোর্ডের অভিজ্ঞ কোনও সদস্যকেই মেয়র করা উচিত। বিশেষ করে ডেপুটি মেয়র অথবা মেয়র পারিষদের দায়িত্বে থাকা কোনও নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হলে প্রশাসনিক ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে। ফলে শোভন চট্টোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে জল্পনা চললেও অন্য সম্ভাবনাগুলিও সমানভাবে আলোচনায় রয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, কলকাতা পুরসভা শুধুমাত্র একটি প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক শক্তির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। তাই মেয়র নির্বাচন এবং পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ নিয়ে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, তার রাজনৈতিক তাৎপর্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে ইন্ডিয়া জোটের বৈঠকে যোগ দিতে যাওয়ার আগে এই বৈঠক ডেকেছেন। ফলে ধারণা করা হচ্ছে, কলকাতা পুরসভার ভবিষ্য নিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে দলীয় নেতৃত্ব। দীর্ঘ অনিশ্চয়তা এড়িয়ে প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখাই এখন তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য। সব মিলিয়ে রবিবারের বৈঠকের দিকে এখন নজর রাজ্য রাজনীতির। পুরবোর্ড থাকবে নাকি প্রশাসক বসবে, আর থাকলে কলকাতার নতুন মেয়র কে হবেন-এই সব প্রশ্নের উত্তর মিলতে পারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক থেকেই। দলীয় সূত্রের খবর, বৈঠকে পুরবোর্ডের ভবিষ্যৎ রূপরেখা এবং নতুন মেয়র নির্বাচনের বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা হবে। ফিরহাদ হাকিমের ইস্তফার ফলে তৈরি হওয়া প্রশাসনিক শূন্যতা কীভাবে দ্রুত পূরণ করা যায়, সেই বিষয়েও সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।এদিকে নতুন মেয়র হিসেবে একাধিক নাম ঘোরাফেরা করলেও সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছেন প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তৃণমূলের অন্দরে তাঁকে ফের কলকাতার মেয়র পদে ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। যদিও এ বিষয়ে এখনও দলীয়ভাবে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি। ফলে রবিবারের বৈঠকের দিকে এখন নজর রাজনৈতিক মহলের। এই বৈঠক থেকেই কলকাতা পুরনিগমের আগামী দিনের নেতৃত্ব ও প্রশাসনিক কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা মিলতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

তামিলনাড়ুতে বড় ধাক্কা বিজেপির

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ তামিলনাড়ুতে বড় রাজনৈতিক ধাক্কা খেল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি কে অন্নামালাইয়ের ইস্তফা অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করল কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। এর ফলে বেশ কয়েকদিন ধরে চলা জল্পনার অবসান ঘটল এবং দলের ভেতরে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা টানাপোড়েন প্রকাশ্যে চলে এল। শুক্রবার, যা অন্নামালাইয়ের জন্মদিনও ছিল, সেই দিনই তাঁর ইস্তফা গ্রহণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন ধরে তাঁর পদত্যাগপত্র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে ঝুলে ছিল। শেষ পর্যন্ত তা অনুমোদিত হওয়ায় বিজেপির তামিলনাড়ু সংগঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটল। অন্নামালাইকে তামিলনাড়ুতে বিজেপির অন্যতম জনপ্রিয় ও দৃশ্যমান মুখ হিসেবে দেখা হতো। রাজ্যে দলকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দলের কেন্দ্র ও রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ক্রমশ বাড়ছিল। সূত্রের খবর, জোট রাজনীতি, নির্বাচনী কৌশল এবং প্রচারের দিকনির্দেশনা নিয়ে অন্নামালাইয়ের সঙ্গে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাধিকবার মতভেদ তৈরি হয়।

যক্ষা নির্মূলকরণে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ যক্ষা নির্মূলকরণের জন্য আজ থেকে রাজ্যে বিশেষ কর্মসূচি শুরু হয়ছে। যক্ষামুক্ত ভারত অভিযানের অংশ হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নবান্ন সংলগ্ন সভাঘরে সাংসদ, বিধায়ক, চিকিৎসক ও সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে একটি পর্যালোচনা বৈঠক করেন। এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে যক্ষা নির্মূলকরণ অভিযানের জন্য বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। উল্লেখ্য ২০২২ সালে দেশজুড়ে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল।

ভারত-চিন সম্পর্কে ‘ নয়’, স্পষ্ট বার্তা পুতিনের!

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ ভারত ও চিনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিযে কোনও ধরনের হস্তক্ষেপ করতে চায় না রাশিয়া। দুই প্রতিবেশী শক্তির মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত বিরোধ এবং কূটনৈতিক জটিলতা থাকলেও সেই সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই বলে মনে করে মস্কো। সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে দেওযা এক সাক্ষাকারে এমনই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। সাক্ষাৎকারে পুতিন ভারত ও চিন-দুই দেশের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন এবং জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং সীমান্ত সংক্রান্ত মতভেদ শান্তিপূর্ণভাবে সমাধানের বিষয়ে আন্তরিক ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাঁর মতে, ভারত-চিন সম্পর্ক অত্যন্ত সংবেদনশীল, বহুমাত্রিক এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ফলে তৃতীয় কোনও দেশের পক্ষে সেখানে হস্তক্ষেপ করা সমীচীন নয়। পুতিন বলেন, ভারত ও চিনের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এই বিষয়ে নাক গলাতে চাই না। তবে দুই দেশের সঙ্গে আমাদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং আমরা নিয়মিত যোগাযোগ রাখি। সীমান্ত সমস্যা নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমেই সমাধানের পথ খুঁজছে।উল্লেখ্য, ২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর ভারত-চিন সম্পর্কের অবনতি ঘটে। দুই দেশের মধ্যে সামরিক ও কূটনৈতিক উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছায়। তবে গত কয়েক বছরে একাধিক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, সামরিক আলোচনা এবং কূটনৈতিক উদ্যোগের মাধ্যমে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। সীমান্তে উত্তেজনা কমাতে উভয় পক্ষই বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রুশ প্রেসিডেন্ট আরও বলেন, ভারত ও চিন-উভয়ের সঙ্গেই রাশিয়ার সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ভারসাম্যপূর্ণ। তাঁর কথায়, রাশিযা ও ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক চিনকে অস্বস্তিতে ফেলে না। একইভাবে চিনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিয়েও ভারতের কোনও উদ্বেগ নেই। এই আস্থা বহু দশকের বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সম্মানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।গত আগস্টে চিনের তিয়ানজিনে নরেন্দ্র মোদি ও শি জিনপিংয়ের বৈঠক আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। বৈশ্বিক বাণিজ্য, শুল্কনীতি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা নিয়ে সেই বৈঠকে আলোচনা হয়। সেখানে দুই নেতা স্পষ্ট বার্তা দিয়েছিলেন যে ভারত ও চিন প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং উন্নয়নের অংশীদার। মতপার্থক্য থাকলেও তা সংঘাতের কারণ হওয়া উচিত নয়।

আন্দামানে প্রাকৃতিক গ্যাসের খোঁজ, ‘সমুদ্র মন্থনে’ ঐতিহাসিক সাফল্য ভারতের

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে আরও এক বড় সাফল্য এল আন্দামান সাগর থেকে। আন্দামান উপকূলীয় অববাহিকায় নতুন করে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা দেশের তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান কর্মসূচিকে নতুন গতি দিতে পারে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড (ওআইএল) এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই সাফল্যকে সরকারের ‘সমুদ্র মন্থন’ উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে উল্লেখ করেছেন। বিশ্বব্যাপী জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধি এবং আমদানি নির্ভরতা কমানোর প্রচেষ্টার মধ্যে এই আবিষ্কারকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, আন্দামান-নিকোবর অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরেই বিপুল হাইড্রোকার্বন সম্পদের সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছিল। সাম্প্রতিক আবিষ্কার সেই সম্ভাবনাকে আরও জোরালো করল। সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে হরদীপ সিং পুরী ওআইএল-কে অভিনন্দন জানিয়ে জানান, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে সমুদ্রের প্রায় ৩৫৫ মিটার গভীর জলে খনন করা ‘ বিজয় পুরম-৩’ অনুসন্ধানমূলক কূপে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হয়েছে। সতিনি জানান, ইওসিন স্তরে ১,৯০০ মিটারেরও বেশি গভীরতায় পরিচালিত প্রাথমিক উৎপাদন পরীক্ষায় ধারাবাহিক ফ্লেয়ারিংয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক গ্যাসের অস্তিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। অনুসন্ধানকারীদের মতে, এই ফলাফল প্রমাণ করে যে আন্দামান অববাহিকায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হাইড্রোকার্বন সম্পদ মজুত থাকতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতের জ্বালানি ভবিষ্যতের জন্য এই আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের তেল ও গ্যাসের একটি বড় অংশ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধি বা ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব সরাসরি দেশের অর্থনীতিতে পড়ে। নতুন গ্যাস

ভাণ্ডার আবিষ্কার হলে দীর্ঘমেয়াদে সেই নির্ভরতা কমানোর সুযোগ তৈরি হতে পারে। এই আবিষ্কার ওআইএল-এর জন্যও একটি বড় সাফল্য। কারণ আন্দামান অববাহিকায় সংস্থার অনুসন্ধান কর্মসূচির অধীনে এটি দ্বিতীয় নিশ্চিত হাইড্রোকার্বন আবিষ্কার। এখন পর্যন্ত ওআইএল যে তিনটি অনুসন্ধানমূলক কূপ খনন করেছে, তার মধ্যে দু’টিতেই হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতি মিলেছে। ফলে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সম্ভাবনা নিয়ে নতুন আশাবাদ তৈরি হয়েছে। ভূতাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞরা দীর্ঘদিন ধরেই আন্দামান-নিকোবর অববাহিকাকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম সম্ভাবনাময় জ্বালানি অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে আসছেন। এর অন্যতম কারণ হলো, এই অঞ্চলটি ভূতাত্ত্বিকভাবে মায়ানমার, থাইল্যান্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার হাইড্রোকার্বন-সমৃদ্ধ অববাহিকার সঙ্গে একই বলয়ের অন্তর্ভুক্ত। ওই দেশগুলিতে ইতিমধ্যেই বিপুল পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা, আন্দামান অববাহিকাতেও একই ধরনের বৃহৎ গ্যাস ও তেলের ভাণ্ডার লুকিয়ে থাকতে পারে। সাম্প্রতিক আবিষ্কার সেই সম্ভাবনার পক্ষে আরও শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। কেন্দ্র সরকারের ‘সমুদ্র মন্থন’ কর্মসূচির অন্যতম লক্ষ্য হলো দেশের গভীর সমুদ্রাঞ্চলে তেল ও গ্যাস অনুসন্ধান বাড়ানো। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সমুদ্রভিত্তিক অনুসন্ধান কার্যক্রমে বিনিযোগে বাড়ানো হয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নতুন নতুন এলাকা চিহ্নিত করার কাজ চলছে। আন্দামানের এই সাফল্য সেই প্রচেষ্টার ফল বলেই মনে করা হচ্ছে। জ্বালানি বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক পরিমাণ গ্যাস মজুত থাকার বিষযটি নিশ্চিত হয, তাহলে তা ভারতের জ্বালানি খাতে একটি বড় পরিবর্তন আনতে পারে। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার শিল্প, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প এবং গৃহস্থালির গ্যাস সরবরাহের ক্ষেত্রেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। একই সঙ্গে এই ধরনের আবিষ্কার বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরও আকৃষ্ট করতে পারে। কারণ সমুদ্রভিত্তিক জ্বালানি অনুসন্ধান ও উপাদন প্রকল্পে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির আগ্রহ বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধির সুযোগও তৈরি হবে।সব মিলিয়ে আন্দামান উপকূলে নতুন প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধান ভারতের জ্বালানি খাতে এক আশাব্যঞ্জক অধ্যাযের সূচনা করেছে। এখনও বিস্তারিত মূল্যায়ন ও আরও অনুসন্ধানের প্রয়োজন থাকলেও প্রাথমিক সাফল্য দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ‘সমুদ্র মন্থন’ কর্মসূচির এই অর্জন ভবিষ্যতে ভারতের জ্বালানি মানচিত্রে আন্দামানকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

পশ্চিম এশিয়ার অস্থিরতার মাঝেও জ্বালানি নিয়ে স্বস্তির বার্তা, দেশে পর্যাপ্ত পেট্রোল-ডিজেল ও এলপিজি মজুতঃকেন্দ্র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা),৬জুনঃ পশ্চিম এশিয়ার অস্থির পরিস্থিতি ঘিরে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির যোগান ও মূল্য নিয়ে যখন নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে, তখন দেশের সাধারণ মানুষের জন্য আশ্বস্তকারী বার্তা দিল কেন্দ্র। পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব সুজাতা শর্মা জানিয়েছেন, দেশে পেট্রোল, ডিজেল এবং এলপিজি-র কোনও ঘাটতি নেই। প্রয়োজনীয় জ্বালানির পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে এবং সরবরাহ ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক রয়েছে।বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত এক আন্ত ঃমন্ত্রক বৈঠকে সুজাতা শর্মা বলেন, পশ্চিম এশিয়ার চলমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর কেন্দ্র সরকার নিয়মিত নজর রাখছে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অপরিশোধিত তেল, এলপিজি এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সরবরাহে কোনও ব্যাঘাত ঘটেনি। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জ্বালানি সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে এবং পেট্রোল ও ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত নিশ্চিত করা হয়েছে।তিনি জানান, দেশের শোধনাগারগুলি বর্তমানে সর্বোচ্চ সক্ষমতায় কাজ করছে। ফলে চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি উপাদন ও সরবরাহে কোনও সমস্যা দেখা দিচ্ছে না। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে পরিস্থিতির উপর নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে যাতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার উপর না পড়ে।ঘরোয়া রান্নার গ্যাস বা এলপিজি নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও উদ্বেগের কারণ নেই বলে জানিয়েছেন সুজাতা শর্মা। তাঁর কথায়, দেশের কোথাও এলপিজি ডিস্ট্রিবিউটরদের কাছে মজুত সংকটের খবর পাওয়া যায়নি। বরং প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থার ফলে বুকিং এবং সরবরাহ প্রক্রিয়া আগের তুলনায় অনেক বেশি স্বচ্ছ ও কার্যকর হয়েছে।মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে প্রায় ৯৯ শতাংশ এলপিজি বুকিং অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রায় ৯৬ শতাংশ ডেলিভারি ডেলিভারি অথেন্টিকেশন কোড (ডিএসি) ব্যবহারের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হচ্ছে। এর ফলে প্রকৃত গ্রাহকদের হাতে সিলিন্ডার পৌঁছনো এবং সরবরাহ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা বজায় রাখা সহজ হয়েছে।গত তিন দিনের পরিসংখ্যান তুলে ধরে সুজাতা শর্মা জানান, এই সময়ে দেশে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং করা হয়েছে। তার মধ্যে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ সিলিন্ডার ইতিমধ্যেই সফলভাবে গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এই পরিসংখ্যানই প্রমাণ করে যে দেশের এলপিজি সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক গতিতেই চলছে এবং চাহিদা মেটাতে কোনও সমস্যা হচ্ছে না।শুধু ঘরোয়া এলপিজি নয়, বাণিজ্যিক ক্ষেত্রেও সরবরাহ স্বাভাবিক রয়েছে। তেল বিপণনকারী সংস্থাগুলির তথ্য অনুযায়ী, একই তিন দিনের মধ্যে ১৯ হাজার ৩৭২ টন বাণিজ্যিক এলপিজি বিক্রি হয়েছে। পাশাপাশি অটো এলপিজির বিক্রির পরিমাণ ছিল ৬৪৯ টন। শিল্প, বাণিজ্য এবং পরিবহণ ক্ষেত্রেও জ্বালানি সরবরাহের ধারাবাহিকতা বজায় রয়েছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্র।আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা সুনিশ্চিত রাখতে সরকার প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে বৈঠকে জানানো হয়। কেন্দ্রের এই আশ্বাসে আপাতত পেট্রোল, ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের সরবরাহ নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ অনেকটাই কমবে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বিদ্যাসাগর সেতুতে আজ যানচলাচল বন্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা,৬জুনঃ জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের কাজের জন্য কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে সংযোগকারী বিদ্যাসাগর সেতু আরও এক দফায় সম্পূর্ণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রবিবার ভোর পাঁচটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত মোট ১৬ ঘণ্টা এই সেতুর উপর দিয়ে কোন গাড়ি চলাচল করবে না বলে আজ কলকাতা পুলিশের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। এই সময়ে সেতুর উপর দিয়ে চলাচলকারী যানবাহন বিকল্প পথে ঘুরিয়ে দেওয়া হবে।

বিরিয়ানির প্লেটে মিলল সেদ্ধ টিকটিকি, বিক্ষোভ খাতড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,বাঁকুড়া, ৬ জুন ঃ বাঁকুড়ার খাতড়াতে খাবারের প্লেটে মিলল টিকটিকি! শুক্রবার রাতে খাতড়া বাজারের একটি বিরিয়ানির দোকানে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। বিরিয়ানির প্লেট থেকে আস্ত একটি সেদ্ধ টিকটিকি উদ্ধার হওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ শুরু হয় দোকানে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে ছুটে যেতে হয় পুলিশকে।শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাতে খাতা৷ বাজারের সিনেমা হলের কাছে অবস্থিত একটি বিরিয়ানির দোকানে বিরিয়ানির প্লেটে একটি সেদ্ধ টিকটিকি পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই দৃশ্য নজরে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন বিরিয়ানি খেতে আসা কয়েকজন। খাবারের গুণগত মান এবং গাফিলতির অভিযোগ তুলে দোকানের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় খাতড়া থানার পুলিশ। ওই দোকানের দুই কর্মীকে আটক করে নিয়ে যায় তাঁরা।

কলকাতা মেট্রোয় সওয়ার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ জুন ঃ শনিবার কলকাতায় এসে মেট্রোয় চড়লেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এদিন তিনি কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে জয় হিন্দ মেট্রো স্টেশনে পৌঁছন। কথা বলেন যাত্রীদের সঙ্গে। এর পরেই মেট্রোয় ওঠেন অশ্বিনী বৈষ্ণব। যাত্রীরা মেট্রো পরিষেবা নিয়ে প্রশংসাও করেন। তার পরে মেট্রো করেই রেলমন্ত্রী পৌঁছে যান নোয়াপাড়ায়। নোয়াপাড়া এলাকায় গাড়ি প্রবেশ করলে, যাতে স্থানীয়দের সমস্যা না হয়, তার জন্য গাড়ি রাখা হয় প্রমোদনগরে (বেলঘরিয়া হাইওয়ে)। মেট্রো স্টেশন থেকে প্রমোদনগর যান অটোয় চেপে। তারপরে সেখান থেকে নবান্ন। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, কলকাতা মেট্রোর যাতে আরও উন্নতি হয়, ৬০টির কাছাকাছি নিউ জেনারেশন ট্রেনের পরিকল্পনা রয়েছে। আগামী ৪-৫ বছরের মধ্যে তা চলে আসবে। কলকাতা নতুন গতি পাবে। একই সঙ্গে তিনি জানান, চিংড়িঘাটা এলাকার কাজ হয়ে গেলে, কলকাতা শহরে যাতায়াতের ক্ষেত্রে মানুষের আরও সুবিধা হবে।

কৃষ্ণনগরে হস্টেলের শৌচালয়ে পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার

নদিয়া, ৬ জুন ঃ একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের হস্টেলের শৌচাগার থেকে শনিবার সকালে ছয় বছরের এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধার হল নদিয়ার কৃষ্ণনগরে। সে কৃষ্ণনগর কুইন্স গার্লস হাই স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তার মা অন্য রাজ্যে কাজ করেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আবাসিক বিদ্যালয়ের হস্টেলের শৌচালয় থেকে ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৃষ্ণনগরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়।পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে তাকে। কে বা কারা এই ঘটনায় যুক্ত, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

অবহেলার দীর্ঘ অধ্যায় পেরিয়ে আশার আলো খুঁজছেন'হলুদ দিদিরা'

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়াঃ গ্রামের গর্ভবতী মায়েদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা, নবজাতক ও শিশুদের টিকাকরণ, যক্ষা-কুষ্ঠ-ফাইলেরিয়ার মতো দুরারোগ্য ব্যাধির বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই নীরব যোদ্ধারাই হলেন এএনএম তথা ' হলুদ দিদিরা'। দিনের পর দিন মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য কাজ করলেও তাঁদের নিজেদের কর্মজীবন আজও অনিশ্চয়তার বেড়াজালে বন্দি। নেই চাকরির স্থায়িত্ব, নেই উপযুক্ত বেতন কাঠামো। অথচ তাঁদের কাঁধেই নির্ভর করে জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পের এক বিশাল অংশ।দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে নিজেদের ন্যায্য দাবির স্বীকৃতি চেয়ে আন্দোলন, স্মারকলিপি ও আবেদন জানিয়ে আসছেন এই স্বাস্থ্যকর্মীরা। কিন্তু বিগত সরকারের আমলে সেই দাবিগুলি বারবার উপেক্ষিত হয়েছে বলেই অভিযোগ। তবুও মানুষের সেবার পথ থেকে সরে যাননি তাঁরা। হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও গ্রামের অলিগলিতে স্বাস্থ্যসচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিতে প্রতিদিনই ছুটে চলেছেন নিরলসভাবে। সম্প্রতি ' সম কাজে সম বেতন' এবং চাকরি স্থায়ীকরণের প্রতিশ্রুতি তাঁদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করেছে। সেই আশার আলোকে সামনে রেখেই বাঁকুড়া জেলার সিমলাপাল ব্লকের এএনএম তথা হলুদ দিদিরা তাঁদের দীর্ঘদিনের দাবির কথা তুলে ধরলেন এলাকার বিধায়ক সৌভিক পাত্রের কাছে। সম কাজে সম বেতন ও চাকরি স্থায়ীকরণের দাবিতে একটি আবেদনপত্র তাঁরা বিধায়কের হাতে তুলে দেন, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারির কাছে পৌঁছে দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রায় ১৩,৫০০-রও বেশি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মরত এএনএম দিদিরা আজও তাঁদের প্রাপ্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। তাই বছরের পর বছর ধরে মানুষের স্বাস্থ্যসেবার দায়িত্ব পালন করা এই স্বাস্থ্যকর্মীদের একটাই প্রত্যাশা-তাঁদের পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের যথাযথ মূল্যায়ন হোক এবার।

শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবসে শুভেচ্ছা জানালেন ধর্মেন্দ্র প্রধান

ভুবনেশ্বর(সংবাদ সংস্থা), ৬ জুন ঃ ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা বিজেপির প্রবীণ নেতা ধর্মেন্দ্র প্রধান।শনিবার সমাজমাধ্যমে এক বার্তায় তিনি বলেন, ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ জাতীয় গৌরব, আত্মমর্যাদা ও সুশাসনের চিরন্তন প্রতীক। তাঁর জীবন ও আদর্শ আজও কোটি কোটি ভারতবাসীকে দেশসেবার প্রেরণা জোগায়।ধর্মেন্দ্র প্রধান বলেন, অসাধারণ নেতৃত্ব, বীরত্ব এবং দূরদর্শিতার মাধ্যমে শিবাজী মহারাজ ' স্বরাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর অটল নিষ্ঠা, সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সাহসিকতা ভারতীয় ইতিহাসে এক অনন্য দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে। তিনি দেশবাসীকে শিবাজী মহারাজের আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত,১৬৭৪ সালের ৬ জুন রায়গড় দুর্গে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছত্রপতি শিবাজী মহারাজের রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। এই রাজ্যাভিষেকের মাধ্যমে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মারাঠা সাম্রাজ্যের শাসক হিসেবে অভিষিক্ত হন এবং ' ছত্রপতি'উপাধি গ্রহণ করেন। ইতিহাসবিদদের মতে, এই ঘটনাই ভারতে স্বাধীন হিন্দু শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়। শিবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ পরবর্তীকালে মারাঠা শক্তির বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নিরাপত্তা কমানোর প্রতিবাদে সরকারি বাসভবন থেকে নিরাপত্তারক্ষীদের ফিরিয়ে দিলেন লালু-রাবড়ী

পাটনা(সংবাদ সংস্থা), ৬ জুন ঃ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কাটছাঁটের প্রতিবাদে সরকারি বাসভবনে মোতায়েন থাকা সমস্ত নিরাপত্তারক্ষীকে ফিরিয়ে দিলেন আরজেডি-র প্রধান লালু প্রসাদ যাদব এবং তাঁর স্ত্রী, বিহার বিধান পরিষদে বিরোধী দলনেত্রী রাবড়ী দেবী। এই ঘটনার পর তাঁদের সরকারি বাসভবনের বাইরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যত শূন্য হয়ে যায়।সূত্রের খবর, লালু প্রসাদ যাদব ও রাবড়ী দেবী নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা জওয়ানদের বাসভবন ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর নিরাপত্তারক্ষীরা নিজেদের ব্যারাকে ফিরে যান। মূল প্রবেশদ্বার থেকেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সাধারণত যেখানে নিরাপত্তাকর্মীদের উপস্থিতি দেখা যায়, সেখানে এখন কার্যত সুনসান পরিবেশ।আরজেডির মুখ্য মুখপাত্র শক্তি সিং যাদব এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন। তাঁর দাবি, নিরাপত্তা কমানোর সরকারি সিদ্ধান্তের প্রতিবাদেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।উল্লেখ্য, দু'দিন আগে বিহার সরকার বিভিন্ন ভিআইপি ব্যক্তির নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুনর্মূল্যায়ন করে। সেই পর্যালোচনার ভিত্তিতে লালু পরিবারের কয়েকজন সদস্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়। তবে বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব-এর নিরাপত্তায় কোনও পরিবর্তন করা হয়নি।নতুন ব্যবস্থায় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে লালু প্রসাদ যাদব নির্ধারিত নিরাপত্তা সুবিধা পাবেন। এর মধ্যে রয়েছে হাউস গার্ড, ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী, পাইলট গাড়ি, এসকর্ট এবং বুলেটপ্রুফ গাড়ির সুবিধা। একইভাবে রাবড়ী দেবীর জন্যও নারী ও পুরুষ নিরাপত্তারক্ষী, পাইলট ও এসকর্ট গাড়ি এবং বুলেটপ্রুফ গাড়ির ব্যবস্থা বহাল রাখা হয়েছে। তবে আগের তুলনায় নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে।নিরাপত্তা হ্রাসের সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে বিহারের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। লালু পরিবার এই ইস্যুতে পরবর্তী পদক্ষেপ কী নেয়, সেদিকে নজর রাজনৈতিক মহলের।

লাল সতর্কতায় ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা, কেরলমের চার জেলায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি

তিরুবনন্তপুরম, ৬ জুন ঃ প্রবল বর্ষণের আশঙ্কায় কেরলমের চারটি জেলায় শনিবার সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কেরলমের সক্রিয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কন্নুর, ওয়ানাড়, কাসারগোড় এবং কোঝিকোড় জেলায় সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি স্কুল, পেশাগত কলেজ, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, টিউশন সেন্টার, সিবিএসই ও আইসিএসই স্কুল, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, মাদ্রাসা এবং অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই নির্দেশের আওতায় রয়েছে। তবে আবাসিক বিদ্যালয়গুলিকে এই ছুটির আওতার বাইরে রাখা হয়েছে।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, শনিবার মালাপ্পুরম, কোঝিকোড়, ওয়ানাড়, কন্নুর ও কাসারগোড় জেলায় বিচ্ছিন্নভাবে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। রবিবার মালাপ্পুরম, কোঝিকোড় ও ওয়ানাড়েও একই ধরনের আবহাওয়া বজায় থাকার সম্ভাবনা

চাম্বায় ৫ মাত্রার ভূমিকম্প, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

চাম্বা, ৬ জুন ঃ গত শুক্রবার রাতে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের চাম্বা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার মাটি। রাত তখন ১১টা ৫২ মিনিট। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল ৫ কিলোমিটার। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.০। মাটি কেঁপে উঠতেই স্থানীয় বাসিন্দারা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন এদিন। আতঙ্ক ছা৷য়ে পা৷ে নিমেষে। এদিন কম্পন ভাল মতো অনুভূত হয়েছিল, যদিও কেউ হতাহত বা কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে। চণ্ডীগড় ও পঞ্জাব-হরিয়ানার কিছু অংশেও ভূমিকম্প টের পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য, হিমাচলের চাম্বা জেলা অত্যন্ত ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা।

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া বার্তা আমিত শাহের

আগরতলা, ৬ জুন ঃ সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ রোধে কেন্দ্রীয় সরকার আরও কঠোর অবস্থান গ্রহণ করেছে। শুক্রবার ত্রিপুরার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী লঙ্কামুড়া সীমান্ত চৌকিতে বিএসএফ জওয়ানদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বিহারের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যার অস্বাভাবিক পরিবর্তন কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষায় বিদ্যমান দুর্বলতা এবং ঘাটতিগুলি চিহ্নিত করে সেগুলি দূর করতে কেন্দ্রীয় সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সীমান্ত দিয়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, চোরাচালান এবং আন্ত ঃ সীমান্ত অপরাধ রুখতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।অমিত শাহ বলেন, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা এবং বিহারে জনসংখ্যার পরিবর্তন সহ্য করা হবে না। আন্তর্জাতিক সীমান্তকে আরও সুরক্ষিত করতে এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করতে সরকার প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।এই প্রসঙ্গে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চাভিলাষী 'স্মার্ট বর্ডার' প্রকল্পের কথাও উল্লেখ করেন। তিনি জানান, প্রকল্পটি বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে এবং খুব শীঘ্রই দেশের সাত আটটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় পরীক্ষামূলকভাবে (পাইলট প্রকল্প হিসেবে) চালু করা হবে। পরবর্তীতে সফল হলে ধাপে ধাপে অন্যান্য সীমান্ত এলাকাতেও এই ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হবে।স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, স্মার্ট বর্ডার প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নত সেন্সর প্রযুক্তি, আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থা, স্মার্ট ফেন্সিং, ড্রোন পর্যবেক্ষণ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বিত নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর ফলে সীমান্তে সন্দেহজনক গতিবিধি দ্রুত শনাক্ত করা এবং তাক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আরও সহজ হবে।তিনি বলেন, স্মার্ট বর্ডারের ধারণাটি দেশের সাত আটটি স্থানে পাইলট প্রকল্প হিসেবে বাস্তবায়িত হবে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা এবং সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষতার সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ও দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে।উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে অবৈধ অনুপ্রবেশ, আন্ত ঃসীমান্ত অপরাধ, মাদক পাচার এবং মানবপাচারসহ বিভিন্ন নিরাপত্তাজনিত বিষয় নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে জনসংখ্যাগত পরিবর্তন ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জ কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এসেছে। সেই প্রেক্ষাপটেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।কেন্দ্রীয় সরকার সীমান্ত ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে তুলতে বদ্ধপরিকর বলেও তিনি জানান। উন্নত নজরদারি ব্যবস্থা, স্মার্ট ফেন্সিং এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সীমান্তকে আরও নিরাপদ ও সুরক্ষিত করার লক্ষ্যেই কাজ চলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।ত্রিপুরা সফরের সময় অমিত শাহ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সীমান্ত নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করেন। দেশের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তা রক্ষায় বিএসএফ-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি জওয়ানদের মনোবল আরও বাড়ানোর আহ্বান জানান।

আন্দামানে প্রাকৃতিক গ্যাসের নতুন ভাণ্ডারের খোঁজ, জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ৬ জুন ঃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের গভীর সমুদ্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের একটি বিশাল ভাণ্ডারের সন্ধান মিলেছে। ভারত সরকারের নবরত্ন সংস্থা 'অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড' এই প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি শনাক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জানিয়েছেন। তিনি জানান, আন্দামান সাগরে জ্বালানি শক্তির বিপুল সম্ভাবনার ক্ষেত্র আরও শক্তিশালী হয়েছে। শ্রী বিজয়পুরম-৩-এ প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া অত্যন্ত উসাহব্যঞ্জক।উল্লেখ্য, এই আবিষ্কার আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব উপকূল থেকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'শ্রী বিজয়পুরম-৩' নামক অনুসন্ধান কূপে করা হয়েছে। কূপটি সমুদ্রের ৩৫৫ মিটার গভীরে খনন করা হয়েছিল। সংস্থাটি ১,৯০০ মিটারেরও বেশি গভীরতায় ইওসিন স্তরে খননকার্য চালায়, যেখানে প্রাথমিক পরীক্ষায় ক্রমাগত গ্যাস নির্গমন হতে দেখা যায়। এটিই সেখানে প্রাকৃতিক গ্যাসের উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে।

চেতলায় পরিবেশ দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ বিধায়ক পাপিয়া অধিকারীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,কলকাতা, ৬ জুন ঃ গত শুক্রবার ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। সেই উপলক্ষে মেরা যুবভারত দক্ষিণ কলকাতা, সীমা সুরক্ষা বল (এসএসবি) ও চেতলা হিন্দ সংঘ যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে দিনটি পালন করে। পরিবেশ সচেতনতা পদযাত্রা, বৃক্ষ উপহার এবং চারাবৃক্ষ রোপণের আয়োজন করা হয়েছিল এদিন। হিন্দদ সংঘ ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী এই পদযাত্রার সূচনা করেন। পরিবেশ রক্ষার শপথ বাক্য পাঠ করান তিনি। উপস্থিত ছিলেন এসএসবি-র ইন্সপেক্টর অজিত রঞ্জন ও অন্যান্য জওয়ানরা এবং মাই ভারত দক্ষিণ কলকাতার অ্যাকাউন্টে আনন্দ মন্ডল। স্বাগত ভাষণ দেন হিন্দ সংঘের সভাপতি তথা নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সম্পাদক প্রণব গুহ। উপস্থিত ছিলেন চেতলা থানার আধিকারিক নীলাদ্রি শেখর দুবে-সহ লায়ন্স ক্লাব অফ কলকাতা সাফল্য সম্প্রীতির সদস্যরা। পদযাত্রার পরে চেতলা পার্কে বৃক্ষরোপণ করেন এসএসবি-র জওয়ান ও হিন্দ সংঘের সদস্যরা।

তৃণমূল কার্যালয়ের পাশে রেশন কার্ড উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য সাঁইথিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি,বীরভূম, ৬ জুন ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ের ঠিক পাশ থেকেই উদ্ধার হলো বেশ কিছু রেশন কার্ড। শনিবার সকালে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছা৷য়েছে বীরভূমের সাঁইথিয়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের বহা৷ এলাকায়। এই রেশন কার্ডগুলো কীভাবে একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ের পাশে এলো, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন স্থানীয়রা।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওই তৃণমূল কার্যালয়ের পাশে বেশ কিছু রেশন কার্ড ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সরকারি এই পরিচয়পত্র এভাবে পড়ে থাকতে দেখে এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সাঁইথিয়া থানার পুলিশ। কোথা থেকে এই রেশন কার্ডগুলো এখানে এলো সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রশাসনের কঠোর নিয়মবিধি মেনেই আগামী সপ্তাহ থেকে মঙ্গলাহাটে হকারি করতে হবে ব্যবসায়ীদের,শেষপর্যন্ত সমাধান সূত্র মেলায় খুশি হাট ব্যবসায়ীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি,হাওড়া,৬জুনঃপ্রশাসনের কঠোর নিয়মবিধি মেনেই আগামী সপ্তাহ থেকে মঙ্গলাহাটে হকারি করতে হবে ব্যবসায়ীদের। শেষপর্যন্ত সমাধান সূত্র মেলায় খুশি হাট ব্যবসায়ীরা। অবশেষে কাটলো জট। হাও৷ার ঐতিহ্যবাহী মঙ্গলাহাটে প্রশাসনের কঠোর নির্দেশিকা মেনেই হকারি করতে পারবেন হাট ব্যবসায়ীরা। এবার কার্যত ফুটপাতে ব্যবসা করা অস্থায়ী হকারদের ক্ষেত্রে কড়া অবস্থান নিয়েছে প্রশাসন। ফুটপাত উপচে রাস্তায় ব্যবসা চালানো এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা লঙ্ঘন করার বিরুদ্ধে এবার ক৷ আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। এই মর্মে ' হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি (সেন্ট্রালল)'-এর পক্ষ থেকে মঙ্গলাহাটের রিং-রোড চত্বরে ব্যবসায়ীদের উদ্দেশ্যে একটি জরুরি বার্তা জারি করা হয়েছে। বিগত কিছুদিন ধরে এই মঙ্গলাহাটের শৃঙ্খলা ফেরাতে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন ব্যবসায়ী সমিতির প্রতিনিধিরা। সেই আলোচনার ভিত্তিতেই প্রশাসন এই নতুন ও কঠোর নির্দেশিকা জারি করে। হাওড়া মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতি (সেন্ট্রাল) এর সভাপতি মলয় দত্ত জানান, আগামী সপ্তাহ থেকেই এই নতুন নিয়ম কঠোরভাবে কার্যকর করা হবে। নির্দেশিকার মূল বিষয়গুলি হল, সোমবার এবং মঙ্গলবার মঙ্গলাহাটের রিং-রোড চত্বরের রাস্তা সম্পূর্ণ খালি রাখতে হবে।

ব্যবসায়ীদের তাদের ব্যবসা শুধুমাত্র ফুটপাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। কোনও ব্যবসায়ী কোনোভাবেই তাঁদের বিক্রির পণ্য, বস্তা, বসার টুল বা অন্য কোনো সরঞ্জাম রাস্তার উপর রাখতে পারবেন না। হাটের জন্য নির্ধারিত সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। রবিবার রাত ১২টা থেকে সোমবার সকাল ৭টা এবং সোমবার রাত ১২টা থেকে মঙ্গলবার সকাল ৭টা প্রশাসন ধার্য এই। সময়সীমা কোনওভাবেই লঙ্ঘন করা যাবে না। প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই নির্দেশিকা পালন করবেন না, তাঁদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের মালপত্র স্থায়ীভাবে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীকে আটকও করা হতে পারে। সবথেকে ব৷ বিষয় কোনও ব্যবসায়ী আইন অমান্য করে শাস্তির মুখে পড়লে তাঁর পক্ষে ব্যবসায়ী কমিটির কোনও আবেদন বা সুপারিশ প্রশাসন গ্রহণ করবে না। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে কোনও ব্যবসায়ী যাতে আইনি জটিলতা বা আর্থিক ক্ষতির মুখে না প৷নে সেই কারণে মঙ্গলাহাট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সকল সদস্যদের কাছে বিনীত অনুরোধ করা হয়েছে তাঁরা যেন প্রশাসনের এই বিধিসম্মত নির্দেশিকা সম্পূর্ণভাবে মেনে চলেন এবং একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশে ব্যবসা পরিচালনা করেন। যাতে ভবিষ্যতে মঙ্গলাহাটের আইনশৃঙ্খলায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার সামাজিক জীবনে একটু নড়াচড়া হতে পারে। আপনি বন্ধুদের সঙ্গে নতুন কোনও প্রজেক্ট শুরু করার কথা ভাবতে পারেন। বিবাহের যোগ হতে পারে
বৃষঃ আজ আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন, এতে আপনার অনুভূতি আরও শক্তিশালী হবে।
মিথুনঃকাজের চাপ আজ কিছুটা চাপ এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে।
কর্কট রাশি ঃআপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিষেধক হল হাসি। আজ, আপনি কোনও সহায়তা বা সহায়তা ছাড়াই অর্থ উপার্জন করতে সক্ষম হবেন। শুভদিন হবে
সিংহঃআজকের দিনটা আপনার জন্য খুবই পজিটিভ আর উৎসাহজনক হবে। শুভদিন হবে।
কন্যাঃআজ আপনার সামাজিক জীবনও খুবই অ্যাকটিভ থাকবে। বন্ধু আর পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য এটা ভাল সময়।
তুলাঃক্ষণিকের আবেগে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না, এটি আপনার বাচ্চাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। অর্থ ব্যয় হতে পারে।
বৃশ্চিকঃ সন্ধ্যাবেলায় একটু আরাম করুন। সন্দেহজনক আর্থিক কারবারে জড়িয়ে পড়া থেকে সতর্ক থাকুন। বিবাহের যোগ হতে পারে।
ধনুঃ আজ আপনার ক্রিয়েটিভিটি আর চিন্তাভাবনা চূড়ান্ত পর্যায়ে থাকবে। এটা আপনার কাজে ব্যবহার করলে, আপনি নতুন সুযোগ খুঁজে পেতে পারেন।
মকরঃ পারস্পরিক বোঝাপড়া আর সহযোগিতার মাধ্যমে আপনি অনেক সমস্যার সমাধান করতে সফল হবেন। পরিবারে সুখ থাকবে।
কুম্ভঃ আপনি আজ খুব সক্রিয় এবং চটপটে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য আজ আপনাকে পুরোপুরি সমর্থন করবে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।
মীনঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। আপনার সময় এবং অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিত অন্যথায় আসন্ন সময়টি ঝামেলা এবং চ্যালেঞ্জ দ্বারা পূর্ণ।

আবহাওয়া

শনিবার দক্ষিণবঙ্গের বেশ কিছু জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে গরম ও আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তিও বজায় থাকবে। বৃষ্টি হলেও তাপমাত্রা হঠাৎ কমে যাওয়ার সম্ভাবনা কম।আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায়। এই সমস্ত জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে। সেই সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়ার বেগ থাকবে ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার। দক্ষিণবঙ্গে রবিবার ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। শনিবার তুলনামূলকভাবে বৃষ্টির প্রবণতা কিছুটা কম থাকতে পারে। এমনই পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের। কলকাতা, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে আলাদা করে কোনও সতর্কতা নেই। হুগলিতে সোমবার, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় রবিবার, পূর্ব মেদিনীপুরে রবিবার এবং মঙ্গলবার বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এর ফলে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা একই রকম থাকবে। সমুদ্রে মৎস্যজীবীদের জন্যেও আপাতত কোনও সতর্কবার্তা নেই।এদিকে, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টি চলবে। কালিম্পঙে মঙ্গলবার থেকে এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে বুধবার থেকে ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে তার আগেও বৃষ্টি হবে। উত্তরের সব জেলাতেই আগামী কয়েক দিন টানা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি এবং ঘণ্টায় ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি আছে।প্রসঙ্গত, ৪ জুন কেরলমে বর্ষা প্রবেশ করেছে। কেরলমের সঙ্গে সঙ্গে তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটকের কিছু অংশেও ঢুকে পড়েছে মৌসুমী বায়ু। আবহাওয়া দফতর সূত্রে জানা গেছে, আগামী দুই থেকে তিন দিনের মধ্যে উত্তর-পূর্ব ভারতে ঢুকে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু।। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৮ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৬৫ শতকরা হতে পারে। বৃষ্টিপাত হয়েছে আবহাওয়া সূত্র থেকে জানা গেছে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১ টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৪টা ৪৭মিনিট এবং রাত ০৮টা ৫৪ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৪ টা ৫৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৬মিনিটে হতে পারে।

সরকারি জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করে আক্রান্ত প্রতিবাদী যুবক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ডোমজুড়, হাওড়া, ৬ জুন ঃ ডোমজুড়ে সরকারি জমি 'দখল' করে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ, প্রতিবাদ করে আক্রান্ত প্রতিবাদী যুবক। হাওড়ার ডোমজুড়ে সরস্বতী নদীর ধারে 'বেআইনি' নির্মাণকাজের প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মারধর করা হল প্রতিবাদী এক যুবককে। শুক্রবার বিশ্ব পরিবেশ দিবসের বিকেলে ওই ঘটনা ঘটেছে মহিয়াড়ী-২ পঞ্চায়েতের কুন্ডুরবাগান এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সরস্বতী নদীর পাড়ে বেআইনিভাবে একটি নির্মাণকাজ চলছিল। সেই কাজেরই প্রতিবাদ করেন স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ মোদী। এই নিয়ে নির্মাণকারীদের সাথে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ওই যুবক। এরপরেই নির্মাণকারীরা দলবল নিয়ে তাঁকে মারধর শুরু করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা এগিয়ে এলে ওই যুবককে রাস্তায় ফেলে রেখেই এলাকা ছেড়ে চম্পট দেয় হামলাকারীরা। এরপর ওই যুবক ডোমজুড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। আক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ বলেন, 'আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছিলাম। তাই আমাকে মারা হয়েছে। পি ডব্লিউ ডি-র জমি ওরা দখল করে দোকান করে তা অন্যকে বিক্রি করছে। সেটা নিয়েই আমি প্রতিবাদ করেছিলাম। সেই কারণে আমাকে মারধর করা হয়। ওরা আমার মাথায় ঘুসি মারে। হাতে থাকা আংটিতে আমার আঘাত লাগে। এমনকি বন্দুকের বাঁট দিয়েও মারা হয়। ওরা সমাজবিরোধী।

সরকারি জমি দখল করে বেআইনি নির্মাণের প্রতিবাদ করে আক্রান্ত প্রতিবাদী যুবক

দুরন্তবার্তা, সুমন দে, কলকাতা, ৬ জুন ঃ রাজ্যে শিল্পায়ন, বৃহৎ বিনিয়োগ এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আজ দেশের অন্যতম বৃহৎ পরিকাঠামো সংস্থা লারসেন অ্যান্ড টুব্রোর (এলঅ্যান্ডটি) চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর এস এন সুব্রহ্মণ্যমের সঙ্গে বৈঠক করেন। দিল্লি থেকে ফেরার পথে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কলকাতা বিমানবন্দরে ঐ শিল্পকর্তার প্রায় আধঘন্টা আলোচনা চলে। পরে সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে মতবিনিময় হয়েছে। শিল্প বিকাশের জন্য শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে তোলা, বৃহৎ বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মাধ্যমে রাজ্যের যুব সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির বিষয়গুলি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং দেশের শীর্ষ শিল্পগোষ্ঠীগুলির সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা রাজ্যের অর্থনীতিতে নতুন গতি আনতে পারে।

বন্দী দশা কাটিয়ে বাংলাদেশে ফিরে গেল ৯১ জন মৎস্যজীবি

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৬ জুন ঃ পাঁচ মাস পর ৪টি ট্রলার-সহ ৯১ বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে ফেরাল ভারত। বন্দিদশা কাটল ৯১ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীরবঙ্গোপসাগরে মাছ ধরার সময় ওই মৎস্যজীবীরা জলসীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন। নৌ সেনা তাঁদের গ্রেপ্তার করেছিল। চারটি ট্রলার করে তাঁরা মাছ ধরতে বেরিয়েছিলেন। ওইসব ট্রলারগুলিও আটক করা হয়। আদালতে তোলা হয়েছিল তাঁদের। আদালতের নির্দেশেই তাঁদের জেল বন্দি থাকতে হয়েছিল। শেষপর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় পাঁচমাসের বন্দিদশা কাটল ৯১ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীর। মুক্তি দেওয়া হয়েছে তাঁদের। অবশেষে নিজের দেশে, নিজের পরিবারের কাছে ফিরে যাচ্ছেন তাঁরা। শনিবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে ৪টি ট্রলার-সহ ৯১ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী। সেখানে দু'দেশের নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তাঁদের বাংলাদেশের হাতে হস্তান্তর করা হবে। প্রশাসন ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫ মাস আগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমায় চলে এসেছিল বাংলাদেশের ৪টি মাছ ধরার ট্রলার। সেই সময় ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী ট্রলার-সহ ৯১ জন মৎস্যজীবীকে আটক করে। আটক মৎস্যজীবীদের তুলে দেওয়া হয় ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে। আইনি প্রক্রিয়া ও আদালতের নির্দেশে প্রায় চার মাসেরও বেশি সময় ভারতীয় জেলে বন্দি ছিলেন ওই মৎস্যজীবীরা। অবশেষে সমস্ত আইনি জট কাটে। এরপরই তাঁদের বাংলাদেশে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। শনিবার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে রওনা দিলেন বাংলাদেশের ওই মৎস্যজীবীরা।

মেয়রের ইস্তফার পর কলকাতা পুরসভা ভাঙার ইঙ্গিত?

রাজ্যের নোটিস ঘিরে তীব্র জল্পনা, প্রশাসক বসানোর সম্ভাবনা নিয়ে শুরু বিতর্ক

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ কলকাতা পুরসভার মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগের পর নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক জল্পনা শুরু হয়েছে রাজ্যের প্রশাসনিক মহলে। মেয়রের ইস্তফার অব্যবহিত পরেই কলকাতা পুরসভাকে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। নোটিসে জানতে চাওয়া হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে কেন কলকাতা পুরসভার বোর্ড ভেঙে দেওয়া হবে না। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহল, প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি এবং আইন বিশেষজ্ঞদের মধ্যে শুরু হয়েছে বিস্তর আলোচনা। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, নোটিস পাওয়ার তিন দিনের মধ্যে কলকাতা পুরসভাকে লিখিতভাবে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে। সেই নোটিসের প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে কলকাতা পুরসভার কমিশনার, পুরসচিব এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক আধিকারিকদের কাছেও। রাজ্যের বক্তব্য, মেয়রের পদত্যাগের পর পুরসভার স্বাভাবিক প্রশাসনিক কার্যক্রম ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে নাগরিক পরিষেবা প্রদানে সমস্যা দেখা দিতে পারে বলেই এই পদক্ষেপ। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতা পুরসভার চেয়ারম্যান মালা রায়ের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন ফিরহাদ হাকিম। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ফিরহাদ ইস্তফার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, তিনি সবসময় সক্রিয়ভাবে মানুষের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কাজ করার সুযোগ আর পাচ্ছেন না। তাঁর কথায়, শুধুমাত্র পদে বসে থেকে দায়িত্ব পালন সম্ভব না হলে সেই পদে থাকার কোনও অর্থ নেই। তাই তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফিরহাদের পদত্যাগের পরও এখনও পর্যন্ত নতুন কোনও মেয়রের নাম ঘোষণা করা হয়নি। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফেও নতুন মেয়র নির্বাচনের জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক আবেদন বা প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতেই পুরসভাকে নোটিস পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার। নোটিসে উল্লেখ করা হয়েছে, মেয়রবিহীন অবস্থায় পুরসভার প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে কলকাতার নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা প্রদান ব্যাহত হতে পারে। নোটিসে আরও বলা হয়েছে, সংবিধানের নির্দেশনা এবং কলকাতা পুরসভা আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী পুরসভার উপর যে দায়িত্ব বর্তায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা সঠিকভাবে পালন করা সম্ভব হচ্ছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষত নাগরিক পরিষেবা, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছে রাজ্য সরকার। সরকারি নোটিসে কলকাতা পুরসভা আইনের ১১৭(১) ধারার উল্লেখ করা হয়েছে। ওই ধারায় বলা রয়েছে, কোনও পুরসভা যদি তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, ধারাবাহিকভাবে কর্তব্যে গাফিলতি করে অথবা ক্ষমতার অপব্যবহার করে, তাহলে রাজ্য সরকার তাকে অযোগ্য বা দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ বলে ঘোষণা করতে পারে। সেই ক্ষেত্রে পুরসভা ভেঙে দেওয়ার ক্ষমতাও সরকারের রয়েছে। তবে আইন অনুযায়ী সেই ব্যবস্থা সর্বাধিক ছয় মাসের জন্য কার্যকর হতে পারে। তার বেশি সময়ের জন্য নয়। তবে নোটিসে স্পষ্ট করে জানানো হয়েছে, রাজ্য সরকার একতরফাভাবে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না। কলকাতা পুরসভাকে নিজেদের বক্তব্য জানানোর পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণেই কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়েছে। পুরসভা আইনের ১১৭(২)(এ) ধারা অনুযায়ী পুর কর্তৃপক্ষের কাছে তিন দিনের মধ্যে জবাব চাওয়া হয়েছে। সেই জবাব খতিয়ে দেখেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার প্রাক্তন মেয়র ও বিশিষ্ট আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ''রাজ্য সরকার পুরসভার কাছে বলতে পারে যে, তারা কাজ করছে না। তারা কী করতে চাইছে, জিজ্ঞেস করতে পারে। পুরবোর্ড ভেঙে দেওয়ার অধিকার রাজ্য সরকারের নেই। মেয়র না-থাকার পরের পরিস্থিতিতে এটুকুই করতে পারে।'' অন্যদিকে কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করছেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রশাসক নিয়োগ একটি বাস্তবসম্মত সমাধান হতে পারে। তাঁর মতে, কলকাতা পুরসভার ইতিহাসে এমন পরিস্থিতি নতুন নয়। অতীতেও মেয়র পদ শূন্য হয়ে যাওয়ার ফলে প্রশাসনিক জটিলতা তৈরি হয়েছিল। সেই সময় প্রশাসক বসিয়ে পুরসভার কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখা হয়েছিল। এবারও সেই পথ অনুসরণ করা যেতে পারে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। আইন অনুযায়ী, যদি ১১৭ ধারার ভিত্তিতে পুরসভা ভেঙে দেওয়া হয়, তাহলে ১১৮ ধারার বিধান কার্যকর হবে। সে ক্ষেত্রে মেয়র, কাউন্সিলর এবং মেয়র-ইন-কাউন্সিলের সদস্যদের পদ শূন্য হয়ে যাবে। প্রশাসনিক দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রশাসক বা প্রশাসনিক প্রতিনিধিরা। তাঁরা পুরসভার যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবেন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। রাজ্যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর থেকেই কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক ক্ষমতার একটি বড় অংশ কার্যত পুর কমিশনার স্মিতা পাণ্ডের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলে বিভিন্ন মহলে আলোচনা চলছিল। তৃণমূলের একাধিক কাউন্সিলরও স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারার অভিযোগ তুলেছিলেন। সেই আবহেই ফিরহাদ হাকিম নিজের দায়িত্ব পালনে বাধার কথা উল্লেখ করে পদত্যাগ করেন। আর তাঁর পদত্যাগের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের নোটিস নতুন করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। এখন সকলের নজর কলকাতা পুরসভার জবাবের দিকে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পুর কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থান স্পষ্ট করবে। সেই জবাবের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেবে রাজ্য সরকার। কলকাতার প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ কোন পথে এগোবে, পুরবোর্ড বহাল থাকবে নাকি প্রশাসক বসবে; সেই প্রশ্নের উত্তর আপাতত সময়ই দেবে।

এলআইসির ২১ কাঠা জমি দখলের অভিযোগ, আলিপুর থানায় বিমা সংস্থা দ্বারস্থ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ দক্ষিণ কলকাতার অন্যতম পরিচিত দুর্গাপুজো সুরুচি সংঘকে ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বাঁধল। ভারতের জীবন বিমা নিগম (এলআইসি)-র অভিযোগ, তাদের মালিকানাধীন প্রায় ২১ কাঠা জমি দীর্ঘদিন ধরে বেআইনিভাবে দখল করে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওই জমির উপর নির্মিত হয়েছে ক্লাবঘর এবং সেখানেই প্রতিবছর আয়োজন করা হয় সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো। জমি পুনরুদ্ধারের দাবিতে শনিবার আলিপুর থানার দ্বারস্থ হয়েছেন এলআইসির আধিকারিকরা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজোর ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা শুরু হয়েছে বিভিন্ন মহলে। সুরুচি সংঘের দুর্গাপুজো দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য তথা দেশের অন্যতম আকর্ষণীয় পুজো হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর অভিনব থিম, সুসজ্জিত মণ্ডপ এবং ব্যাপক দর্শনার্থীর সমাগম এই পুজোকে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে। তবে সম্প্রতি ক্লাবকে ঘিরে একের পর এক বিতর্ক সামনে আসায় পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে। রাজনৈতিক মহলেও এই ঘটনাকে ঘিরে আলোচনা তুঙ্গে। সুরুচি সংঘকে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস এবং তাঁর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত বলে পরিচিতি রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিভিন্ন অভিযোগে ইতিমধ্যেই স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর গ্রেপ্তারের পর উত্তেজিত জনতার একাংশ ক্লাব প্রাঙ্গণে ঢুকে ভাঙচুর চালায় বলেও অভিযোগ ওঠে। সেই আবহেই এবার এলআইসির জমি দখলের অভিযোগ সামনে এসেছে। বিমা সংস্থার দাবি, বহু বছর ধরে তাদের মালিকানাধীন জমি বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেই জমির উপর স্থায়ী নির্মাণও করা হয়েছে। শনিবার আলিপুর থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে এলআইসির আধিকারিকরা বলেন, এই জমি পুনরুদ্ধারের জন্য অতীতেও একাধিকবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। প্রশাসনিক স্তর থেকে শুরু করে আইনি পথেও তারা চেষ্টা চালিয়েছেন। এমনকি আদালতের দ্বারস্থও হয়েছিল সংস্থা। কিন্তু নানা কারণে সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি এবং জমির দখল ফিরে পাওয়া যায়নি। এবার নতুন করে পুলিশ প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। এল আই সি-র অভিযোগ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট জমির চারপাশ ঘিরে সেখানে বেআইনিভাবে ক্লাবঘর নির্মাণ করা হয়েছে। শুধু ক্লাবঘরই নয়, সেখানে একটি বহুতল নির্মাণও রয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। তিনতলা ওই নির্মাণে একাধিক বেডরুম এবং অন্যান্য পরিকাঠামো রয়েছে বলে অভিযোগ। বিমা সংস্থার বক্তব্য, তাদের অনুমতি ছাড়াই এই ধরনের স্থায়ী নির্মাণ করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। সেই কারণেই জমির মালিকানা ও দখল পুনরুদ্ধারে তারা আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। অন্যদিকে, সুরুচি সংঘকে ঘিরে আরও একাধিক অভিযোগ ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ক্লাবের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি সামগ্রী অনিয়মিতভাবে মজুত রাখা হতো। সম্প্রতি ক্লাব সংলগ্ন একটি ঘর থেকে বিপুল পরিমাণ সরকারি প্রকল্পের পানীয় জল 'প্রাণধারা'র বোতল উদ্ধার হয়েছে বলে অভিযোগ। এছাড়াও ত্রাণ বণ্টনের জন্য সংরক্ষিত বিপুল সংখ্যক শাড়ি সেখানে পাওয়া গিয়েছে বলেও দাবি উঠেছে। এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে সরকারি সম্পদের অপব্যবহার এবং অনিয়মের অভিযোগ জোরালো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই ক্লাবকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের অসঙ্গতি চলছিল। ক্লাব ভবনের ভিতরে একাধিক বেডরুম থাকার বিষয়টিও প্রশ্নের মুখে পড়েছে। সাধারণ একটি ক্লাবঘরে কেন এই ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন, তা নিয়ে নানা মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরোধীরা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র সমালোচনা শুরু করেছে, যদিও ক্লাব কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত এই অভিযোগগুলির বিষয়ে বিস্তারিত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। এদিকে, এলআইসির অভিযোগের পর প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সকলের। যদি জমির মালিকানা এবং দখল সংক্রান্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তাহলে ভবিষ্যতে সুরুচি সংঘের কার্যক্রম ও দুর্গাপুজোর আয়োজন নিয়েও প্রশ্ন উঠে যেতে পারে। ফলে দক্ষিণ কলকাতার বহুচর্চিত ক্লাবকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক আগামীতে কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই এখন নজর সকলের।

তৃণমূলে ভাঙনের জল্পনার মাঝেই দিল্লি সফরে অভিষেক, রাজনৈতিক মহলে তীব্র চর্চা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে ভাঙন এবং গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের নানা জল্পনা ঘুরপাক খাচ্ছে। বিধানসভায় পরিষদীয় দলের অস্থিরতার পর এবার সংসদীয় দল নিয়েও নতুন করে রাজনৈতিক আলোচনা শুরু হয়েছে। এই আবহেই হঠাৎ করে দিল্লি উড়ে গেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর এই আকস্মিক সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই অভিষেক দিল্লি গিয়েছেন। যদিও সফরের নির্দিষ্ট কারণ নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। আগামী ৮ জুন বিজেপি-বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। সেই বৈঠকে যোগ দিতে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরও দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে। পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী, ওই বৈঠকের সময়ই অভিষেকের দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময়ের আগেই তাঁর রাজধানী সফর রাজনৈতিক মহলে নতুন জল্পনার জন্ম দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতিতে তৃণমূলের অন্দরে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, তা সামাল দিতেই অভিষেককে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে দিল্লিতে পাঠানো হয়ে থাকতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে দলের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। বিধানসভায় দলের একাংশের বিধায়ক ভিন্ন অবস্থান নেওয়ার পর নতুন করে সংসদীয় দল নিয়েও গুঞ্জন ছড়িয়েছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা নিশ্চিত তথ্য সামনে আসেনি। রাজনৈতিক মহলে আলোচনা চলছে, লোকসভাতেও দলীয় ভাঙনের সম্ভাবনা নিয়ে বিভিন্ন মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে। কয়েকজন সাংসদকে নিয়ে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরির কথাও শোনা যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে দলের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত রাখার জন্য শীর্ষ নেতৃত্ব বিশেষ উদ্যোগ নিতে পারে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ। সেই কারণেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিল্লি সফরকে অনেকেই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। অন্যদিকে, এই সফরকে ঘিরে আরও একটি প্রশ্ন সামনে এসেছে। আগামী ৮ জুন একটি বহুল আলোচিত মামলার তদন্তে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভবানী ভবনে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি। সংশ্লিষ্ট মামলায় এর আগে তিনি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে কিছু সময় চেয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। তবে তদন্তকারী সংস্থার তরফে সেই আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি এবং নির্ধারিত দিনেই হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ বহাল রাখা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে অভিষেকের দিল্লি সফরকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নানা ব্যাখ্যা উঠে আসছে। বিরোধী শিবিরের একাংশ প্রশ্ন তুলেছে, নির্ধারিত হাজিরার আগে রাজধানী সফরের সঙ্গে কোনও বিশেষ কৌশল জড়িত রয়েছে কি না। যদিও তৃণমূলের তরফে এই ধরনের জল্পনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। দলীয় নেতৃত্বের দাবি, রাজনৈতিক এবং সাংগঠনিক কর্মসূচির অংশ হিসেবেই এই সফর। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। একদিকে দলীয় ঐক্য বজায় রাখা, অন্যদিকে জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করা; দুই ক্ষেত্রেই নেতৃত্বকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ রূপরেখা নিয়েও আগামী বৈঠক যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগাম দিল্লি সফরকে শুধুমাত্র একটি রুটিন রাজনৈতিক সফর হিসেবে দেখছেন না অনেকেই। তবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, দিল্লিতে গিয়ে তিনি কী ধরনের বৈঠক করবেন এবং সেই বৈঠকের রাজনৈতিক তাৎপর্য কতটা গভীর হবে। একইসঙ্গে আগামী ৮ জুনের সিআইডি তলবের বিষয়টিও রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ফলে রাজধানী সফর, দলীয় অন্দরের জল্পনা এবং তদন্ত সংস্থার তলব; সব মিলিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এখন নজর আগামী কয়েক দিনের দিকে। দিল্লি সফরের পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কী বার্তা দেন এবং তৃণমূলের সাংগঠনিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল।

জেলমুক্তি অধরাই, অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগে চাঞ্চল্য

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৬ জুন ঃ চুঁচুড়ার প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদারের জেলমুক্তি আপাতত অনিশ্চিতই রইল। পুলিশকে বাধা দেওয়া এবং সরকারি কাজে বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার তাঁর বিরুদ্ধে নতুন করে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ সামনে আসায় রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে স্থানীয় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আদালত তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর না করে ফের জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। আগামী ১৯ জুন মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে। সূত্রের খবর, চুঁচুড়া পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের এক যুবতী অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগটি ২০২৩ সালের একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত বলে জানা গিয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে নতুন করে তদন্ত শুরু করার উদ্যোগ নিয়েছে পুলিশ। এর ফলে ইতিমধ্যেই চলতে থাকা মামলার পাশাপাশি আরও একটি গুরুতর অভিযোগের মুখোমুখি হতে হচ্ছে প্রাক্তন বিধায়ককে। ঘটনার সূত্রপাত গত ৩০ মে। সেদিন তৃণমূলে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থার অভিযোগের প্রতিবাদে চুঁচুড়ায় একটি বিক্ষোভ ও রাস্তা অবরোধ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। সেই আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন অসিত মজুমদার। তাঁর সঙ্গে দলের একাধিক নেতা-কর্মীও উপস্থিত ছিলেন। বিক্ষোভের জেরে এলাকায় যান চলাচল ব্যাহত হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। অভিযোগ, অবরোধ তুলতে গেলে পুলিশকে বাধার মুখে পড়তে হয়। সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে বিঘ্ন ঘটানোর অভিযোগ ওঠে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। সেই ঘটনার পর চুঁচুড়া থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা দায়ের করে। তদন্তের ভিত্তিতে অসিত মজুমদার-সহ মোট ১০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে ছিলেন চুঁচুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পার্থ সাহা এবং তৃণমূল নেতা মির্জা সানোয়ার আলিও। গ্রেপ্তারের পর ধৃতদের আদালতে তোলা হলে বিচারক প্রথমে তাঁদের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। এরপর শুক্রবার ফের আদালতে তোলা হয় অভিযুক্তদের। সেদিন আদালত মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া সাতজনের জামিন মঞ্জুর করলেও অসিত মজুমদার, পার্থ সাহা এবং মির্জা সানোয়ার আলির জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। বিচারকের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, মামলার তদন্ত এখনও চলমান থাকায় এবং অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁদের হেফাজতে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। এরই মধ্যে অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের অভিযোগটি নতুন করে সামনে আসায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে। অভিযোগকারিণী যুবতীর দাবি, তাঁর সঙ্গে শ্লীলতাহানি এবং ধর্ষণের চেষ্টার ঘটনা ঘটেছিল।

রাস্তার ডাস্টবিনে তৃণমূলের দলীয় ফ্ল্যাগের পাশাপাশি অসংখ্য সরকারি রেশন কার্ড, চাকরির আবেদনপত্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৬ জুন ঃ হাওড়ার বেলুড়ে রাস্তার ডাস্টবিনে তৃণমূলের দলীয় ফ্ল্যাগের পাশাপাশি মিললো অসংখ্য সরকারি রেশন কার্ড, চাকরির আবেদনপত্র। ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়। নোংরা-আবর্জনার স্তুপে পড়ে থাকতে দেখা যায় মানুষের অতি গুরুত্বপূর্ণ এইসব সরকারি নথি এবং ওই রাজনৈতিক দলের ফ্ল্যাগ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বেলুড়ের গিরীশ ঘোষ রোড এলাকায় রাস্তার ধারের ওই ভ্যাটে এদিন রাশি রাশি রেশন কার্ড এবং চাকরির আবেদনের মতো অত্যন্ত সংবেদনশীল নথিপত্র পড়ে থাকতে দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এর সঙ্গেই উদ্ধার হয় পূর্বতন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রচুর দলীয় ফ্ল্যাগ। এই ঘটনার ছবি ও ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভাইরাল' হয়। ঘটনাটি সামনে আসতেই তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। ছুটে আসেন বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, এলাকার প্রাক্তন কাউন্সিলরের দলীয় অফিস থেকে এসব মালপত্র রাতের অন্ধকারে রাস্তার ডাস্টবিনে ফেলা হয়েছে। বহু সাধারণ মানুষের সরকারি নথি ও চাকরির আবেদনপত্র কেন এবং কী উদ্দেশ্যে পার্টি অফিসের মধ্যে ছিল আর কেনই বা তা ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বেলুড় থানার পুলিশ ঘটনা খতিয়ে দেখছে। যদিঈ ওই ঘটনায় তৃণমূলের কোনও বক্তব্য জানা যায়নি।

হাওড়া পুর নিগমের নতুন কমিশনার নিয়োগ রাজ্যের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৬ জুন ঃ রাজ্য সরকার হাওড়া পুর নিগমের নতুন কমিশনার নিয়োগ করেছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার অতিরিক্ত জেলা শাসক পদে কর্মরত ২০১৭ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাডারের আই এ এস তেজসভী রানা কে নিগমের নতুন কমিশনারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে আজ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক দপ্তর থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

আবাস প্রকল্পে স্বচ্ছতা বাড়াতে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের, চালু হচ্ছে স্ব-সমীক্ষা পদ্ধতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৬ জুন ঃ গ্রামীণ আবাস প্রকল্পে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করতে এবং রাজনৈতিক প্রভাবের অভিযোগ এড়াতে বড় পদক্ষেপ নিল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবার থেকে আবাস প্রকল্পের জন্য আবেদন প্রক্রিয়ায় চালু করা হচ্ছে স্ব-সমীক্ষা বা সেলফ-সার্ভে পদ্ধতি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ নিজেরাই সরাসরি আবেদন করতে পারবেন। পরবর্তীতে প্রশাসনের তরফে সেই আবেদন যাচাই করে চূড়ান্ত সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি করা হবে। রাজ্য সরকারের পাঠানো নির্দেশিকা অনুযায়ী, আবাস প্রকল্পে আবেদন করার জন্য আবেদনকারীদের মোবাইল ফোনে 'আবাসপ্লাস ২০২৪' এবং 'আধারফেস আরডি' নামের দুটি অ্যাপ ডাউনলোড করতে হবে। এই অ্যাপগুলির মাধ্যমে আধারভিত্তিক পরিচয় যাচাই সম্পন্ন করে আবেদন জমা দেওয়া যাবে। সরকারের দাবি, প্রযুক্তিনির্ভর এই নতুন পদ্ধতি আবেদন প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও নির্ভুল করে তুলবে। জানা গিয়েছে, আবেদন জমা পড়ার পর প্রশাসনের নির্দিষ্ট সমীক্ষকরা আবেদনকারীদের বাড়িতে গিয়ে তথ্য যাচাই করবেন। আবেদনকারী ও তাঁর পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থান খতিয়ে দেখে আবাস প্রকল্পের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী তাঁরা যোগ্য কি না, তা নির্ধারণ করা হবে। ফলে শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করলেই সুবিধাভোগীর তালিকায় নাম উঠবে না, বরং একাধিক স্তরে যাচাইয়ের পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে যাঁদের কাছে স্মার্টফোন নেই বা যাঁরা প্রযুক্তিগত কারণে অনলাইনে আবেদন করতে অক্ষম, তাঁদের জন্যও বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই ধরনের পরিবারগুলির ক্ষেত্রে সমীক্ষকরাই বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবেন এবং প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন। ফলে প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে কোনও যোগ্য পরিবার যাতে প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে আবেদন যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় পর্যালোচনা ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। নির্দেশিকা অনুযায়ী, সমীক্ষার মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যের অন্তত ১০ শতাংশ ব্লক বা মহকুমা স্তরের আধিকারিকদের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই করতে হবে। পাশাপাশি মোট আবেদনের ৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ব্লকস্তরের আধিকারিকদের পৃথকভাবে পর্যালোচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ২ শতাংশ আবেদন সরাসরি জেলাস্তরের আধিকারিকদের দ্বারা যাচাই করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রশাসনের মতে, এই বহুমাত্রিক যাচাই ব্যবস্থার ফলে ভুল তথ্যের ভিত্তিতে নাম অন্তর্ভুক্তি বা অযোগ্য ব্যক্তির সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা অনেকটাই কমে যাবে। রাজ্য সরকারের একাংশের মতে, দীর্ঘদিন ধরেই আবাস প্রকল্পে সুবিধাভোগীদের তালিকা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। কোথাও প্রকৃত গৃহহীন বা কাঁচা বাড়িতে বসবাসকারী পরিবার বাদ পড়েছেন, আবার কোথাও অযোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকায় উঠে আসার অভিযোগও সামনে এসেছে। নতুন স্ব-সমীক্ষা পদ্ধতি চালু হলে সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে বলে মনে করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, আগামী মাসের ২০ তারিখের মধ্যেই সমীক্ষা ও যাচাই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রশাসনের আশা, নতুন এই ব্যবস্থা চালুর ফলে আবাস প্রকল্পের সুবিধা আরও দ্রুত ও স্বচ্ছভাবে প্রকৃত প্রাপকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে।

কাশী বিশ্বনাথের আদলে নবরূপে সাজবে তারকেশ্বর, প্রধানমন্ত্রীর সফর ঘিরে জোর জল্পনা

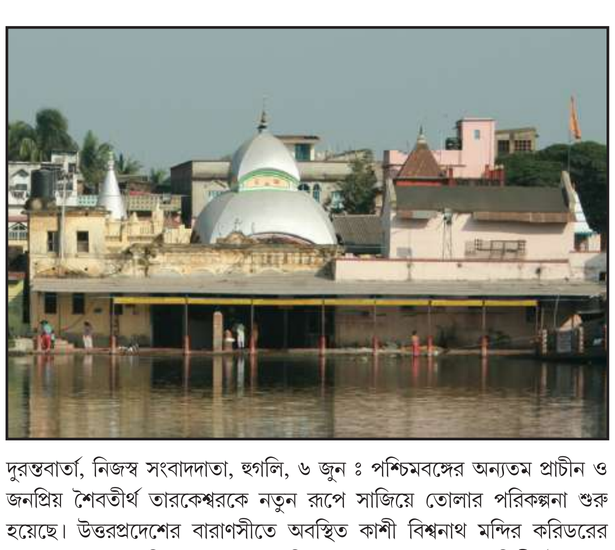

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি, ৬ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও জনপ্রিয় শৈবতীর্থ তারকেশ্বরকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে অবস্থিত কাশী বিশ্বনাথ মন্দির করিডরের আদলে এবার হুগলির তারকেশ্বর মন্দির ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকা আধুনিক পরিকাঠামোয় গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে এই বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়িত হতে পারে। ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক স্তরে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। জেলা প্রশাসনের একাংশের দাবি, আগামী ২০ জুন পশ্চিমবঙ্গ দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তারকেশ্বর সফরের সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও সরকারি স্তরে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করা হয়নি, তবু প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা, ওই দিনই তারকেশ্বরের সৌন্দর্যায়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে তৎপরতা বেড়েছে। তারকেশ্বরকে কাশী বিশ্বনাথের আদলে গড়ে তোলার ভাবনা অবশ্য নতুন নয়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে হুগলির ধনেখালিতে এসে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ প্রকাশ্য সভা থেকে এই প্রতিশ্রুতির কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন, দেশের অন্যতম বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র কাশী বিশ্বনাথ ধামের মতোই তারকেশ্বরকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় রূপ দেওয়া হবে। সেই ঘোষণার পর থেকেই বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী ও ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়েছিল। সম্প্রতি তারকেশ্বরে এক প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও মন্দির চত্বরের উন্নয়ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি জানান, শুধু মন্দির নয়, গোটা চত্বরকে নতুনভাবে সাজানোর পরিকল্পনা রয়েছে। দুধপুকুর সংলগ্ন এলাকায় সম্প্রতি যে রং করা হয়েছে, তা পরিবর্তনেরও পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। প্রশাসনের একাংশের মতে, ভবিষ্যতের বৃহত্তর পরিকল্পনার কথা মাথায় রেখেই এই ধরনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারকেশ্বর মন্দিরের মোহন্ত মহারাজও এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মন্দিরের উন্নয়ন এবং ভক্তদের সুবিধার জন্য সরকার যে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করলে মন্দির কর্তৃপক্ষ সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবে। তাঁর মতে, ধর্মীয় ঐতিহ্য বজায় রেখে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা গড়ে তোলা গেলে ভক্তদের উপকার হবে এবং তীর্থক্ষেত্রের মর্যাদাও আরও বৃদ্ধি পাবে। মন্দিরের পুরোহিত মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য প্রদ্যুৎ চট্টোপাধ্যায় বলেন, সারা বছরই দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত তারকেশ্বরে আসেন। বিশেষ করে শ্রাবণী মেলা এবং চৈত্র মেলার সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হয়। এত বিপুল সংখ্যক ভক্তের জন্য বর্তমান পরিকাঠামো অনেক সময় পর্যাপ্ত হয় না। তাঁর মতে, কাশী বিশ্বনাথ করিডরের আদলে পরিকল্পিত উন্নয়ন হলে দর্শনার্থীদের যাতায়াত, নিরাপত্তা এবং অন্যান্য পরিষেবা অনেক বেশি উন্নত হবে। একই সঙ্গে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরে তারকেশ্বরের জন্য বড় কোনও ঘোষণা আসতে পারে। মন্দিরের আর এক পুরোহিত বলরাম চক্রবর্তীও উন্নয়ন পরিকল্পনার পক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, আগামী দিনে তারকেশ্বরের জনপ্রিয়তা আরও বাড়বে। সেই কারণে আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলা জরুরি। তিনি মনে করেন, প্রয়োজন হলে কিছু পরিবর্তন মেনে নিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে এগিয়ে যাওয়াই উচিত। শুধু মন্দির কর্তৃপক্ষই নয়, স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও এই প্রকল্পকে ঘিরে আশাবাদী। ব্যবসায়ী সুভাষ মজুমদার বলেন, তারকেশ্বরকে দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তোলার এখনই উপযুক্ত সময়। কাশী বিশ্বনাথ মন্দির চত্বরের মতো পরিকল্পিত উন্নয়ন হলে ভক্তদের সুবিধা যেমন বাড়বে, তেমনি পর্যটনের প্রসারের ফলে এলাকার অর্থনীতিতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। হোটেল, রেস্তোরাঁ, পরিবহণ এবং ছোট ব্যবসাগুলিও লাভবান হবে বলে তাঁর মত।প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল মন্দিরে প্রবেশ ও প্রস্থান পথের সম্প্রসারণ। বর্তমানে ভক্তরা যে রাস্তা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করেন, তা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। রাস্তার দুই পাশে অসংখ্য দোকান থাকায় বিশেষ উৎসবের সময় তীব্র ভিড়ের সৃষ্টি হয়। এতে দর্শনার্থীদের চলাচলে সমস্যা হওয়ার পাশাপাশি নিরাপত্তাজনিত ঝুঁকিও তৈরি হয়। তাই প্রবেশ ও প্রস্থান পথকে আরও প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনে আশপাশের কিছু জমি অধিগ্রহণ করা হতে পারে বলেও প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। পাশাপাশি কিছু দোকান স্থানান্তরের বিষয়টিও বিবেচনায় রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের সঙ্গে আলোচনা করেই এই কাজ করা হবে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে। সব মিলিয়ে, তারকেশ্বরকে আধুনিক তীর্থনগরী হিসেবে গড়ে তোলার এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত হলে শুধু মন্দিরের সৌন্দর্যই বাড়বে না, বদলে যেতে পারে গোটা এলাকার আর্থসামাজিক চেহারাও। এখন নজর আগামী কয়েক দিনের দিকে, কারণ প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফর এবং সম্ভাব্য ঘোষণাকেই ঘিরে বাড়ছে প্রত্যাশা।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ১৮৬ সংখ্যা, রবিবার , ২৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বাঙালি গোয়েন্দা কিরীটি রায়কে সবাই চেনে। এই চরিত্র সৃষ্টি করেন নীহাররঞ্জন গুপ্ত। জনপ্রিয় রহস্য কাহিনীকার এবং চিকিৎসক নীহাররঞ্জন গুপ্ত জন্ম গ্রহণ করেন ৬ জুন, ১৯১১ সালে। ছোট থেকেই তিনি লেখক হবার স্বপ্ন দেখতেন। একসময় তিনি শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশীর্বাদ গ্রহণ করে তাঁর অটোগ্রাফ সংগ্রহ করেন। আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রথম উপন্যাস রাজকুমার রচনা করেন। ইংল্যান্ডে অবস্থান কালে তিনি গোয়েন্দা গল্প রচনায় আগ্রহান্বিত হন এবং আগাথা ক্রিস্টির সাথে সাক্ষাৎ করেন। ভারতে ফিরে এসে তিনি তাঁর প্রথম গোয়েন্দা উপন্যাস কালো ভ্রমর রচনা করেন। এতে তিনি গোয়েন্দা চরিত্র হিসেবে কিরীটি রায়কে সংযোজন করেন যা বাংলা কিশোর সাহিত্যে এক অনবদ্য সৃষ্টি। তিনি বাংলা সাহিত্যে রহস্য কাহিনী রচনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক ছিলেন। উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপট ও উপযোগী করে রচিত হয়েছে তাঁর রহস্য উপন্যাসগুলো। প্রায় পঁয়তাল্লিশটি উপন্যাসকে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় চলচ্চিত্রায়ণ করা হয়েছে। এছাড়াও তিনি শিশুদের উপযোগী সাহিত্য পত্রিকা সবুজ সাহিত্যের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছিলেন একদম খাঁটি বাঙালি। বাংলা সাহিত্য যেমন তাঁর প্রিয় ছিল, তেমনই তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদেও ছিল নিখাদ বাঙালিয়ানার ছাপ। গায়ে তাঁর থাকতো বোতামখোলা জামা আর লুঙ্গির মতো করে কোচানো ধূতি। তিনি সর্ষে-ইলিশ খেতে খুব পছন্দ করতেন। সারাটাদিন ব্যস্ততার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হতো তাঁর। ডাক্তারি চেম্বার, লেখালেখি, পুজোর্চণা, পোষ্যের যত্ন আর বন্ধুবান্ধবদের সাথে তাঁর গল্পগুজব তো লেগেই থাকতো। সকালে প্রাতঃভ্রমণে নিয়মিত বের হতেন তিনি। রবীন্দ্র সরোবরের ধারে তাঁর অ্যালসেশিয়ান পোষ্যকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণ করতেন। তাঁর পোষ্যের নাম রেখেছিলেন তিনি জ্যাকলিন। সহজ কথায় নীহাররঞ্জন গুপ্ত ছিলেন মাটির মানুষ। তিনি তৎকালীন যশোরের লোহাগড়া উপজেলার ইটনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পরিবার ছিল বিখ্যাত কবিরাজ বংশীয়। তাঁর পিতা-মাতার নাম সত্যরঞ্জন গুপ্ত এবং লবঙ্গলতা দেবী। তিনি শৈশবকাল অতিবাহিত করেন কলকাতায়। পিতার স্থানান্তরিত চাকুরীর কারণে তিনি অনেক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তন্মধ্যে - গাইবান্দা উচ্চ বিদ্যালয় অন্যতম। ১৯৩০ সালে কোন্নগর উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন অর্জন করেন। কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে আই.এসসি ডিগ্রী অর্জনের পর তিনি কলকাতায় কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি বিদ্যায় কৃতকার্য হন। এরপর তিনি লন্ডন থেকে চর্মরোগ বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তার বড় বোন পোকার কামড়ে মারা যায়। ফলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের মহান পেশায় নিয়োজিত থেকে এই রোগ সাড়ানোর জন্য স্বপ্ন দেখেন ও পরবর্তী জীবনে বাস্তবায়িত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেন ও বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় স্থানান্তরিত হন। এরপর তিনি মেজর পদে উন্নীত হন। এই চাকুরীর সূত্রে তিনি চট্টগ্রাম, বার্মা (বর্তমান মায়ানমার) থেকে মিশর পর্যন্ত বিভিন্ন রণাঙ্গনে ঘুরে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। যুক্তরাজ্য থেকে বিশেষ ডিগ্রী অর্জন শেষে তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। এরপর তিনি ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করেছেন। ভারত বিভক্তির পর ১৯৪৭ সালে তিনি ও তার পরিবার স্থায়ীভাবে কলকাতায় অভিবাসিত হন।

বিপ্লবী আশুতোষ

বিস্মৃত অগ্নিযোদ্ধা আশুতোষ কালী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এমন কিছু বিপ্লবীর নাম রয়েছে, যাঁরা জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন কারাগারের অন্ধকারে, অথচ ইতিহাসের আলো তাঁদের উপর খুব কমই পড়েছে। তেমনই এক অনমনীয় অগ্নিযোদ্ধা ছিলেন, বিপ্লবী আশুতোষ কালী। ১৮৯১ সালের ৫ জুন, বর্তমান বাংলাদেশের শরীয়তপুর জেলার বিলাসখান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পিতা ঈশ্বরচন্দ্র কালীর সন্তান আশুতোষ ছোটবেলা থেকেই ছিলেন সাহসী, দৃঢ়চেতা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ। শ্রীহট্ট কলেজে পড়াকালীন তিনি যুক্ত হন বাংলার বিখ্যাত বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতি-র সঙ্গে। সেখানেই প্রধান নেতা পুলিনবিহারী দাসের সংস্পর্শে এসে সশস্ত্র বিপ্লবের আদর্শে দীক্ষিত হন। সেই সময় বাংলার আকাশে জ্বলছিল স্বাধীনতার আগুন। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক গোপন বিপ্লবী সংগঠন গড়ে উঠছিল। আশুতোষ কালী হয়ে ওঠেন সেই অগ্নিযুগের এক সাহসী সৈনিক। তৎকালীন পুলিশের নথি অনুযায়ী তিনি চন্দ্রকোণা রাজনৈতিক ডাকাতি, ডেপুটি সুপারিন্টেনডেন্ট যতীন্দ্রমোহন ঘোষ হত্যা এবং ইন্দো-জার্মান ষড়যন্ত্রে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন। অনুশীলন সমিতির ময়মনসিংহ জেলার সংগঠক হিসেবে তিনি যুবকদের বিপ্লবের পথে উদ্বুদ্ধ করতেন। কিছুদিন কুমিল্লার রায়পুরে শিক্ষকতাও করেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় ছিল একজন সংগ্রামী বিপ্লবী। ১৯১৬ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এলাহাবাদে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন তিনি। তারপর শুরু হয় দীর্ঘ বন্দিজীবন। ১৯১৬ থেকে ১৯৩৮ টানা প্রায় ২২ বছর বিভিন্ন জেলে কাটাতে হয় এই বিপ্লবীকে। কারাগারের শিকল তাঁর শরীরকে বন্দি করতে পেরেছিল, কিন্তু তাঁর আদর্শকে নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠেন তিনি। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বিপ্লবী সংগঠনের প্রস্তুতির জন্য আত্মগোপনে থেকে কাজ শুরু করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তাঁর মতো মানুষকে কখনও স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে চায়নি। ১৯৪০ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। অবশেষে ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। শুধু তিনি নন, তাঁর গোটা পরিবারই ছিল স্বাধীনতার সংগ্রামে নিবেদিত প্রাণ। পরিবারের বহু সদস্য কারাবরণ করেছিলেন দেশের মুক্তির জন্য।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

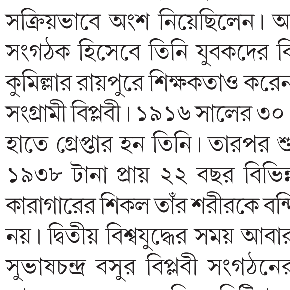

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে জাগরিত করতে হবে। উন্নয়নের কাজ করতে হবে। ভক্তিভরে কাজ করতে হবে। তবেই সিদ্ধ সাধনা লাভ করা সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। জ্ঞানের প্রসারতা বৃদ্ধি করতে হবে। ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে।

ভগিনী নিবেদিতা

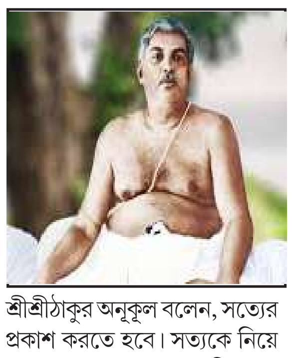

ভগিনী নিবেদিতা বলতেন, মা ভবতারিণীর পুজো করতে হবে। তাঁর আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকতে হবে। তিনি সবার ডাকে সাড়া দিয়ে থাকেন। মা ভবতারিণী হচ্ছেন সেই মধ্যাকর্ষণ। তাঁকে ঘিরে সবাই চলাফেরা করে। কাজ করতে হবে। মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। অর্থ এবং শিক্ষাকে দান করত হবে। কিছু দান না করলে কোনও কিছু কমে না। আর যিনি ধ্যান করেন তিনি পরম দেবতার সাক্ষাৎ পান। পরম দেবতা শরীরে অবস্থান করেন। তিনি মহান। তাকে কেন্দ্র করে সারা জগত জাগরিত হতে থাকে।

কংগ্রেসী জিন্না মুসলিম লিগের নেতা হয়ে গেলেন

রবীন্দ্রকুমার শীল

পূর্ব প্রকাশের পর

হিন্দু মুসলিম যে সমস্যা ছিল তাকে দূর করতে জিন্না এই দিল্লি প্রস্তাব শক্তিশালী করার চেষ্টা করতে থাকেন। জিন্নাকে সমর্থন করে ২২ মার্চ ১৯২৭ সালে সরোজিনী নাইডু তাঁর বোন পদ্ম জেনাইডুকে লেখেন, "Jinnah has absolutely risen to his heigh and carried the better mind of the people with

them. I am very proud of Jinnah.". কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটি (সিডব্লুসি) এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানালো। সংখ্যালঘুরা যাতে নির্বাচন করা ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা পায় তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রস্তাবকে গ্রহণ করা হয়। একটি ছোট কমিটি গঠন করা হল হিন্দু মুসলমান-এর বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য। কিন্তু লালা লাজপত রায় এবং জওহরলাল নেহরু এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করলেন তার একটি মাত্র কারণ তারা হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ওপরে কর্তৃত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়ে। ফলে এই প্রস্তাবকে কার্যকর করা গেল না। এতে জিন্না চুপ করে বসে থাকলেন না। রাজনীতিতে যে তিনি ধুরন্ধর সেটা আগেই বারবার প্রমাণ করে দিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের কাছে পেরে উঠছিল না তৎকালীন নেতারা। যেভাবে ভারতের রাজনীতিতে জিন্না প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে তার ওপরে ভরসা রাখতে শুরু করে ব্রিটিশ প্রশাসন। সর্ব দলীয় সম্মেলনে জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বরাজ সংবিধান তৈরি করতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু মহম্মদ শাফি (১৮৬৯-১৯৩২) প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেও পরে তিনি নিরব হয়ে যান। একটি লিখিত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছিল যা নেহরু রিপোর্ট নামে খ্যাতিলাভ করে। এটা প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৮ সালে। এই রিপোর্টে দেখা গেল যে সর্ব দলীয় সম্মেলনে বিশেষ করে কংগ্রেসের মধ্যে প্রভাবশালী নেতারা যেমন মতিলাল নেহরু এবং হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধি এমএস অ্যানে এবং উদারপন্থী প্রতিনিধি তেজ বাহাদুর সিপ্রু প্রমুখ হিন্দু শক্তিকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়ার দিকে ঝুঁকতে থাকে। তার ফলে মুসলিমের দিকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। নেহরু রিপোর্টের প্রভাব গিয়ে পড়ল মুসলিম লেজিসলেটিভদের ওপরে। নেহরু রিপোর্টকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করলো মুসলিম প্রতিনিধিরা। এই রকম ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কংগ্রেস উদাসীন ছিল। ২৮ অক্টোবর এআইসিসি সেশনে কলকাতা নেহরু রিপোর্টকে সমানে নিয়ে এল এবং সেখানে দুটি প্রস্তাব পাশ হল ১) গোরক্ষা নিয়ে আলোচনা এবং গণ মিছিলে গান নিষিদ্ধকরণ। একটি কমিটি তৈরি করা হল এই সমস্যার সমাধান করার জন্য। প্রকৃত অর্থে কিন্তু সমস্যার সমাধানের দিশা দেখা গেল না। নেহরু রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগেই মতিলাল নেহরু ২ আগস্ট জিন্নাকে একটি চিঠি লিখে অনুরোধ করেন যে জিন্না যেন প্যারিস থেকে ফিরে এসে ৩১ আগস্ট ১৯২৮ সালে লক্ষৌ এসে এই রিপোর্ট সম্পর্কে তাঁর মত প্রকাশ করেন। মতিলাল নেহরু মনে করেছিলেন যে জিন্না নেহরু রিপোর্ট নিয়ে কোনও আপত্তি থাকবে না। জিন্নার স্ত্রী তখন প্যারিসে একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হয়েছেন শারীরিক অসুবিধার কারণে। নিজের স্ত্রীর ওপরে বেশি করে নজর দেওয়াটা প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেন জিন্না। মতিলাল নেহরু বুঝতে পেরেছিলেন যে নেহরু রিপোর্ট নিয়ে জিন্নার সমর্থন না থাকলে অধিকাংশ মুসলিমরা এটাকে সমর্থন করবে না। সেই কারণে মতিলাল নেহরু একটি নেহরু রিপোর্টের একটি কপি পাঠান জিন্নার কাছে। মতিলাল নেহরু আশ্বাস দিয়ে জানান যে কমিটি জিন্নার মতামতকে গুরুত্ব দেবে। কিন্তু জিন্না স্ত্রীকে ছেড়ে প্যারিস থেকে ভারতে এসে উপস্থিত হলেন না। জিন্নার অনুপস্থিতিতে নেহরু রিপোর্টকে স্বাগত জানালেন এম.সি চাগলা (১৯০০-১৯৮১)। অক্টোবর মাসে যখন জিন্না ভারতে এসে উপস্থিত হলেন তখন চাগলার ওপরে ক্ষিপ্ত তিনি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে চাগলাকে অধিকার দেওয়া হয়নি হিন্দু অধিকারকে প্রাধান্য দেওয়ার। ২২ ডিসেম্বর ১৯২৮ সালে কলকাতায় সর্ব দলীয় বৈঠকে জিন্নার দিল্লি প্রস্তাবে হিন্দু মুসলিম পার্থক্য সমধানর উপায় বের করলেন এবং এতে হিন্দু মহাসভার এম. আর জয়কার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেন। সেখানে এম আর জয়কার পরিস্কার করে বলে দেন যে জিন্না নিশ্চিত করে একজন মুসলিম নেতা। উদারতার দিক দিয়ে জিন্না প্রকারান্তরে লিগের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে জিন্না একটি রাজনৈতিক উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি করছেন। নেহরু রিপোর্টের যুগ্ম রচনাকার জেত বাহাদুর সিপ্রু দাবি করেন যে জিন্না 'একটি স্পয়েল্ড চাইল্ড'। এই সময়ে জিন্না নিজেকে একজন মুসলিম নেতা না হয়ে তিনি যে একজন পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ভারতীয় তা প্রমাণ করতে পারদর্শিতা দেখান। তিনি সেই সময়ে পরিস্কার বলে বলেছিলেন যে ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ নয়, চাই ঐক্য। হিন্দু এবং শিখদের নিজের মতের পক্ষে নিয়ে আসতে পারলেন না তখন জিন্না মুসলিমদের পক্ষে থেকে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহারের কথা উল্লেখ করে দেশের 'বদরক্ত'কে বাদ দেওয়ার কথা ঘোষণা দিলেন। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্য কারোর কানে ঢোকেনি। মুসলিম বাদে সব জাতিরা জিন্নার কথায় কান চাপা দিয়েছিল। এম আর জয়কার তখন বললেন যে জিন্না হচ্ছে একজন 'সেকুলার ন্যাশনালিস্ট' এবং 'কমিউন্যাল জিলট'। এর ফলে বেশ ক্ষিপ্ত হয়ে জিন্না অধিবেশন ত্যাগ করেন। সকাল সাড়ে আটটার সময়ে জিন্না কলকাতা ত্যাগ করলেন। জিন্নার বন্ধু জামশেদ নুসারওয়াজি মেহতা সেই দিনটার কথা স্মরণ করে লিখেছেন "I went to see him off at the railway stgation. He was standing at the door of his first -class coupe compartment, and he took my hand. He had tears in his eyes as he said, "Jamshed, this is the parting of the ways" জিন্না কলকাতা থেকে বোম্বাইতে ফিরলেন না। তিনি দিল্লিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন সেখানে তিনি সর্ব ভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে যোগ দান করলেন। এই সম্মেলনের আয়োজন করেছিল সমাজের প্রভাবশালী মুসলিম সম্প্রদায়। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কোনও ইচ্ছা জিন্নার ছিল না। কিন্তু কলকাতা সম্মেলনে তাঁর কোনও গুরুত্ব না থাকার ফলে তিনি প্রায় বাধ্য হয়ে নিজের রাজনৈতিক পিঠকে শক্ত করতে এই প্রকাশ্য সম্মেলনে যোগদান করলেন। জিন্না মুসলিম সমাজের প্রভাবশালীদের সমর্থন জানালেন এবং তিনি তাদের চিন্তাকে সমর্থন করলেন। জিন্না তখন আশা ত্যাগ করেনি যে তিনি শুধু মাত্র মুসলিমদের পক্ষ নিয়ে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন। কিন্তু পরিস্থিতি তাকে বাধ্য করেছিল যে মুসলিমদের স্বার্থকে রক্ষা করতে তিনি ভবিষ্যতের মুসলিম সেনাপতি হয়ে গেলেন। যে জিন্না হিন্দু মুসলিম ঐক্য মততে বিশ্বাসী ছিলেন পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে জিন্না চাপে পরে শুধু মাত্র মুসলিম স্বার্থকে রক্ষা করাই তাঁর ব্রত হয়ে দাঁড়ালো। এর শুরু হয়েছিল নেহরু রিপোর্ট থেকে। নেহরু রিপোর্টকে শক্তিশালী করতে মতিলাল নেহরু প্রচেষ্টা করতে থাকেন। আসলে মতিলাল নেহরু বারবার চেষ্টা করতে থাকেন যে তিনি এবং তাঁর ছেলে জহওরলাল নেহরুকে ভারতের জাতীয় আন্দোলনে প্রধান হোতা করবেন। তার জন্য তিনি কংগ্রেসকে পরিচালিত করতে থাকেন এলাবাদের 'আনন্দভবন' থেকে। মতিলাল নেহরু তখন শক্তিশালী দেশ নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে মতিলাল নেহরু কংগ্রেসের সভাপতি। সেই গান্ধিজি সেই সভাপতির পদটা পাইয়ে দিয়েছিলেন মতিলাল নেহরুকে। গান্ধিজি যদি মতিলাল নেহরুকে সমর্থন না করতেন তাহলে কিন্তু তিনি কংগ্রেস সভাপতি হতে পারতেন না। কংগ্রেস সভাপতি হয়েই মতিলাল নেহরুর গোপন ইচ্ছা ছিল তাঁর পুত্র জওহরলালকে ভারতীয় রাজনীতির সঙ্গে কংগ্রেসের নেতার রূপে প্রতিষ্ঠিত করা। এর জন্য তিনি তোয়াজ করতে থাকেন গান্ধিজিকে। যাই হোক গান্ধিজি আবার রাজনীতির ময়দানে ফিরে এসে নেহরু রিপোর্টকে সংশোধন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। (ক্রমশ)

দিলীপ ঘোষ 'একটি গাছ মায়ের নামে' কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ

দেবব্রত দত্ত

'একটি গাছ মায়ের নামে' প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে এগিয়ে এলেন রাজ্য বিজেপি দলের প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কলকাতার সিআইআই বণিক সভার উদ্যোগে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছিল।

'একটি গাছ মায়ের নামে' প্রকল্পের বাস্তবায়ন করতে স্কুলগুলিকে নির্দেশ, পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াস। আগামী এক বছরে এক কোটিরও বেশি বৃক্ষরোপণের প্রচেষ্টা। সেই সঙ্গে গাছ রক্ষার জন্য উপকরণ দেওয়ার দাবি শিক্ষকদের।

পরিবেশ বাঁচাতে হলে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজন। আর সেই বৃক্ষের সঙ্গে যদি জড়িয়ে থাকে মায়ের নাম, তা হলে মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা এবং পরিবেশ রক্ষা দু'টিই বজায় থাকে। এই উদ্দেশ্যেই ২০২৪ সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে 'এক পেড় মাকে নাম', অর্থাৎ 'একটি গাছ মায়ের নামে' প্রকল্পের উদ্বোধন

করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এ বারে রাজ্যে সেই প্রকল্প শুরু হল। স্কুলশিক্ষা এবং বন দফতরের উদ্যোগে গত ৫ জুন, শুক্রবার থেকে আগামী এক বছর গোটা রাজ্যে এই প্রকল্প চলে।

সম্প্রতি স্কুলশিক্ষা ও বন দফতর থেকে সব জেলাশাসক, নোডাল বিভাগীয় বন আধিকারিক এবং জেলা স্কুল পরিদর্শকদের একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হয়েছিল। সেখানে বলা হয় যে ৫ জুন এই অনুষ্ঠানটি শুরু করতে হবে। ২০২৭ সালের মার্চ পর্যন্ত গোটা রাজ্যে এক কোটি বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে জানা যাচ্ছে। ফলে সারা বছর ধরেই এই কাজ চলবে। জেলাস্কুল পরিদর্শক এবং নোডাল বিভাগীয় বন আধিকারিকদের সঙ্গে সমন্বয় রেখে যেন এই কাজ করা হয়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে জেলা শাসকদের।

এক জেলাস্কুল পরিদর্শক জানান, বিভিন্ন ব্লক থেকে স্কুলগুলিকে গাছের চারা দেওয়া হবে। গোটা প্রক্রিয়াটিকে সফল করার জন্য প্রথমে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে স্কুলচত্বরে বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে এই প্রকল্পের সূত্রপাত করতে হবে। তার পরে গোটা বছর ধরে স্কুল পড়ুয়ারা নিজেদের এলাকাতেও গাছ বসাতে পারবে। স্কুলও নিজেদের মতো করে গাছ সংগ্রহ করতে পারবে বলে জানান তিনি। মূলত পরিবেশ দিবসেই শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রকল্প সীমাবদ্ধ না থেকে গোটা বছর ধরে পরিবেশ বাঁচাতে এবং মায়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানান এক কর্তা। সারা বছর ধরে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি নানা প্রতিযোগিতা এবং নানা কাজের মাধ্যমেও পরিবেশ সচেতনতাকে পড়ুয়াদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছে সরকার।

মতিশীল স্কুলের প্রধানশিক্ষক জানান যে, প্রতি বছরই তাঁরা পরিবেশ দিবস পালন করেন। কিন্তু, এ বারে সরকার একটু অন্য ভাবে পরিবেশ সচতেনতা বৃদ্ধি করতে চাইছে। এ ছাড়াও ওই দিন তাঁরা স্কুলেই নাটকের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি করতে চাইছেন। পরিবেশ সংক্রান্ত মডেল তৈরি এবং বৃক্ষরোপণ; সবটাই থাকছে তাঁদের কর্মসূচিতে। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জানান, ''পরিবেশকে রক্ষা করতে গাছ লাগানো অবশ্যই প্রয়োজন। তার সঙ্গে মায়ের নাম যুক্ত থাকায় যে সম্মান ও আবেগ জড়িয়ে যায়, তার ফলে পড়ুয়ারা ওই গাছগুলিকে বাঁচানোর চেষ্টাও করবে। তবে এর পাশাপাশি গাছগুলিকে রক্ষা করার জন্য স্কুলগুলিকে কিছু উপকরণ দেওয়া উচিত।'' তিনি জানান, গাছগুলিকে ঘিরে না রাখলে, সেগুলিকে বাঁচানো অসম্ভব হয়ে উঠবে। এদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র

বৈধ এবং অবৈধ নাগরিক চিহ্নিত করা শুরু হয়েছে

চিত্তজিৎ দত্ত

কে বৈধ, কে অবৈধ;ভারতের নাগরিকত্ব নির্ধারণে পুলিশের ভূমিকা কতটা? ভারতের মতো বিশাল, বহুমাত্রিক এবং জনবহুল দেশে তকে এখানে বৈধভাবে বসবাস করছে এবং কে অবৈধ ভাবেদ এই প্রশ্নটি শুধু প্রশাসনিক নয়, বরং গভীরভাবে রাজনৈতিক, আইনগত এবং মানবিক আলোচনারও কেন্দ্রবিন্দু। অনেক সময় সাধারণ মানুষের ধারণায় পুলিশকেই শেষ কথা বলা সংস্থা হিসেবে দেখা হয়;যেন তারাই সিদ্ধান্ত নেয় কে বৈধ নাগরিক আর কে অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। কিন্তু বাস্তব আইনব্যবস্থা এই ধারণার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, স্তরযুক্ত এবং সংবিধান ও নির্দিষ্ট আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে;ভারতে নাগরিকত্ব, বিদেশি অবস্থান এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ নির্ধারণ কোনো একক সংস্থার হাতে নয়। বরং এটি একটি বহুস্তরীয় প্রশাসনিক ও বিচারিক প্রক্রিয়া, যেখানে পুলিশের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেওয়ার ক্ষমতা তাদের হাতে নেই।

ভারতের সংবিধান নাগরিকত্বের ভিত্তি নির্ধারণ করে, কিন্তু নাগরিকত্ব কার্যকরভাবে নির্ধারণ ও যাচাই করে মূলত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং নির্দিষ্ট আইনি কাঠামো। অন্যদিকে বিদেশি নাগরিকদের ভারতে প্রবেশ, থাকা এবং বহিষ্কার সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হয় Foreigners Act– 1946 Passport Entry into India Act– ১৯২০-এর মতো আইন দ্বারা। এই আইনগুলির প্রয়োগে পুলিশের ভূমিকা থাকলেও তারা মূলত প্রয়োগকারী সংস্থা, চূড়ান্ত বিচারক নয়।

বাস্তব প্রশাসনিক কাঠামোতে পুলিশ সাধারণত প্রথম স্তরের নজরদারি সংস্থা হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সন্দেহভাজনভাবে অবৈধভাবে বসবাস করছে বলে মনে হলে পুলিশ তার পরিচয় যাচাই করতে পারে, নথি চাইতে পারে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে এবং প্রাথমিক ভাবে আটকও করতে পারে। কিন্তু

এখানেই তাদের ক্ষমতার সীমা স্পষ্ট হয়ে যায়। কারণ পুলিশের করা প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে কেউ অবৈধ বিদেশি কি না, সেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা থাকে না। সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নির্দিষ্ট প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ যেমন Foreigners Regional Registration Office SFRRO– Foreigners Tribunal বা ক্ষেত্রবিশেষে আদালত।

এই পার্থক্যটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি, কারণ আইন প্রয়োগ এবং আইন নির্ধারণ;এই দুইটি বিষয় এক নয়। পুলিশ আইন প্রয়োগ করে, কিন্তু আইন ব্যাখ্যা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান বিচারব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে।

ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় পুলিশের ভূমিকা অবশ্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তারা সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অবৈধ অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে, সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে এবং অনেক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করে। বিশেষ করে সীমান্ত রাজ্যগুলিতে পুলিশের ভূমিকা আরও বেশি সক্রিয় হয়, কারণ সেখানে অবৈধ অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে। কিন্তু এখানেও পুলিশ শুধুমাত্র প্রাথমিক যাচাইকারী।

অনেক সময় সাধারণ মানুষের মধ্যে একটি ভুল ধারণা তৈরি হয় যে পুলিশের কাছে আধার কার্ড, ভোটার আইডি বা অন্যান্য পরিচয়পত্র দেখালেই সেটি চূড়ান্ত নাগরিকত্বের প্রমাণ হয়ে যায়। বাস্তবে বিষয়টি এত সরল নয়। আধার কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ নয়, ভোটার আইডিও অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র নির্বাচনী তালিকার অংশ হওয়ার পরিচয় বহন করে। তাই পুলিশের কাছে এসব নথি থাকলেও তা শুধুমাত্র প্রাথমিক পরিচয় যাচাইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়, চূড়ান্ত নাগরিকত্ব নির্ধারণের জন্য নয়।

এখানেই প্রশ্ন ওঠে;তাহলে কি পুলিশ কাউকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে? আইনগতভাবে উত্তর হলো না। পুলিশ কাউকে সন্দেহভাজন বিদেশি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারে, প্রাথমিক তদন্ত করতে পারে, এবং প্রয়োজন হলে তাকে আটক করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করতে পারে। কিন্তু অবৈধ বিদেশি বা তঅবৈধ অভিবাসীদ হিসেবে চূড়ান্ত ঘোষণা দেওয়ার ক্ষমতা তাদের নেই। সেই ক্ষমতা নির্দিষ্ট ট্রাইবুনাল বা প্রশাসনিক কাঠামোর অধীন।

এই কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে;যাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং ন্যায়বিচার সুরক্ষিত থাকে। যদি পুলিশের হাতে এককভাবে এই ক্ষমতা দেওয়া হতো, তাহলে ভুল শনাক্তকরণ, হয়রানি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকত। তাই ভারসাম্য রক্ষার জন্য আইন একটি বহুস্তরীয় প্রক্রিয়া তৈরি করেছে।

Foreigners Tribunalএর ভূমিকা এখানে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ব্যক্তি অবৈধ ভাবে ভারতে অবস্থান করছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠলে এবং প্রশাসনিক ভাবে তা চ্যালেঞ্জ হলে, সেই বিষয়টি বিচার করে ট্রাইবুনাল। সেখানে প্রমাণ, নথি, সাক্ষ্য এবং আইনি যুক্তির ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরপর সেই সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

এই প্রক্রিয়ায় পুলিশের ভূমিকা মূলত তদন্তকারী এবং সহায়ক সংস্থা হিসেবে সীমাবদ্ধ। তারা তথ্য সংগ্রহ করে, রিপোর্ট তৈরি করে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করে। কিন্তু চূড়ান্ত রায় তারা দিতে পারে না। তবুও বাস্তব জীবনে পুলিশের ভূমিকা অনেক সময় সাধারণ মানুষের কাছে চূড়ান্ত ক্ষমতা হিসেবে প্রতিভাত হয়। কারণ মাঠপর্যায়ে পুলিশের উপস্থিতি, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ, আটক বা নথি যাচাই;সবকিছুই সরাসরি মানুষের অভিজ্ঞতায় আসে। ফলে অনেক সময় প্রশাসনিক সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনতা না থাকার কারণে ভুল ধারণা তৈরি হয় যে পুলিশই সিদ্ধান্ত নেয় কে ভারতীয় আর কে নয়।

এই ভুল ধারণা সমাজে ভয়, অবিশ্বাস এবং বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে সংবেদনশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে জটিলতা সৃষ্টি করে।

বৃক্ষপ্রেমিক কবিগুরু

শঙ্করলাল কর্মকার

বড়ো বড়ো গাছ গুরুদেব খুব পছন্দ করতেন। বলতন, আমি ভালোবাসি অরণ্য - বড়ো বড়ো গাছ, বনস্পতি। তার ছায়া প্রাণ মাতিয়ে তোলে। অনেকে আবার তা সহ্য করতে পারেন না; যখনই দেখেন গাছ বড়ো হল, অমনি কাট তাকে। ঐ একটু একটু গাছে একটু একটু রঙ নিয়েই তারা খুশি। আশ্চর্য, বড়ো গাছের মাথায় যখন মেঘ করে আসে, তার সৌন্দর্যের কি তুলনা হয় - যখন সেই মেঘের

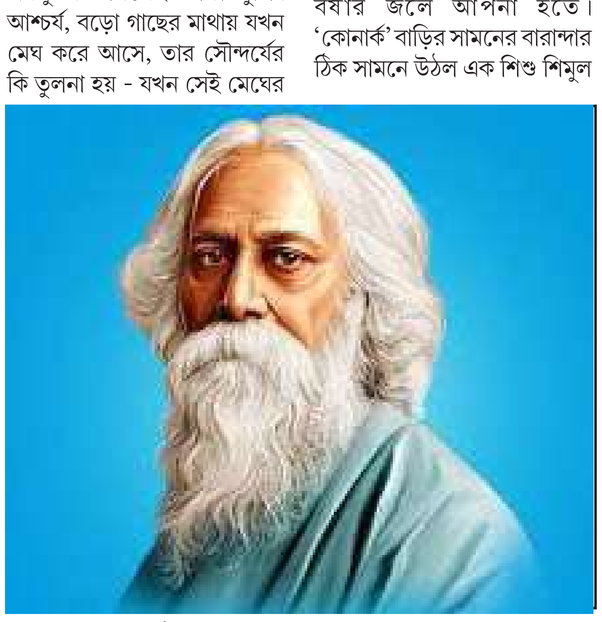

ছায়া এসে পড়ে ঐ একটু একটু গাছের উপরে - তার সঙ্গে? বর্ষার জল পেয়ে মাটির তলার কবেকার কোন্ শুকনো বীজ অঙ্কুরিত হয়ে এখানে-ওখানে মাথা তুলত; গুরুদেব খুব খুশি হয়ে উঠতেন, ঘুরে ঘুরে দেখে বেড়াতেন। সেই সেই গাছ সেখানেই বাড়তে দিতেন। বড়ো গাছ কেউ কাটলে তিনি প্রাণে ব্যথা পেতেন। আগে আশ্রমে আতা গাছ ছিল না। আতা যে সে মাটিতে হতে পারে তা জানা ছিল না কারো। একবার দু-তিনটে আতা গাছ হল উত্তরায়ণে, খুব ভালো আতা ফলল। গুরুদেব আতা খেয়ে বীজগুলি প্লেটে না রেখে হাতে নিয়ে দু দিকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতেন। বলতেন, হোক গাছ - যেখানে যেখানে ঠাঁই পাবে শিকড় মেলুক এরা; পথ-চলতি লোকেরাও তুলে নিয়ে খাবে একদিন এ ফল। সেই বীজ হতে পরে অনেক গাছ হয়েছিল উত্তরায়ণে। 'শ্যামলী' বাড়ির ধারে এক সময়ে আতা গাছের বেড়াই তৈরি হল গুরুদেবের ফেলা বীজ হতে। কত তাল, জাম, হিমুঝুরি, মহানিম হয়েছে এখানে-ওখানে আশ্রমে বর্ষার জলে আপনা হতে। 'কোনার্ক' বাড়ির সামনের বারান্দার ঠিক সামনে উঠল এক শিশু শিমুল এক বর্ষার শেষে। গুরুদেব দেখে খুব খুশি। দিনে দিনে তাকে লালন করেন, গোড়ায় জল নিয়মিত ঢালান। কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভয় পান, শিমুলগাছ আকারে বেজায় বাড়ে, আর তেমনই তার পলকা দেহ। ঝড়ে হাওয়ায় ভেঙে যদি পড়ে কখনো, বারান্দার ছাদ যাবে ধসে। গাছটাকে ওখানে হতে না-দেওয়াই ভালো।

গুরুদেব দুঃখ পান শুনে। দিনে দিনে সে গাছ মাথা ছাপিয়ে ওঠে। আর এক বর্ষায় মালতীলতা দেখা দেয় তার তলায়, গুরুদেব মালতীর লিকলিকে কচি লতাটি তুলে জড়িয়ে দেন কিশোর শিমুলের গায়ে। লতা বেড়ে উঠুক আশ্রয় পেয়ে। সেই শিমুল শেষে একদিন মহীরুহতে পরিণত হল।

মালতী তার সর্বাঙ্গে পাকে পাকে

প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি, শিলিগুড়িতে ক্ষতিগ্রস্ত ২৫ টি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জুন ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ি ব্লকের পাতারাম জোত গ্রামে শুক্রবার রাতে বয়ে যাওয়া প্রবল ঝড় ও ভারী বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের দাপটে বহু গাছ উপড়ে পড়ার পাশাপাশি কমপক্ষে ২৫টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্র মারফত জানা গেছে, কোথাও গাছ ভেঙে পড়ে রান্নাঘরের টিনের চাল উড়ে গেছে, আবার কোথাও বসতবাড়ির ছাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। যার জেরে গোটা রাত গ্রামবাসীদের চরম আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে কাটাতে হয়েছে। ঝড়ের তাণ্ডবে গ্রামের ১০টিরও বেশি বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়েছে, যার ফলে সমগ্র গ্রামটি অন্ধকারের চাদরে ঢেকে যায়। বিদ্যুৎ পরিষেবা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ায় চরম ভোগান্তির মুখে পড়েছেন স্থানীয় মানুষজন। এদিকে ঘটনার খবর পেয়েই তৎপর হয়ে ওঠে প্রশাসন। শনিবার সকাল থেকেই এলাকায় ত্রাণকার্য ও রাস্তা সাফাইয়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সমস্ত রকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। আপাতত গ্রামবাসীরা প্রশাসনিক সাহায্য এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

মেদিনীপুরে সাপের আতঙ্ক! বিষধরের ছোবলে পরপর মৃত ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ জুন ঃ বর্ষার শুরুতেই সাপের উপদ্রব। আর তার জেরেই সাপের কামড়ে পরপর দু'জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা ও কেশিয়াড়ী এলাকায়। এই জোড়া মৃত্যুর ঘটনায় দুই পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সেই সঙ্গে বর্ষার মরশুমে সাপের আনাগোনা বৃদ্ধি পাওয়ায় আতঙ্কিত স্থানীয় বাসিন্দারাও। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রথম মৃত্যুর ঘটনাটি ঘটেছে কেশিয়াড়ী থানার হাসিমপুর গ্রামে। মৃতার নাম মতি টুডু। গত বৃহস্পতিবার রাতে নিজের বাড়িতে মেঝেতে বিছানা করে ঘুমোচ্ছিলেন তিনি। সেই সময় আচমকাই একটি বিষধর সাপ তাঁর পায়ে কামড় দেয়। বিষয়টি টের পেয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের জানান। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বেলদা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থাতেই মৃত্যু হয় তাঁর। অন্যদিকে, দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বেলদা থানার ময়নাপাড়া এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম পূর্ণ হেমব্রম। জানা যায়, গত ৩০ মে মাঠে বাদাম তুলতে গিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁর পায়ে একটি বিষধর সাপ ছোবল মারে বলে অভিযোগ। পরিবারের লোকজন তাঁকে প্রথমে বেলদা সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেন। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থার ক্রমশ অবনতি হতে থাকে। এরপর চিকিৎসকদের পরামর্শ মত তাঁকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। অবশেষে শুক্রবার সকালে হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়। পরপর এমন দু'টি মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় বেলদা ও কেশিয়াড়ী এলাকা জুড়ে শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। মাঠেঘাটে কাজ করতে গিয়ে বা বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ের ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বর্ষাকালে ঝোপজঙ্গল বৃদ্ধি পায়, ফলে সাপের উপদ্রবও বাড়ে। এই পরিস্থিতিতে প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি করতে রাত্রে অন্ধকারে চলাফেরার সময় আলো ব্যবহার এবং মেঝেতে না ঘুমানোর উপরেও জোর দেওয়া হচ্ছে।

ফ্রেজারগঞ্জে বায়ুকলগুলি প্রাণ ফিরে পাবে এবার, দেখবে পর্যটকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বকখালি, ৬ জুন ঃ ফ্রেজারগঞ্জে বায়ুকলগুলি প্রাণ ফিরে পাবে এবার। অদূর ভবিষ্যতে এর ডানাগুলিকে ঘুরতে দেখবে পর্যটকরা। বর্তমানে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে গেছে ফ্রেজারগঞ্জের বায়ুকল।

বায়ুস্তম্ভের কোনওটার পাখা ভেঙে আছে, কোনওটাতে মরচে ধরেছে। ফলে ব্যাহত হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন। দীর্ঘদিন ধরে বাতাস কলগুলি অব্যবহৃত থাকায় ক্রমশ অকেজো হয়ে পড়ছে সেগুলি। এই বায়ুকলগুলি এখন পর্যটকদের কাছে ছবি তোলার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকার অপ্রচলিত শক্তি উৎপাদনের উপর জোর দিচ্ছে। তাছাড়া উপকূলীয় এলাকার জন্য এই বিদ্যুৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ফলে এই বায়ুকল চালানোর জন্য উচ্চ পর্যায়ে কথা বলার আশ্বাস দিয়েছেন সাগরের বিধায়ক সুমন্ত মণ্ডল। অপ্রচলিত শক্তি বিকাশ সংস্থার (ওয়েবরেডা) উদ্যোগে প্রায় বছর ২৫ আগে বকখালি ও ফ্রেজারগঞ্জে সৈকতের একেবারে কাছে বসানো হয় আটটি বাতাস কল। প্রথম প্রথম সব ঠিকঠাক চলছিল। এক একটি বায়ুকল থেকে ২৫০ কিলোওয়াট করে বিদ্যুৎও উৎপাদন হচ্ছিল। কিন্তু এখন সেসব আজ অতীত। স্থানীয়রা এই প্রকল্প থেকে অনেক উপকার পেতেন। এখানে বিদ্যুতের সমস্যা প্রবল। এই বায়ু কল চালু থাকলে সেই সমস্যা দূর হত। এখান থেকে বিদ্যুৎ গ্রিডে যাওয়ার কথাও ছিল। বায়ুকল চালু করে আবারও এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হোক বলে দাবি স্থানীয়দের। কী কারণে এমন হল তা তারা বুঝতে পারছেন না তাঁরা। এই বায়ু কল চালু করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েও এতদিন কোনও কাজ হয়নি। এখন দেখার এই বায়ুকলগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে কী চিন্তাভাবনা করে সরকার।

কল্যাণী-দিঘা নয়া বাস পরিষেবা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ জুন ঃ বাঙালির ছোট্ট ছুটিতে ঘুরতে যাওয়ার পছন্দের জায়গা দি-পু-দা। বর্তমানে বিভিন্ন অফবিট জায়গা সাধারণের নজর কাড়লেও এই তিন জায়গার জুরি মেলা ভার। সপ্তাহান্তে হোক বা লং উইকেন্ড, বঙ্গবাসীর প্রথম পছন্দ দিঘা, পুরী বা দার্জিলিং। এবারে দিঘা যাওয়া আরও সহজ! কম খরচে আরামদায়ক দিঘা ভ্রমণের নতুন বাসের সন্ধান কল্যাণী, মদনপুর, পায়রাডাঙ্গা-নৈহাটিবাসীর জন্য। নদীয়ার শিল্পাঞ্চল কল্যাণী থেকে চালু হয়ে গেল দিঘার এসি বাস। কল্যাণী এবং নৈহাটি থেকে সৈকত নগরী দীঘা যাওয়ার নতুন বাস পরিষেবা শুরু হল। তাও আবার এসি বাস পরিষেবা। নদীয়াবাসীদের জন্য বিরাট সুখবর। দিঘা যেতে আর শিয়ালদহ বা হাওড়া যেতে হবে না ট্রেন ধরার জন্য। কল্যাণী-নৈহাটি থেকে ভায়া ডানলপ হয়ে কাঁথি, দিঘা, উদয়পুর যাওয়ার নতুন এসি বাস পরিষেবা শুরু চালু করেছে 'অমনি গো' নামের একটি বাস সংস্থা। বাসটা খুবই ঝকঝকে, চকচকে এবং আরামদায়ক। দীর্ঘ ভ্রমণ করতে আপনার অসুবিধা হবে না, জানিয়েছেন সংস্থার কর্মীরা। বাসটি কল্যাণী স্টেশন সংলগ্ন বাসস্ট্যান্ড থেকে সকাল ৬.২০ মিনিট নাগাদ ছাড়বে। এরপর সেটি দিঘা বর্ডারে ঢুকবে ২.৩০ মিনিটের একটু আগে। বাসের কিছু পরিষেবা সম্পর্কে বললে, আগামী ১০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত এই অফার থাকবে। এই বাসে আপনি বিনামূল্যে ওয়াইফাই, চার্জিং পয়েন্ট, স্মার্ট এলইডি টিভি, পুশব্যাক সিট অত্যাদি সুবিধা পাবেন। বাসটি কল্যাণী স্টেশন, আইটিআই মোড়, ব্যারাকপুর স্টেশন, ডানলপ, নিবেদিতা সেতু, সলপ, কোনা এক্সপ্রেস, উলুবেড়িয়া (নিমদীঘি), বাগনান, কোলাঘাট, মেছেদা, নন্দকুমার(হাইরোড), কাঁথি সেন্ট্রাল বাসস্ট্যান্ড, দিঘা বাইপাস, অলংকারপুর, ওল্ড দিঘা, নিউ দিঘা-দিঘা বর্ডার (উদয়পুর) -এ স্টপেজ দেবে। ভাড়া কিন্তু পরিষেবা আন্দাজে খুব বেশি নয়, মধ্যবিত্তের নাগালের মধ্যেই। কল্যাণী থেকে দিঘা বর্ডার অর্থাৎ উদয়পুর পৌঁছতে আপনার খরচ পড়তে পারে মাথাপিছু ৩০০ টাকা। তাহলে আর দেরি না করে এবার অনায়াসেই কল্যাণী থেকে ঘুরে আসুন দিঘা, মন্দারমণি, উদয়পুর বা তাজপুর। আগে জেলার বাসিন্দাদের দিঘা যেতে গেলে ভরসা ছিল ট্রেন অথবা কলকাতা থেকে বাস। তবে এখন জেলার বিভিন্ন জায়গা থেকে শুরু হয়েছে বাস পরিষেবা। বিভিন্ন জেলা থেকেই এখন বর্তমানে যাওয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে বাঙালির অন্যতম পছন্দের ডেস্টিনেশন দিঘায়।

'মমতা তৃণমূলে' আরও ভাঙন, দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকে যোগ দিচ্ছেন আরও ৫ জন বিধায়ক

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুন ঃ রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের' শক্তি আরও বৃদ্ধি পেতে চলেছে। সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চললে রাজ্য বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জির সঙ্গ ছাড়তে চলেছেন ২৬-এর নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচিত আরও পাঁচজন বিধায়ক। সূত্রের খবর, ওই পাঁচজন বিধায়ককে বিধানসভার বাজেট অধিবেশন শুরুর প্রথম দিনই দলের 'সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের' সঙ্গে দেখা যাবে। আগামী ১৮ জুন বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট অধিবেশন শুরু হতে চলেছে। অন্যদিকে, গত ৬ এবং ১৯ মে কালীঘাটের বাড়িতে তৃণমূল বিধায়কদেরকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জির বৈঠকে যেসমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তার নথি শনিবার প্রকাশ করে দিয়েছেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। সেদিনের বৈঠকে কারা উপস্থিত ছিলেন এবং কারা সই করেছেন তা সবই দেখা যাচ্ছে। সম্প্রতি উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক ঋতব্রত ব্যানার্জি এবং এন্টালির বিধায়ক সন্দীপন সাহা বিধানসভার স্পিকারকে লিখিত অভিযোগ করে জানান শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে তৃণমূলের পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচন করে যে চিঠি স্পিকারের কাছে জমা পড়েছে তাতে কয়েকজন বিধায়কের সই জাল করেছে করা হয়েছে। এরপরই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে দুই বিধায়ককে দল থেকে বহিস্কার করা হয় এবং গত বুধবার আড়াআড়িভাবে ভেঙে যায় তৃণমূল কংগ্রেস। ওই দিনই ঋতব্রত ব্যানার্জিকে তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের নেতা নির্বাচিত করে তাঁকেই পরিষদীয় দলনেতা করার দাবি জানিয়ে বিধানসভার স্পিকারকে চিঠি দেন তৃণমূল কংগ্রেসের ৫৮ জন বিধায়ক। সেই চিঠিতেই জানানো হয় তৃণমূল কংগ্রেসের মুখ্য সচেতক হিসেবে মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের বিধাযক আখরুজ্জামানকে নির্বাচিত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে এই মুহূর্তে ২২ জন তৃণমূল বিধায়ক থাকলেও রাজ্য বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আগে তাঁর সঙ্গ ছাড়বেন আরও পাঁচজন বিধায়ক। তবে সেই পাঁচজন বিধায়কের নাম এই মুহূর্তে প্রকাশ্যে আনতে রাজি নন সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের নেতারা। রাজ্য বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের এক শীর্ষ নেতা দাবি করেন, মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে থাকা একাধিক বিধায়ক আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। তবে তাঁদের সকলকেই এই মুহূর্তে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকে যোগদান করানো হবে না। ওই নেতা আরও বলেন, ইতিমধ্যেই মমতা ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করে বৈঠক করেছেন এমন পাঁচজন বিধায়ক তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকে রাজ্য বিধানসভা বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই যোগদান করবেন। সেক্ষেত্রে বাজেট অধিবেশন শুরুর আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের বিধায়ক সংখ্যা পৌঁছাবে ৬৩ তে। প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যেই মুর্শিদাবাদ জেলায় 'মমতা তৃণমূল কংগ্রেস' ভেঙে খানখান হয়ে গেছে। এবছর মুর্শিদাবাদের ২২ টি বিধানসভা আসনের মধ্যে ন'টি আসনে জয় পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস, আটটি আসনে বিজেপি, দু'টি আসন থেকে জয়ী হয়েছে কংগ্রেস এবং হুমায়ুন কবীর নিজে জয়ী হয়েছেন দু'টি আসনে, একটি আসন গিয়েছে বামেদের দখলে। গত বুধবার 'মমতা তৃণমূল কংগ্রেস' ছেড়ে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের যোগ দিয়েছেন মুর্শিদাবাদের ৮ তৃণমূল বিধায়ক। জলঙ্গীর তৃণমূল বিধায়ক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বাবর আলীর সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকে যোগদান করবেন কিনা তা নিয়ে এখনও যথেষ্ট ধোঁয়াশা রয়েছে। ওই নেতা আরও দাবি করেছেন, গতকাল কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদ থেকে ফিরহাদ হাকিমের পদত্যাগের পর অনেকেই মনে করেছিলেন তিনি সম্ভবত মমতা ব্যানার্জির সঙ্গ ছেড়ে দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকে যোগদান করবেন। ওই নেতা জানান, এখনও ফিরহাদ হাকিমের তরফ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এমন কোনও অনুরোধ আমাদের কাছে এসে পৌঁছায়নি। তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের তরফ থেকে পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক হিসেবে নির্বাচিত আখরুজ্জামান বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্লকের বিধায়করা সম্মিলিতভাবে একটি 'টিম' হিসাবে কাজ করে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন। আমাদের কাছে খবর রয়েছে দলের সংসদীয় নেতৃত্বে বড় ভাঙন আসন্ন। আখরুজ্জামান বলেন, এই মুহূর্তে ৫৮ জন বিধায়কের সই করা চিঠি আমরা রাজ্য বিধানসভার স্পিকারকে জমা দিয়েছি। তবে বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশন শুরু হওয়ার আগেই আরও ৫ জন তৃণমূল বিধায়ক আমাদের ব্লকে যোগদান করছেন। তবে সেই বিধায়কদের নাম এই মুহূর্তে আখরুজ্জামান প্রকাশ করতে রাজি হননি। তিনি বলেন, যে পাঁচ বিধায়ক আমাদের ব্লকে যোগদান করতে চলেছেন তাঁদেরকে সম্প্রতি মমতা ব্যানার্জির বৈঠকে দেখা গিয়েছিল।

রেশন চাল পাচারের অভিযোগে গাড়ি আটক, হুগলিতে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৬ জুন ঃ আরামবাগের ডোঙ্গল এলাকায় রেশন সামগ্রী বোঝাই একটি গাড়িকে ঘিরে শনিবার ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা চালবোঝাই একটি গাড়ি আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ডহরকুন্ডু এলাকার এক রেশন ডিলারের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি সরকারি বস্তা থেকে চাল বের করে সাধারণ বস্তায় ভরে অন্যত্র নিয়ে যাচ্ছিলেন বলে অভিযোগ ওঠে। দীর্ঘদিন ধরেই এমন অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছিল বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের। অভিযোগের ভিত্তিতে স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি কর্মীরা এলাকায় নজরদারি চালিয়ে চালবোঝাই গাড়িটিকে আটকান। তাঁদের অভিযোগ, সরকারি রেশন বস্তার পরিবর্তে সাধারণ বস্তায় চাল ভরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, যা দেখে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। গাড়ির চালক জানান, তিনি কোথায় মাল নিয়ে যাচ্ছেন সেই বিষয়ে নিশ্চিত নন। তাঁর কাছে চাল পরিবহণ সংক্রান্ত কোনও বৈধ নথিপত্রও ছিল না বলে অভিযোগ। এরপরই আরামবাগ থানায় খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে গাড়িটি আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে রেশন ডিলারের পরিবারের এক সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। যদিও রেশন ডিলারের পরিবার সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ডিলারের ছেলে ও স্ত্রী দাবি করেছেন, অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাঁদের পরিবারকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে আরামবাগ থানার পুলিশ। তদন্তের রিপোর্টের পরই পুরো বিষয়টি স্পষ্ট হবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

হিমঘরে হাতাহাতির জেরে মৃত্যু কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মেমারি, ৬ জুন ঃ হিমঘরে দুই কর্মীর বচসা থেকে হাতাহাতি, আর তার জেরে মৃত্যু হল হিমঘরের এক কর্মীর। শুক্রবার রাতে মেমারির কেষ্টপুরে একটি হিমঘরের ভিতরে ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম নুরুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি মেমারির কিস্কিন্ধ্যা গ্রামে। শনিবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, হিমঘরের ভিতরে বচসা থেকে হাতাহাতি হয় দুই কর্মীর মধ্যে। নুরুলকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তাতে তিনি জখম হন। তাঁর চিৎকারে হিমঘরের অন্য কর্মীরা ছুটে এসে তাঁকে উদ্ধার করে মেমারি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। নুরুলের ছেলে মেমারি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এই ঘটনায় এক জনকে আটক করেছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে দ্বারা টিকিট চেকিং রাজস্ব আদায়ের নতুন মাইলফলক

মালিগাঁও, ৬ জুন ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনস্থ নিউ জলপাইগুড়ির টিকিট চেকিং সেকশন ২০২৬-এর মে মাসে ২.০৮ কোটি টাকারও অধিক আয়ের এক নজিরবিহীন রেকর্ড গড়ে এক ঐতিহাসিক মাইলফলক অর্জন করেছে। এটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের কোনো সেকশনের দ্বারা অর্জিত সর্বকালের সর্বোচ্চ মাসিক টিকিট চেকিং রাজস্ব। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য টিকিট সংক্রান্ত নিয়মাবলি নিশ্চিত করা, টিকিটবিহীন ভ্রমণ রোধ করা এবং রেলওয়ের রাজস্ব সুরক্ষা প্রদানে টিকিট পরীক্ষক কর্মীদের অসাধারণ নিষ্ঠা, পেশাদারিত্ব ও নিরলস প্রচেষ্টারই প্রতিফলন। এই সাফল্যটি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা পরিচালনগত উৎকর্ষ ও কার্যকর রাজস্ব সুরক্ষা পদক্ষেপসমূহের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ধারাবাহিক টিকিট চেকিং ড্রাইভ, সতর্কতামূলক চেকিং কার্যক্রম এবং নিউ জলপাইগুড়ি টিকিট চেকিং স্টাফ দ্বারা সমন্বিত টিমওয়ার্কের মাধ্যমে রেকর্ড-ব্রেকিং পারফরম্যান্স অর্জন করা হয়েছে। মাসজুড়ে এই সেকশনটি দৈনিক আয়ের ক্ষেত্রে একটি প্রশংসনীয় ধারা বজায় রেখেছে, যা ৬.৫৪ লক্ষ (প্রায়) টাকারও অধিক এছাড়াও, এক দিনে সর্বোচ্চ আয়ের পরিমাণ- ৯.৬৫ লক্ষ (প্রায়) টাকারও অধিক, যা ২০২৬-এর ৯ মে তারিখে সংগ্রহ করা হয়েছে। নিউ জলপাইগুড়ি টিটিই লবিতে নিয়োজিত নিবেদিত কর্মীদের এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য তাদের কর্তব্য ও দায়িত্বের প্রতি অবিচল অঙ্গীকার, অসাধারণ কর্মদক্ষতা এবং আন্তরিক প্রচেষ্টাকেই প্রতিফলিত করে। টিকিট চেকিং স্টাফদের বেশ কিছু অসাধারণ পারফরম্যান্সের ফলে এই সাফল্য আরও সুদৃঢ় হয়েছে, যা উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের টিকিট পরীক্ষার মাধ্যমে আয়ের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড স্থাপনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল

ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব এবং ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরা এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য নিউ জলপাইগুড়ির টিকিট চেকিং স্টাফের সকল সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। এই সাফল্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে -এর রাজস্ব সুরক্ষা বিষয়ক পদক্ষেপগুলোর কার্যকারিতা এবং স্বচ্ছতা, দায়িত্ব ও সঠিক টিকিট সচেতনতার প্রতি তাদের অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। নিউ জলপাইগুড়ির টিকিট চেকিং সেকশনের এই সাফল্য এই জোনের সমস্ত রেলওয়ে সেকশন ও কর্মীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে এবং সেবা ও কর্মদক্ষতায় আরও অধিক উৎকর্ষ সাধনে তাদের উৎসাহিত করবে।

কল্যাণীতেই হতে চলেছে বিমানবন্দর ! জায়গা চিহ্নিতকরণ হয়েছে, জানালেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, নদীয়া, ৬ জুন ঃ এবার রাজ্য পেতে চলেছে চতুর্থ বিমানবন্দর ! সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কল্যাণীতেই হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গের আরও একটি এয়ারপোর্ট। এমনটাই বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে নাকি ইতিমধ্যে এই বিষয়ে কথাও হয়ে গেছে। এর আগে রাজ্যে দমদম এয়ারপোর্ট এরপর বাগডোগরা এবং পরবর্তীতে দুর্গাপুরের অন্ডাল এয়ারপোর্ট তৈরি করা হয়। তবে কলকাতায় এয়ারপোর্টের ভিড় কমাতে এবার কল্যাণীতেই তৈরি হতে চলেছে রাজ্যের চতুর্থ এয়ারপোর্ট। নদীয়ার হরিণঘাটায় বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এমনটাই জানালেন দেশের কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। এদিন তিনি বলেন, 'আগামী দিনে কল্যাণীতেই বিমানবন্দর হবে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে এই বিষয়ে। সময় সুযোগ বুঝে তার কর্মকাণ্ড স্থির করা হবে। জায়গা চিহ্নিতকরণের কাজ হয়ে গিয়েছে।'' কল্যাণীতে রাজ্যের চতুর্থ বিমানবন্দর তৈরি হলে অনেকটাই চাপ কমবে কলকাতা বিমানবন্দরের । এমনটাই মনে করছেন এভিয়েশন বিশেষজ্ঞরা। প্রতিনিয়ত দমদমে বিমানের ওঠা

নামার প্রচুর চাপ থাকে। অনেক সময় মাঝ আকাশে ট্র্যাফিক লেগে যায়। যেহেতু দমদম এবং কল্যাণীর মধ্যে দূরত্ব খুব বেশি নয়, সেই কারণে কল্যাণী এয়ারপোর্ট চালু হলে অনেক বিমান কলকাতার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের পরিবর্তে কল্যাণী থেকে ছাড়া হলে খুব বেশি অসুবিধা হবে না যাত্রীদের। বরং নদীয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং মালদা এই সমস্ত জেলার বাসিন্দাদেরও বিমান ধরতে আরও সুবিধা হবে। এখন দেখার এই স্বপ্ন কবে বাস্তবায়িত হয়। সঙ্গত, বিমানবন্দরের পাশাপাশি রাজ্য সরকার গঙ্গা পক্ষের ওয়াটার মেট্রো চালু করার কথা জানিয়েছে। তবে কোথায় ওয়াটার মেট্রো হবে, সেই জায়গা এখনও ঠিক হয়নি । মনে করা হচ্ছে কলকাতার আশপাশে বিভিন্ন জায়গায় সেটা হতে পারে। কোথায় করলে সুবিধা হয়, এমনকি ওয়াটার মেট্রোর কারণে মৎস্যজীবী মানুষদের যাতে কোনও সমস্যা না হয় সেই হিসেব করেই তৈরি করা হবে ওয়াটার মেট্রোর ব্যবস্থা । এমনটাই জানা যাচ্ছে সূত্র মারফত।

কেশিয়াড়িতে 'সবুজ সাথী'র সাইকেল বিক্রির অভিযোগ, কাঠগড়ায় স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৬ জুন ঃ সরকারি 'সবুজ সাথী' প্রকল্পের আওতায় পড়ুয়াদের দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট সাইকেল খোলা বাজারে বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠল। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ি এলাকায়। এই ঘটনায় স্কুলের এক পিয়ন এবং খোদ প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠায় স্তম্ভিত স্থানীয় মানুষজন। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার গ্রামবাসীরা জানতে পারেন যে গ্রামেরই এক ব্যক্তির বাড়িতে বেশ কয়েকটি 'সবুজ সাথী'র সাইকেল রাখা রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীদের মনে সন্দেহ দানা বাঁধায় তাঁরা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। তখন ওই ব্যক্তি এলাকার দুজন সাইকেল দোকানদারের নাম প্রকাশ করেন। খবর পেয়ে কেশিয়াড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ওই দুই দোকানদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। গ্রামবাসীদের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের মুখে দোকানদাররা স্বীকার করেছেন যে স্কুলের সঙ্গে যুক্ত দুজন ব্যক্তি এই সাইকেলগুলি তাঁদের কাছে বিক্রি করেছিলেন। অভিযুক্তদের মধ্যে একজন স্থানীয় স্তরের প্রভাবশালী তৃণমূল কংগ্রেস নেতা বলে জানা গেছে, যিনি ওই স্কুলেই পিয়নের পদে কর্মরত। শনিবার এই ঘটনা জানাজানি হতেই গোটা এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছ।ায়। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা স্কুলের মূল ফটকে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে পরবর্তীতে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকার এবং শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তদন্ত প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মন্ত্রী হওয়ার পরেও সরকারি সুযোগ-সুবিধা নিতে অনীহা শঙ্কর ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৬ জুন ঃ শিলিগুড়ির ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ নিজের সাদাসিধে জীবনযাত্রার জন্য পরিচিত। আর এই কারণেই মন্ত্রী

হওয়ার পরেও সরকারি সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কিছুটা কুণ্ঠাবোধ করছেন তিনি। একসময় শহরের কাউন্সিলর থাকাকালীন নিজের সাদা স্কুটিতে চড়ে অলিতে-গলিতে ঘুরে বেড়ানো শঙ্কর ঘোষের জীবনশৈলী মন্ত্রী হওয়ার পরেও একই রকম রয়েছে। যখন শিলিগুড়ি পুরনিগমে বামফ্রন্টের বোর্ড ছিল, তখন তাঁকে মেয়র পারিষদ (এমএমআইসি) করা হয়েছিল। মেয়র পারিষদ হওয়ার পর তাঁকে সরকারি গাড়ি দেওয়া হলেও তিনি তা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগ দেন। ২০২১ সালে বিজেপির টিকিটে শিলিগুড়ির বিধায়ক নির্বাচিত হন। বিধায়ক হওয়ার পরেও তিনি নিজের অভ্যাস বদলাননি এবং সেই একই স্কুটি নিয়ে গোটা শহর ঘুরে বেরিয়েছেন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দ্বিতীয়বার বিপুল জনসমর্থন নিয়ে বিধায়ক হওয়ার পর রাজ্য সরকারে তাঁকে পূর্ণ মন্ত্রীর (ক্যাবিনেট) মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা প্রোটোকল- সরকারি গাড়ি, দেহরক্ষী এবং বাড়িতে ২৪ ঘণ্টার পুলিশ পিকেট। তবে শঙ্কর ঘোষ এই ভিআইপি সংস্কৃতিকে আপন করে নেওয়ার পক্ষে নন। তিনি তাঁর বাড়িতে পুলিশ পিকেট বসানোর ব্যাপারে আপত্তি জানিয়েছেন এবং এমনকী তাঁর যে দেহরক্ষী বা সরকারি গাড়িরও প্রয়োজন নেই, সে কথাও বলেছেন। কিন্তু পুলিশ ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলির স্পষ্ট বক্তব্য, মন্ত্রী হওয়ার পর নিরাপত্তা প্রোটোকল মেনে চলা বাধ্যতামূলক। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে কালিয়াগঞ্জের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদ করার পর সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। অন্যদিকে, নাগরাকাটায় বন্যাত্রাণ বণ্টনের সময় তাঁর ওপর হামলাও হয়, যাতে তাঁর হাত ভেঙে গিয়েছিল। সম্প্রতি হিলকার্ট রোডে টোটো চালানোর দাবিতে বিপুল সংখ্যক টোটো চালক তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান, যা তাঁর নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। আগামী রবিবার শঙ্কর ঘোষের শিলিগুড়িতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে এবং পুলিশ তাঁর নিরাপত্তায় বিন্দুমাত্র খামতি রাখতে রাজি নয়। এক পুলিশ আধিকারিকের কথায়, আইন অনুযায়ী একজন মন্ত্রী যে নিরাপত্তা পাওয়ার অধিকারী, তাঁকে সেই নিরাপত্তাই দেওয়া হবে। শঙ্কর ঘোষ নিজেই এই পরিবর্তনের কারণে বেশ অস্বস্তিতে রয়েছেন। তিনি বলেন, এতদিন আমি সাধারণ মানুষের মতোই ঘুরে বেড়িয়েছি। এখন যদি হুটার বাজিয়ে চলি, তাহলে মানুষ কী ভাববেন? তাঁর মনে এই আশঙ্কাও রয়েছে যে, এই ভিআইপি প্রোটোকলের কারণে কোথাও সাধারণ মানুষের থেকে তাঁর দূরত্ব তৈরি না হয়ে যায়। এখন এটাই দেখার বিষয় যে, সাদাসিধে ও 'আম আদমি' ভাবমূর্তির শঙ্কর ঘোষ মন্ত্রী হওয়ার পর এই নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে কীভাবে তাল মেলাবেন।

গঙ্গায় তলিয়ে মৃত্যু এক চিকিৎসক পড়ুয়ার, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ জুন ঃ গঙ্গায় তলিয়ে মৃত্যু হল এক চিকিৎসক পড়ুয়ার। শনিবার ভোরে উত্তর বন্দর থানা এলাকার গোলাবাড়ি ঘাটে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। মৃত ছাত্রের নাম সোহম বসাক। তাঁর বাড়ি হুগলির উত্তরপাড়ায়। এক জন হবু চিকিৎসকের এমন আকস্মিক মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই উঠছে একাধিক প্রশ্ন। ঠিক কীভাবে তিনি জলে তলিয়ে গেলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। কীভাবে তাঁর মৃত্যু হয়েছে তা জানার জন্য দেহ ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার ভোরবেলা এক বন্ধুর সঙ্গে গঙ্গার পাড়ে গিয়েছিলেন সোহম। কোনওভাবে তিনি গঙ্গার জলে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় উত্তর বন্দর থানার পুলিশ। খবর দেওয়া হয় কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে। তারা গঙ্গায় তল্লাশি শুরু করে। বেশ কিছুক্ষণের চেষ্টায় নদী থেকে ওই পড়ুয়ার নিথর দেহ উদ্ধার করেন বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হাওড়া,
থানা- ডোমজুড়,
মৌজা- প্রশস্থ,
জে. এল নং - ২৯
দাগ নং (L. R.)- ৩৩৩
খতিয়ান নং (L. R.)- ৭১৬ /১ ও ৪৪৫ /১
পরিমাপ - ১৪+ ৬ = ২০ শতক জমি
জগাছা থানার অধীন আলামোহন দাস রোড নিবাসী শ্যামল সরকার পিতা - ঁসরোজ কুমার সরকার, ইন্দ্রানী সরকার স্বামী - ঁপার্থ সারথী সরকার, শীলাদিত্য সরকার পিতা- ঁপার্থ সারথী সরকার গত ০৩।০১।২০২৪ তারিখে D.S.R.-I হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৮০ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জগাছা থানার অধীন বালিটিকুরী খালধারপাড়া নিবাসী শক্তিপদ দাস, পিতা- ঁতারাপদ দাস, মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.& L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- হাওড়া,
থানা- ডোমজুড়,
মৌজা- প্রশস্থ,
জে. এল নং - ২৯
দাগ নং (L. R.)- ৩৩৩
খতিয়ান নং (L. R.) - ৩২৮ /১
পরিমাপ - ৫.৭৩৩ শতক জমি
জগাছা থানার অধীন প্রশস্থ নিবাসী শুভ্রা সরকার স্বামী - ঁদীপক সরকার, সায়ন্তনী সরকার স্বামী - অর্কদীপ সরকার, গত ০৯।০২।২০২৪ তারিখে D.S.R.-I হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত ৭০৩ নং আমমোক্তারনামা দলিল দ্বারা জগাছা থানার অধীন বালিটিকুরী খালধারপাড়া নিবাসী শক্তিপদ দাস, পিতা- ঁতারাপদ দাস, মহাশয় কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেছেন। ইহাতে কারো কোন আপত্তি থাকলে ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.& L.R.O. অফিসে যোগাযোগ করুন।

Before the Ld. Notary Public at Rampurhat, Birbhum
ADOPTION : DEED

I , Barnabas Bhusan Kisku s/ o Late Supol Kisku age 70 years of village - Asondanga, P .O. - Chilimpur, P .S . - Nalhati, Dist. Birbhum , West Bengal, Pin no . 731243 . by caste Santal, occupation - Cultivation do hereby solemnly affirm and declare as follows : ---
I, Barnabas Bhusan Kisku adopted the child, Anu Anjana Tete aged about 12 years D/O Sunita Kisku and John David Tete, caste by Santal, Village - Karamdih, Sundargarh , Odisha --- 770002.
1. I will look after and take care at all the responsibilities properly at the adopted child, for which her parents will not create any issue
2. I will take the responsibilities properly of fooding, lodging and other necessary thing of the adopted child.
3. I will carry out all the responsibilities properly of the adopted child's Education.
4. I can give my own opinion in all matters good or bad, concerning the adopted child.
5. I, on becoming major of their adopted daughter can arrange for the marriage with their or the daughter's opinion
6. I will give share in movable and immovable properties as per old Hindu Law to the adopted daughter.
7. The adopted child will get share in movable and immovable properties of the her parents in future.
8. Her parents may visit the child whenever they want and can give necessary things to her as they wish, in this regards I cannot objects to this.
9. Her parents can take the child to visit their home with the prior discussion with me.
10. I can register her name in place of guardian in all papers and documents of the said adopted daughter and her parents can't object to this.
11. I may change the adopted daughter's Surname from tete to Kisku, for the welfare of the child.
12. Apart from the above , I will look after properly the adopted daughter as my own child in all respect, and on this her parents cannot objection in this.
Signature of the declarant
Identified by me
Advocate, Rampurhat Court

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the undersigned for the work "SITC of 2 Nos. Split type AC Machine in the Account Section Room No. 32 located at the 1st Floor of Intelligence Branch, Main Building, Lord Sinha Road." e-TenderNo: WBPWD/AE/13/PR/T/KCESD/I of 2026-27 and Tender ID: 2026_WBPWD_5015071_1. Documents Submission end date 17.06.2026 upto 02.00 P.M. Website: http://www.pwdwb.in for details contact at the office of the undersigned. Corrigendum if any will be published only the said website. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Kolkata Central Electrical Sub-Division-I ICA- T9479(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
DATE CORRIGENDUM

EE/BSHD/P.W.(Roads) Dte invites online e-Quotation for the work of :- "Performing Health Assessment and Submission of report of Nudipur Bridge at 592 km of G.T. Road (SH-13) under Burdwan South Highway Division, P.W.(Roads) Directorate In the district of Purba Bardhaman during the year 2026-27." e-NIQ No 01 of 2026-27. Tr. ID. 2026_WBPWD_5014070_1, Bid submission Start Date (online): 21.05.2026 at 2.00 PM. Bid submission closing Date (online):17.06.2026 at 2.00 PM. Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ and Tender documents may be downloaded from: https://tenders.wb.gov.in Sd/- EE/BSHD/P.W.(Roads)Dte,. ICA- T9489(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE

1st CORRIGENDUM The following changes of the e-N.I.T. No. 01 (Sl. No.- 1, 2 & 3) of 2026-27 of S.E., Western Circle-I, P.W.Dte. has been made due to unavoidable circumstances. 3) Date of Document Download End/Sale End, in place of 05.06.2026 upto 01.00 P.M. to be read as 15.06.2026 upto 01.00 P.M. 6) Bid Submission End Date, in place of 05.06.2026 upto 01.00 P.M. to be read as 15.06.2026 upto 01.00 P.M., 7) Date of Opening of Technical proposal at office of the Superintending Engineer, Western Circle-I, in place of 08.06.2026 at 01.00 P.M. to be read as 17.06.2026 at 01.00 P.M. Tender Id : 2026_WBPWD_5013828_1, 2026_WBPWD_5013828_2 & 2026_WBPWD_5013828_3. Detail information may be had from the Website https://tenders.wb.gov.in Sd/- S.E.W.C.-I, P.W.D. ICA- T9485(1)/2026

ধর্মকথা

রথযাত্রা শুধু উৎসব নয়, আত্মার ঈশ্বরমুখী যাত্রা!

সনাতন ধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব রথযাত্রা। ভগবান জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাদেবীর মহারথে আরোহন করে ভক্তদের মাঝে আগমনের এই পবিত্র দিন শুধু একটি ধর্মীয় শোভাযাত্রা নয়, বরং গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির এক অনন্য অধ্যায়। প্রতিবছরের মতো এবারও ভক্তসমাজ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে রথযাত্রার জন্য। কিন্তু এই উৎসবের প্রকৃত তাৎপর্য কী? কেন রথযাত্রাকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনে ‘ পুনর্মিলনের উৎসব’ বলা হয়? এই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ভক্তিময় দর্শনে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে, রথযাত্রা কেবল ভগবান জগন্নাথের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন নয়। এটি আসলে ভক্ত ও ভগবানের হৃদয়স্পর্শী মিলনের প্রতীক। পুরীর রথযাত্রার সঙ্গে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সম্পর্ক এই কারণেই এত গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। বৈষ্ণব সাহিত্যের অমূল্য গ্রন্থ চৈতন্যচরিতামৃত-এ বর্ণিত হয়েছে, পুরীর রথযাত্রার সময় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের

রথের সামনে নৃত্য ও সংকীর্তনে এমনভাবে মগ্ন হয়ে যেতেন, যা ভক্তদের হৃদয়ে আজও অনুরণিত হয়। তাঁর সেই নৃত্য ছিল শুধু বাহ্যিক আনন্দের প্রকাশ নয় এর মধ্যে লুকিয়ে ছিল শ্রীরাধার বিরহবেদনা এবং শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে পুনর্মিলনের গভীর আকাঙ্ক্ষা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন অনুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেব হলেন দ্বারকার রাজকীয় পরিবেশে অবস্থানকারী শ্রীকৃষ্ণের প্রতীক। অন্যদিকে বৃন্দাবন প্রতিনিধিত্ব করে প্রেম, মাধুর্য এবং অন্তরঙ্গ ভক্তির। রথযাত্রার সময় জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মন্দিরে গমনকে তাই বন্দাবনে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্তনের প্রতীক হিসেবে দেখা হয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই যাত্রাকে উপলব্ধি করেছিলেন রাধার হৃদয়ের আকুলতার রূপে-যেখানে তিনি কৃষ্ণকে আবার প্রেমময় বৃন্দাবনে ফিরিয়ে আনতে চান। এই ভাবেরই প্রতিফলন দেখা যায় মহাপ্রভুর মুখে উচ্চারিত বিখ্যাত পংক্তিতে-সেই ত পরাণ-নাথ পাইনু, যাহা লাগি মদন-দহনে ঝুরি’ গেনু। এই কথার গভীর অর্থ হল, দীর্ঘ প্রতীক্ষা ও বিরহের পর আত্মা অবশেষে তার চিরকাঙ্ক্ষিত পরমাত্মার সান্নিধ্য লাভ করেছে। রথযাত্রার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় তাই বাহ্যিক রথের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ মানুষের অন্তরের যাত্রা। এটি এমন এক পথচলা, যেখানে মানুষ জাগতিক আসক্তি, অহংকার এবং ভোগবিলাসের সীমা অতিক্রম করে ঈশ্বরপ্রেমের দিকে অগ্রসর হয়। রথের দড়ি টানা শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় আচার নয় এটি ভক্তির মাধ্যমে নিজের হৃদয়কে ভগবানের দিকে টেনে নেওয়ার প্রতীক। এই দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-র শিক্ষা। সেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়েছিলেন-মন্মনাঃ ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। অর্থাৎ সর্বদা ভগবানের স্মরণ, তাঁর প্রতি ভক্তি এবং তাঁর চরণে আত্মসমর্পণই জীবনের সর্বোচ্চ সাধনা। রথযাত্রার অন্তর্নিহিত বার্তাও ঠিক এই শিক্ষা বহন করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রথযাত্রা ভারতের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর প্রচেষ্টা এই উৎসব আজ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে সমান উৎসাহে পালিত হয়। লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, কলকাতা থেকে শুরু করে অসংখ্য শহরে রথযাত্রা আজ ভক্তি, সাম্য এবং মানবিক ঐক্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতা, প্রতিযোগিতা এবং বস্তুবাদী মানসিকতার মধ্যে রথযাত্রা আমাদের নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রকৃত শান্তি বাহ্যিক অর্জনে নয়, বরং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সেবা এবং আত্মসমর্পণের মধ্যেই নিহিত।

রেলের পথে জঙ্গলমহল? নবান্ন বৈঠকের পর বাড়ছে জল্পনা

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৬ জুন ঃরেল যোগাযোগ ব্যবস্থায় এক ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার সামনে দাঁড়িয়ে জঙ্গলমহল। দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত ও রেলপথ বঞ্চিত বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে শনিবারের নবান্ন বৈঠক যেন নতুন আশার বার্তা নিয়ে এল। কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ও মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত উচ্চপর্যায়ের ওই বৈঠকের পর জঙ্গলমহলের একাধিক রেল প্রকল্প নিয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছেন এলাকার মানুষ। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা এসেছে রাজ্যের মন্ত্রী রাজেশ মাহাতোর ফেসবুক পোস্টে। বৈঠক শেষ হওয়ার পর তিনি লেখেন, এই মাত্র মিটিং শেষ হলো। আজ নবান্ন বৈঠকে মাননীয় রেলমন্ত্রী, ভারত সরকার, মহোদয় সমীপে সুবর্ণ রৈখিক রেল পথের প্রস্তাব পেশ করা হলো। একই পোস্টে তিনি আরও জানান, ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া রেলপথের কাজ অবিলম্বে শুরু হবে। মন্ত্রীরে এই বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই জঙ্গলমহলে রেল যোগাযোগের ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ সুবর্ণরেখা নদী সংলগ্ন বিস্তীর্ণ অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরেই রেল যোগাযোগের বাইরে। গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, লালগড়-সহ বহু এলাকার মানুষকে এখনও দূরপাল্লার যাতায়াতের জন্য সড়কপথের উপর নির্ভর করতে হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে খড়্গপুর, মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম বা কলকাতায় পৌঁছতে তাঁদের ভোগান্তির শেষ নেই। ফলে সুবর্ণরেখা রেলপথের প্রস্তাব সামনে আসায় নতুন করে আশার আলো দেখছেন বাসিন্দারা। অন্যদিকে, ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউও বৈঠক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এনেছেন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি জানান, নবান্নে অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঝাড়গ্রামের রেল সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের ফাইল তিনি কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর হাতে তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন রেল প্রকল্পের জন্য ১৪

হাজার ২০০ কোটি টাকার ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে জঙ্গলমহল সম্পর্কিত বহুদিনের দাবিগুলিও নতুন করে গুরুত্ব পেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জঙ্গলমহলে রেল যোগাযোগ সম্প্রসারণের দাবি অবশ্য নতুন নয়। স্বাধীনতার পর থেকে বহুবার বিভিন্ন মহল থেকে গোপীবল্লভপুর, নয়াগ্রাম, লালগড় ও সংলগ্ন এলাকার সঙ্গে রেল সংযোগ গড়ে তোলার দাবি উঠেছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, রেল যোগাযোগ তৈরি হলে শুধু যাত্রী পরিবহণ নয়, কৃষিপণ্য, বনজ সম্পদ ও ক্ষুদ্র শিল্পজাত সামগ্রী পরিবহণেও বড় সুবিধা হবে। একই সঙ্গে পর্যটনেরও প্রসার ঘটতে পারে। সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকা, চিল্কিগড়, কনকদুর্গা মন্দির, ঝাড়গ্রাম রাজবাড়ি এবং জঙ্গলমহলের প্রাকৃতিক পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে পর্যটকের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে ঝাড়গ্রাম-পুরুলিয়া রেলপথ প্রকল্পও। বহু বছর ধরে আলোচনায় থাকা এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে জঙ্গলমহল এবং পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ। মন্ত্রী রাজেশ মাহাতোর দাবি অনুযায়ী, এই প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে শুরু হলে তা জঙ্গলমহলের জন্য একটি বড় সাফল্য হিসেবেই গণ্য হবে। তবে বৈঠকের পর আশার সঞ্চার হলেও এখনও প্রকল্পগুলির বিস্তারিত রুট, সম্ভাব্য ব্যয়, জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা কিংবা বাস্তবায়নের সময়সীমা সম্পর্কে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা সামনে আসেনি। ফলে সরকারি স্তরে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছেন এলাকার মানুষ। তা সত্ত্বেও নবান্নের বৈঠকের পর জঙ্গলমহলের রেল যোগাযোগ নিয়ে যে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে, তা নিয়ে আশাবাদী রাজনৈতিক মহল থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই।

যুদ্ধের তিন মাস পর বড় কূটনৈতিক মোড়! মোজতবা খামেনেইর সঙ্গে বৈঠকের ইঙ্গিত ট্রাম্পের, শান্তিচুক্তিতে কি থামবে রক্তক্ষয়?

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ পশ্চিম এশিয়ার দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের আবহে এবার সামনে এল এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্ভাবনা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, খুব শিগগিরই তিনি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনেইর সঙ্গে মুখোমুখি বৈঠকে বসতে পারেন। যুদ্ধ, নিষেধাজ্ঞা, পারমাণবিক কর্মসূচি এবং শান্তিচুক্তি-সব মিলিয়ে যে জটিল অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে, সেই পরিস্থিতিতে এই সম্ভাব্য বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞরা। প্রায় তিন মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা সংঘাতে দুই দেশের মধ্যে একাধিকবার পরোক্ষ আলোচনা হয়েছে। বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারী দেশের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হলেও এখনও পর্যন্ত দুই দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব সরাসরি আলোচনায় বসেননি। ফলে ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্য আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে আশার সঞ্চার করেছে। হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প জানান, তিনি মোজতবা খামেনেইর সঙ্গে বৈঠকে বসতে আপত্তি দেখছেন না। বরং পরিস্থিতি অনুকূল হলে এমন বৈঠক বাস্তবায়িত হতে পারে বলেও ইঙ্গিত দেন। তাঁর বক্তব্য, চলমান সংঘাতের পরিণতি যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রই জয়ী হবে। তবে সেই জয় শুধুমাত্র সামরিক শক্তির মাধ্যমে নয়, কূটনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমেও আসতে পারে। ট্রাম্পের কথায়, যেভাবেই হোক, আমরাই জিতছি। সেটা সামরিক ক্ষেত্রেই হোক বা আলোচনার টেবিলে। তাঁর এই মন্তব্যকে অনেকেই সম্ভাব্য শান্তিচুক্তির দিকে একটি ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন।

পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে প্রধান বিরোধ-বর্তমান সংকটের অন্যতম বড় কারণ ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি। যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই ওয়াশিংটন বারবার দাবি করেছিল, ইরানকে তাদের সমস্ত পারমাণবিক কার্যকলাপ বন্ধ করতে হবে এবং বিদ্যমান পারমাণবিক উপাদানের ভাণ্ডার ধ্বংস করতে হবে। মার্কিন প্রশাসনের দাবি, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ভবিষ্যতের সম্ভাব্য হুমকি এড়াতে এই পদক্ষেপ জরুরি। তবে তেহরানের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইরানের মতে, একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক কর্মসূচি পরিচালনার অধিকার রয়েছে। বাইরের কোনও দেশের চাপিয়ে দেওয়া শর্ত তারা মেনে নিতে বাধ্য নয়। এই মতপার্থক্যই দুই দেশের মধ্যে আলোচনার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে এখনও পর্যন্ত কোনও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যায়নি। ইরানের পাল্টা শর্ত

শুধু পারমাণবিক কর্মসূচির বিষয় নয়, যুদ্ধবিরতি নিয়েও ইরানের অবস্থান স্পষ্ট। তেহরান জানিয়ে দিয়েছে, কোনও ধরনের চুক্তি বা আলোচনার আগে যুক্তরাষ্ট্রকে সামরিক আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে। একই সঙ্গে যুদ্ধের ফলে হওয়া ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণও দাবি করেছে ইরান। দেশটির দাবি, অবকাঠামো ধ্বংস, অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের জন্য দায় স্বীকার করতে হবে ওয়াশিংটনকে। তবে এখনও পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসনের তরফে সেই দাবি মেনে নেওয়ার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। বরং সংঘাতের মধ্যেও দুই পক্ষের মধ্যে সীমিত আকারে হামলা-পাল্টা হামলার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। কেন গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ট্রাম্প-খামেনেই বৈঠক? আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের মতে, দুই দেশের সর্বোচ্চ নেতার সরাসরি বৈঠক বর্তমান অচলাবস্থা ভাঙার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিতে পারে। অতীতে বহু আন্তর্জাতিক সংকটের সমাধান হয়েছে শীর্ষ পর্যায়ের আলোচনার মাধ্যমে। কারণ, কূটনৈতিক প্রতিনিধি বা মধ্যস্থতাকারীদের তুলনায় রাষ্ট্রনেতাদের সরাসরি আলোচনা অনেক সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ খুলে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ট্রাম্প এবং মোজতবা খামেনেই আলোচনার টেবিলে বসেন, তাহলে অন্তত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। যদিও সেই পথ মোটেও সহজ নয়। উভয় পক্ষকেই কিছু ক্ষেত্রে নমনীয় অবস্থান নিতে হবে এবং নিজেদের দাবির ক্ষেত্রে সমঝোতার মনোভাব দেখাতে হবে। ট্রাম্পও এদিন সেই সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দেননি। তিনি বলেন, ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া সম্ভব। তাতে আমার কোনও আপত্তি নেই। তাঁর এই মন্তব্যই আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। সংঘাতের সূচনা এবং বর্তমান পরিস্থিতি-চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে বদলে যায়, যখন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যৌথ বাহিনী ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। সেই সংঘাতের জেরে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বে বড় পরিবর্তন আসে এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরপর ইরানও পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটিগুলিকে লক্ষ্য করে পাল্টা হামলা শুরু করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সংঘাত পুরো অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর গভীর প্রভাব ফেলতে শুরু করে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালীর কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়া বিশ্ব অর্থনীতির জন্য বড় ধাক্কা হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্বের উল্লেখযোগ্য অংশের তেল ও গ্যাস পরিবহন এই জলপথের উপর নির্ভরশীল। ফলে সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। ভারতের উপরও প্রভাব-এই সংঘাতের সরাসরি প্রভাব পড়েছে ভারতের মতো আমদানিনির্ভর দেশগুলির উপরও। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবহন খরচ বেড়েছে। তার প্রভাব পড়েছে বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবার দামের উপর। অর্থনীতিবিদদের মতে, যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে মূল্যবৃদ্ধির চাপ আরও বাড়তে পারে। সেই কারণেই ভারতসহ বিশ্বের বহু দেশ দ্রুত যুদ্ধবিরতি এবং কূটনৈতিক সমাধানের পক্ষে সওয়াল করছে। এখন নজর সম্ভাব্য বৈঠকের দিকে-বর্তমান পরিস্থিতিতে ট্রাম্প ও মোজতবা খামেনেইর সম্ভাব্য বৈঠককে ঘিরে আন্তর্জাতিক মহলের আগ্রহ তুঙ্গে। যুদ্ধ, পারমাণবিক কর্মসূচি, নিষেধাজ্ঞা এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা-সব প্রশ্নের উত্তর হয়তো এক বৈঠকে মিলবে না। কিন্তু দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব যদি আলোচনার পথে এগোয়, তাহলে অন্তত শান্তির সম্ভাবনা নতুন করে জোরালো হতে পারে। এখন দেখার বিষয়, কথাবার্তা কি বাস্তবে বৈঠকের রূপ নেয়, নাকি সংঘাতের রাজনীতিই আবার আলোচনার পথ রুদ্ধ করে দেয়। বিশ্বের চোখ আপাতত সেদিকেই।

মৃত ভেবে শুরু হয়েছিল শেষকৃত্য! ৫ দিন পর এভারেস্টের ‘ডেথ জোন’ থেকে জীবিত ফিরলেন শেরপা

কাঠমান্ডু, ৬ জুন ঃ এভারেস্টের মৃত্যুফাঁদ থেকে ফিরে এলেন তিনি। পরিবার যখন শেষকৃত্যের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, তখনই ঘটে অবিশ্বাস্য এক ঘটনা। পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের কুখ্যাত ‘ডেথ জোন’ থেকে পাঁচ দিন নিখোঁজ থাকার পর জীবিত উদ্ধার হলেন ৫২ বছরের অভিজ্ঞ শেরপা হিলারি দাওয়া শেরপা। এই রোমহর্ষক ঘটনায় বিস্মিত গোটা বিশ্বের পর্বতারোহণ মহল। গত ৩০ মে থেকে নিখোঁজ ছিলেন হিলারি দাওয়া শেরপা। দীর্ঘ সময় কোনও খোঁজ না মেলায় তাঁর পরিবার প্রায় নিশ্চিত হয়েছিল যে তিনি আর বেঁচে নেই। এমনকি কাঠমান্ডুতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সকলকে অবাক করে বৃহস্পতিবার তাঁকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করে নেপালের এভারেস্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটির সদস্যরা।বর্তমানে তিনি কাঠমান্ডুর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসকদের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি গুরুতর ফ্রস্টবাইটে আক্রান্ত হলেও আশঙ্কামুক্ত রয়েছেন।সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, খাবার ও অতিরিক্ত অক্সিজেন ছাড়া এভারেস্টের প্রায় ৮ হাজার মিটার উচ্চতার ‘ডেথ জোনে’ তিনি পাঁচ দিন কীভাবে বেঁচে ছিলেন? সাধারণত এই অঞ্চলে অক্সিজেনের মাত্রা এতটাই কম যে দীর্ঘ সময় অবস্থান করা মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। প্রতি বছর বহু পর্বতারোহী এই অঞ্চলে প্রাণ হারান।উদ্ধারকারী দলের সদস্যরা জানান, এভারেস্ট বেস ক্যাম্পের কাছে ক্রাম্পন পয়েন্ট এলাকায় তাঁকে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় দেখতে পান এক কর্মী। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে গোরকশেপে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে হেলিকপ্টারে করে কাঠমান্ডুতে স্থানান্তর করা হয়।জানা গিয়েছে, এক পোলিশ পর্বতারোহীকে নিয়ে শীর্ষ অভিযান শেষে ফেরার সময় ক্যাম্প-৩ এবং ক্যাম্প-৪-এর মাঝামাঝি এলাকায় নিখোঁজ হয়ে যান হিলারি দাওয়া শেরপা। শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল প্রায় ৭,৫০০ মিটার উচ্চতায়। পর্বতারোহী নিরাপদে বেস ক্যাম্পে ফিরে এলেও শেরপার আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। কীভাবে তাঁরা একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়।উদ্ধারের খবর পেয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে তাঁর পরিবার। শেরপার মেয়ে মেন্ডো লামু শেরপা জানান, উদ্ধার হওয়ার খবর প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারেননি তাঁরা। কারণ সেই সময় তাঁদের বাড়িতে বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান চলছিল। বিষয়টি নিশ্চিত হতে উদ্ধারকারী দলের কাছে বাবার ছবি চেয়ে পাঠান তিনি। ছবি দেখে নিশ্চিত হওয়ার পরই পরিবারের সদস্যরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন। পর্বতারোহণ বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ঘটনা কার্যত অলৌকিক। ‘ডেথ জোন’ থেকে পাঁচ দিন পর জীবিত ফিরে আসার নজির অত্যন্ত বিরল। শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়তার এক অসাধারণ উদাহরণ স্থাপন করেছেন হিলারি দাওয়া শেরপা। উল্লেখ্য, চলতি মরশুমে এক হাজারেরও বেশি পর্বতারোহী ও গাইড এভারেস্ট অভিযানে অংশ নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। কয়েক সপ্তাহ আগেই এভারেস্ট জয় করে ফেরার পথে প্রাণ হারিয়েছিলেন ভারতের হায়দরাবাদের পর্বতারোহী অরুণকুমার তিওয়ারি। সেই প্রেক্ষাপটে হিলারি দাওয়া শেরপার এই অবিশ্বাস্য প্রত্যাবর্তন যেন মৃত্যুর মুখ থেকে জীবনের জয়গান হয়ে উঠেছে।

NAME CHANGE

SAIDUL ISLAM SHAIKH S/O MOYRUDDIN SHAIKH R/O VILL + PO SUKSAGAR P.S NAKA-SHIPARA DIST NADIA HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCE FORTH BE KNOWN AS SAIDUL SHAIKH. AS DECLARE BEFORE THE NOTARY PUBLI AT KRISHNAGAR NADIA VIDE AFFI-DAVIT SL NO 31 DATED 2/6/2026 I SAIDUL SHAIKH AND SAIDUL ISLAM SHAIKH BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

নাম পরিবর্তন

আমি Mamataj Khatun (পুরাতন নাম) স্বামী Abdul Rouf Bhangi ঠিকানা গ্রাম- মেটাডহর, পোঃ - গুইয়াদহ, থানা গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর স্থায়ী বাসিন্দা । নোটারি পশ্চিম মেদিনীপুর এফিডেফিট দ্বারা Mamataj Begam Bhangi (নতুন নাম) পরিচিতি হইল। গত ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে (SL, NO-9543) এফিডেভিট বলে Mamataj Khatun (পুরাতন নাম) এবং Mamataj Begam Bhangi (নতুন নাম) উভয়েই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইল।

নাম পরিবর্তন

আমি সন্তোষ কুন্ডু পিতা কুশ কুন্ডু কালনা কোর্টে তাং ০৫.০৬.২০২৬ এ এফিডেভিট বলে পিতার নাম কুশকুমার কুন্ডু থেকে কুশ কুন্ডু নামে পরিচিত হলাম। কুশ কুন্ডু এবং কুশকুমার কুন্ডু এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Abdul Rouf Bhanggi (পুরাতন নাম) পিতা Abdul Odud Bhangi, ঠিকানা গ্রাম- মেটাডহর, পোঃ গুইয়াদহ, থানা- গড়বেতা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর স্থায়ী বাসিন্দা। নোটারি পশ্চিম মেদিনীপুর এফিডেভিট দ্বারা Abdul Rouf Bhangi (নতুন নাম) পরিচিত হইল। গত ০৫.০৬.২০২৬ তারিখে (SL.NO - 9537) এফিডেভিট বলে Abdul Rouf Bhanggi(পুরাতন নাম) এবং Abdul Rouf Bhangi (নতুন নাম) উভয়েই একই ব্যক্তি হইলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি Taslima Bibi, D/O Mazemulla Momin, W/O Ataul Momin, গ্রামঃপোঃ কয়থা, থানাঃ নলহাটি, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Taslima Bibi, যা আমার আধার ও প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার ভোটার কার্ড এবং SBI পাসবুকে আমার নাম Moslesa Bibi, WO Ataul লিপিবদ্ধ রয়েছে। ১৯.০২.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Taslima Bibi and Moslesa Bibi, D/O Mazemulla Momin, W/O Ataul Momin এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Dimple Maheswari, D/O Pawan Kumar Maheswari, গ্রামঃপোঃথানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Dimple Maheswari, যা আধার কার্ড এবং জন্ম শংসাপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু আমার পাসপোর্টে Dimpal Maheswari লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ২২.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Dimple Maheswari and Dimpal Maheswari এক এবং অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, Dipika Chitlangi, W/O Kailash Kumar Chitlangi, গ্রামঃ নলহাটি পাথরকল পাড়া, পোঃ থানাঃ নলহাটি, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার আসল নাম Dipika Chitlangi, যা আমার আধার, ভোটার ও প্যান কার্ডে লিপিবদ্ধ রয়েছে। আমার পাসপোর্টে Deepika Chitlangi নাম নথিভুক্ত রয়েছে। ২১.০৫.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় কোর্টের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Dipika Chitlangi and Deepika Chitlangi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

রাশিয়ার ‘স্টেলথ শক্তি’ ভারতের দোরগোড়ায়! সু-৫৭ প্রস্তাবে চিন-পাকিস্তানের অস্বস্তি বাড়ালেন পুতিন

নয়াদিল্লি, ৬ জুন ঃ ভারতের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা আরও শক্তিশালী করতে এবার সরাসরি পঞ্চম প্রজন্মের অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান সু-৫৭ সরবরাহের প্রস্তাব দিল রাশিয়া। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শুধু যুদ্ধবিমান বিক্রিই নয়, প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং যৌথ উপাদনের ক্ষেত্রেও মস্কো সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এমন সময়ে এই বার্তা এসেছে, যখন ভারত নিজস্ব পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান কর্মসূচিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বাজার থেকেও উন্নত প্রযুক্তির বিকল্প খুঁজছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি ভারত শেষ পর্যন্ত সু-৫৭ অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তা দক্ষিণ এশিয়ার কৌশলগত ভারসাম্যে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষ করে চিন ও পাকিস্তানের জন্য এটি নতুন উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভারতের জন্য নতুন প্রস্তাব-রুশ সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পুতিন জানান, রাশিয়া অতীতের মতো এখনও ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন যে, কয়েক বছর আগে রাশিয়া ও ভারত যৌথভাবে পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান তৈরির পরিকল্পনা করেছিল। সেই প্রকল্পে ভারত অংশ নিলেও ২০১৮ সালে বিভিন্ন কারণে সরে আসে। পুতিন বলেন, ভারত তখন রাশিয়াকে জানিয়েছিল যে তারা আপাতত নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে চায় এবং ভবিষ্যতে পরিস্থিতি অনুযায়ী আবার সহযোগিতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে। রাশিয়া এরপর নিজস্ব উদ্যোগে সু-৫৭ উন্নয়ন ও উপাদনের কাজ সম্পন্ন করেছে। তবে এখনো ভারতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার দরজা খোলা রয়েছে। রুশ প্রেসিডেন্টের বক্তব্যে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে, মস্কো শুধু প্রস্তুত বিমান সরবরাহ করতে চায় না, বরং দীর্ঘমেয়াদি প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্বও গড়ে তুলতে আগ্রহী। কী বিশেষত্ব রয়েছে সু-৫৭-এ? সু-৫৭ রাশিয়ার তৈরি প্রথম পূর্ণাঙ্গ

পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ যুদ্ধবিমান। এটি উন্নত রাডার এড়ানোর প্রযুক্তি, অত্যাধুনিক সেন্সর ব্যবস্থা এবং বহুমুখী যুদ্ধক্ষমতার জন্য পরিচিত। এই বিমান আকাশে শত্রু বিমানের সঙ্গে লড়াইয়ের পাশাপাশি স্থল ও সমুদ্রভিত্তিক লক্ষ্যবস্তুতেও অত্যন্ত নিখুঁতভাবে হামলা চালাতে সক্ষম। উন্নত ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ার সিস্টেমের কারণে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এটি কার্যকর থাকে। সু-৫৭-এর অন্যতম বড় বৈশিষ্ট্য হল এর স্টেলথ ক্ষমতা। অর্থা, অত্যাধুনিক রাডার ব্যবস্থার কাছেও এর উপস্থিতি শনাক্ত করা তুলনামূলক কঠিন। পাশাপাশি সুপারক্রুজ প্রযুক্তির মাধ্যমে আফটারবার্নার ছাড়াই দীর্ঘ সময় উচ্চগতিতে উড়তে পারে এই যুদ্ধবিমান। বিশেষজ্ঞদের মতে, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে প্রযুক্তি এবং তথ্য-নির্ভর সক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে সু-৫৭ ভারতের বিমানবাহিনীকে নতুন মাত্রা দিতে পারে। ভারতের সামনে কেন গুরুত্বপূর্ণ এই প্রস্তাব? ভারত বর্তমানে বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণে জোর দিচ্ছে। একদিকে দেশীয় অ্যাডভান্সড মিডিয়াম কমব্যাট এয়ারক্রাফ্ট প্রকল্প এগিয়ে চলেছে, অন্যদিকে দ্রুত পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হচ্ছে। চিন ইতিমধ্যেই জে-২০ স্টেলথ ফাইটার মোতায়েন করেছে এবং তাদের বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণ অব্যাহত রয়েছে। পাকিস্তানও উন্নত যুদ্ধবিমান সংগ্রহের পথে এগোচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ভারতের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে আরও উন্নত প্ল্যাটফর্ম অন্তর্ভুক্ত করা কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা। রাশিয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করা হলে ভারত শুধু একটি উন্নত যুদ্ধবিমানই পাবে না, বরং প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্পের সক্ষমতাও বৃদ্ধি পেতে পারে। প্রতিরক্ষা সম্পর্কের নতুন বার্তা-ভারত ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা সম্পর্ক কয়েক দশকের পুরনো। ভারতীয় সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বহু গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম রাশিয়ার প্রযুক্তিনির্ভর। ব্রহ্মোস ক্ষেপণাস্ত্র থেকে শুরু করে এস-৪০০ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম-বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা দীর্ঘদিনের। পুতিনের সাম্প্রতিক মন্তব্যকে অনেকেই পশ্চিমা বিশ্বের প্রতি একটি বার্তা হিসেবেও দেখছেন। ইউক্রেন যুদ্ধের পর রাশিয়ার উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও ভারত ও রাশিয়ার কৌশলগত সম্পর্ক অটুট রয়েছে। পুতিনের বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তিনি ভারতকে এখনও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা অংশীদার হিসেবেই দেখছেন। অর্থনীতি নিয়েও ভারতের প্রশংসা-প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পাশাপাশি ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতিরও প্রশংসা করেছেন রুশ প্রেসিডেন্ট। তাঁর মতে, বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহ অর্থনীতিগুলির মধ্যে ভারত অন্যতম এবং আগামী বছরগুলিতে সেই প্রবৃদ্ধি আরও বৃদ্ধি পাবে। পুতিন বলেন, ভারতের অর্থনৈতিক সাফল্য কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, সংস্কার এবং সরকারের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফলেই এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারতের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডেরও প্রশংসা করেন। একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, ভারত জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখছে। আন্তর্জাতিক কূটনীতির বর্তমান পরিস্থিতিতে এই নীতি ভারতের জন্য অত্যন্ত কার্যকর বলে মন্তব্য করেন তিনি। কৌশলগত সমীকরণে নতুন অধ্যায়? রাশিয়ার সু-৫৭ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে ভারতের প্রতিরক্ষা মহলে নতুন আলোচনার জন্ম দিয়েছে। যদিও ভারত এখনো এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি, তবুও পুতিনের এই প্রস্তাব দুই দেশের কৌশলগত সম্পর্ককে আরও গভীর করার সম্ভাবনা তৈরি করেছে। যদি ভবিষ্যতে সু-৫৭ ভারতীয় বিমানবাহিনীর অংশ হয়ে ওঠে, তাহলে তা শুধু ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষাকে শক্তিশালী করবে না, বরং দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক সমীকরণেও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এমন পরিস্থিতিতে চিন ও পাকিস্তানকে নিজেদের কৌশল নতুন করে ভাবতে হতে পারে। রাশিয়ার এই প্রস্তাব তাই শুধুমাত্র একটি যুদ্ধবিমান বিক্রির প্রস্তাব নয় বরং এটি ভারত-রাশিয়া সম্পর্কের ভবিষ্য দিকনির্দেশনা এবং আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যের ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

তৃণমূলের পরিবর্তনের ঝড় এবার মহা মেডান স্পোর্টিং ক্লাবে । তৃণমূলের হাত থেকে হুমায়ুন কবীরের হাতে এল ক্লাব চালানোর ক্ষমতা। মহামেডান ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হলেন হুমায়য়ুন কবীর। পদত্যাগ করলেন আমিনউদ্দিন ববি।

সপ্তাহে ৬ দিন 'হেরিটেজ ওয়াক' শুরু শান্তিনিকেতনে

দেবর্ষি মজুমদার, শান্তিনিকেতন, ৬ জুন ঃ শান্তিনিকেতনে পর্যটনে সুখবর। এবার থেকে পর্যটকরা ৬ দিন হেরিটেজ ওয়াকে সামিল হতে পারবেন। বৃহস্পতিবার বাদে প্রতিদিন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' আশ্রম প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত থাকবে পর্যটকদের জন্য। সপ্তাহে মাত্র ৩ দিনের জায়গায় ৮ জুন থেকে সপ্তাহে ৬ দিন 'হেরিটেজ ওয়াক' শুরু হচ্ছে। তবে পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। প্রতি সোম, মঙ্গল, শুক্র ও শনিবার বেলা সাড়ে ৩ টে ও বিকেল সাড়ে ৪ টেয় পর্যটকরা 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতন আশ্রম ঘুরে দেখতে পারবেন। প্রতি বুধবার সকাল ১১ টায় হেরিটেজ ওয়াক হবে। ফের বিকেল সাড়ে ৩ টে ও সাড়ে ৪ টে পর্যটকদের জন্য খোলা থাকবে আশ্রম। আর প্রতি রবিবার সকাল ১০ টায়, ১১ টায়, বিকেল সাড়ে ৩ টেয় ও সাড়ে ৪ টেয় পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে ঐতিহ্যবাহী আশ্রম প্রাঙ্গণ। বিশ্বভারতীর ওয়েবসাইট থেকে অনলাইনে 'হেরিটেজ ওয়াক' জন্য টিকিট সংগ্রহ করা যাবে। এখনও অনলাইনে টিকিট সংগ্রহের পরিষেবা চালু হয়নি। তবে দ্রুত অনলাইনেও টিকিট সংগ্রহ করার পরিষেবা চালু করার চলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। মাথাপিছু টিকিট মূল্য ৩০০ টাকা। পড়ুয়াদের কোনও দল ঘুরতে এলে মাথাপিছু টিকিট মূল্য ৫০ টাকা। একক কোনও পড়ুয়ার জন্য টিকিট মূল্য ১৫০ টাকা। বিদেশি পর্যটকদের জন্য মাথাপিছু টিকিটের মূল্য ১০০০ টাকা। এক একটি দলে সর্বাধিক ২৫ জন পর্যটককে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, সমস্ত রকম সুরক্ষার পরিকল্পনা করে পর্যটকদের সুবিধার্থে সপ্তাহে ৬ দিন হেরিটেজ ওয়াক শুরু করা হচ্ছে। এতে আরও মানুষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আশ্রমকে জানতে পারবেন, ঘুরে দেখতে পারবেন। এটা সবার জন্যই খুশির বিষয়। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতনকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয় ইউনেস্কো। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এটি। ৩ তকমার অধিকারী। তাই শান্তিনিকেতন জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঐতিহ্যবাহী ভবন, ভাস্কর্য, সম্পদ রক্ষা করা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে বড়োই চ্যালেঞ্জ। তবে ইউনেস্কোর তরফে পর্যটকরা বিশ্ব ঐতিহ্যের স্থান যাতে ঘুরে দেখতে পারেন, তার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করার নির্দেশিকাও রয়েছে। সেই মতো ২০২৫ সালের ৩ আগস্ট পর্যটকদের জন্য প্রথমবার খুলে দেওয়া হয়েছিল বিশ্বভারতী ক্যাম্পাস। তবে সপ্তাহে মাত্র দুই দিনের জন্য। শনিবার অর্ধ দিবস ও রবিবার পূর্ণ দিবস পর্যটকদের হেরিটেজ ওয়াক করতে পারছিলেন। পরে তা একদিন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। শুক্রবার অর্ধ দিবস পর্যটকরা আশ্রমে প্রবেশ করতে পারছিলেন। এবার থেকে শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহে ৬ দিনই শান্তিনিকেতনে আগত পর্যটকদের জন্য খোলা কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহ্যবাহী আশ্রম প্রাঙ্গণ। যেখানে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শান্তিনিকেতন গৃহ, উপাসনা গৃহ, ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ, ঘণ্টাতলা, চৈতি গৃহ, পাঠভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবন, প্রখ্যাত শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের ভাস্কর্য প্রদর্শন পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে উঠবে।

বর্ধমানে শুরু ৬৩তম সিনিয়র পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ফিডে রেটেড দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ জুন ঃ পশ্চিমবঙ্গের দাবা ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল বর্ধমানে। শনিবার থেকে বর্ধমানের ম্যাগনাস গ্লোবাল স্কুলে শুরু হয়েছে ৬৩ তম সিনিয়র পশ্চিমবঙ্গ স্টেট ফিডে রেটেড দাবা চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬। আগামী ১০ জুন পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। সারা বাংলা দাবা সংস্থার সহযোগিতায় পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে ২৮২ জন প্রতিযোগি অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় দাবাড়ু, উদীয়মান প্রতিভা, প্রশিক্ষক, আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ের আর্বিটার এবং দাবা সংগঠকরা। এই বছরের প্রতিযোগিতাটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করছে। কারণ, ৬৩ বছরের ইতিহাসে এই প্রথমবার রাজ্যের এই মর্যাদাপূর্ণ স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ কলকাতার বাইরে আয়োজিত হচ্ছে। প্রথমবার এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন জেলার দাবা আন্দোলনের বিকাশ ও বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। শনিবার দুপুরে এই প্রতিযোগিতাটির একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, সারা বাংলা দাবা সংস্থার সম্পাদক অসিতবরণ চৌধুরী, পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার, সভাপতি মইনুদ্দিন চৌধুরী (সজল), সম্পাদক রাজেশ সুরানা, মহেন্দর সিং সালুজা সহ অন্যান্যরা। মঞ্চের সামনে একটি প্রতীকি দাবা বোর্ডে ঘুঁটির চাল দিয়ে উপস্থিত অতিথিরা দাবা প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সারা বাংলা দাবা সংস্থার সম্পাদক তথা আন্তর্জাতিক মর্যাদা সম্পন্ন আরবিটার অসিত বরণ চৌধুরী তার বক্তব্যে বলেন, কলকাতার বাইরে জেলাস্তরে এই ধরনের রাজ্যস্তরীয় প্রতিযোগিতায় ফিডে রেটিং এর খেলায় প্রচুর সংখ্যক প্রতিযোগীর অংশগ্রহন করাটা কিন্তু অভাবনীয়। স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ খেলার জন্য বিভিন্ন স্তরের খেলোয়াররা এসেছেন যাদের সাথে খেলার সুযোগ পাচ্ছে জেলাস্তরের দাবাড়ুরা। তিনি এই ধরনের বড় মাপের দাবা প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান। পূর্ব বর্ধমান জেলা দাবা সংস্থার সম্পাদক রাজেশ সুরানা জানান, দাবা শুধু একটি খেলা নয়, এটি কৌশলগত চিন্তাভাবনা, একাগ্রতা, শৃঙ্খলা, ধৈর্য ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সময়ে দেশের শিশু থেকে যুবসমাজের মধ্যে দাবার জনপ্রিয়তা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এই ধরনের প্রতিযোগিতা নতুন প্রজন্মকে আরও উৎসাহিত করবে। তাছাড়া আধুনিক সমাজে ড্রাগের থেকেও মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে শিশু কিশোর যুবরা। কিন্তু দাবার প্রতি আগ্রহ বাড়লে তারা কিন্তু কিছুটা হলেও মোবাইল আসক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে। এই ঐতিহাসিক প্রতিযোগিতাকে সফল করে তুলতে সকলের সহযোগিতা ও সমর্থন কাম্য। একই সঙ্গে তিনি জেলার ক্রীড়াপ্রেমী মানুষ এবং সংবাদমাধ্যমকে এই প্রতিযোগিতার প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। এই প্রতিযোগিতার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১০ জুন।

মেচেদা এলাকার ভয়াবহ দূষণ রোধে পদক্ষেপ নিতে আগামী ১১ জুন উচ্চ পর্যায়ের সভা ডাকল শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৬ জুন ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার প্রবেশদ্বার মেছেদা। মেচেদা স্টেশন ও কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড দিয়ে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। অথচ মেচেদা এলাকায় কোন ভ্যাট না থাকায় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মাছ ও পান আড়ত সহ দোকান ও বাড়ির সমস্ত রকম আবর্জনা কিছু বাসিন্দারা মেচেদা- বাঁপুর খাল ও জাতীয় সড়ক পার্শ্ববর্তী স্থানে ফেলেন। যার ফলে এলাকায় ব্যাপক পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। স্থানীয় জনগনের দাবীকে মান্যতা দিয়ে শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক কর্তৃপক্ষ বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে সলিড অ্যান্ড লিকিইউড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট (SLWM) স্কীম রূপায়নের কাজ গত কয়েক বছর পূর্ব থেকে শুরু করলেও সেই কাজের গতি খুবই শ্লথ। গত ৩ জুন পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে তমলুক মহকুমা ও শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লক প্রশাসনের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছিল। ওই পরিপ্রেক্ষিতে ৪ জুন ব্লক অফিসে কমিটির মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়কের সাথে উক্ত সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিডিও সুজিত কুমার বিশ্বাস বিস্তৃত আলোচনা করেন এবং ৫ জুন মেচেদা বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা সহ মেচেদা- বাঁপুর খালের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনের সময় নারায়ণবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তারপরই এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ দিতে আগামী ১১ জুন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকার উদ্যোগ নেন। ওই বৈঠকে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ কমিটির মুখপাত্র সহ কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষ, সেচ ও জলপথ দপ্তর, কোলাঘাট থানা, দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, পূর্ত দপ্তর এবং স্থানীয় সমস্ত বাজার কমিটি, ক্লাব-লাইব্রেরী সহ পরিবেশপ্রেমী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিদেরও ডাকা হয়েছে বলে জানা গেছে। নারায়নবাবু বিডিও মহাশয়ের এই উদ্যোগে সাধুবাদ জানিয়ে দ্রুত এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভয়াবহ এই পরিবেশ দূষণ রোধে এলাকাতে ব্যাপক বৃক্ষরোপণ, দেনান ও মেচেদা- বাঁপুর খালে ছাইমিশ্রিত দূষিত জল ফেলানো বন্ধ এবং মজে যাওয়া খাল নিয়মিত পরিষ্কার, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অ্যাশপন্ড সংলগ্ন স্থানে ছাই ওড়া বন্ধে দিনে একাধিকবার জল ছড়ানোর ব্যবস্থা, ছাই পরিবহনের গাীগুলি উপযুক্ত ঢাকনা দিয়ে ঢেকে ছাই পরিবহন, মেচেদা শহর এলাকার উন্নয়নে একটি জলাধার ও ভ্যাট নির্মাণ, অতি দ্রুত বর্জ্য থেকে সার তৈরির প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ প্রভৃতি দাবীতে কমিটির পক্ষ থেকে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চলছে। তমলুক মহকুমার পূর্বতন এসডিও শুভ্রজ্যোতি ঘোষ গত ২০১৬ সালে মেচেদা এলাকার সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে মেচেদা পরিবেশ সুরক্ষা কমিটি গঠন করে সদর্থক কিছু পরিকল্পনা নিলেও আজও তা কার্যকর হয়নি।

৯১ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে দেশে ফের পাঠাল উপকূলরক্ষী বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৬ জুন ঃ ৯১ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে দেশে ফের পাঠাল উপকূলরক্ষী বাহিনী। অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগে ৫ মাস তারা এখানে আটকে ছিলেন। অবশেষে তাদের দেশে পাঠানো হল। ইতিমধ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে ৪ টি ট্রলার সহ ৯১ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমানার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছে ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর আধিকারিকরা। সেখানে দু'দেশের নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতে তাঁদের বাংলাদেশের হাতে হস্তান্তরিত করা হবে। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, প্রায় ৫ মাস আগে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার সময় আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে ভারতীয় জলসীমানায় চলে এসেছিল বাংলাদেশের ওই ৪টি মাছ ধরার ট্রলার। সেই সময় ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনী ট্রলারসহ ৯১ জন মৎস্যজীবীকে আটক করে ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সমস্ত আইনি প্রক্রিয়া ও আদালতের নির্দেশ মেনে প্রায় চার মাসেরও বেশি সময় ভারতীয় জেলে বন্দি ছিলেন তাঁরা। অবশেষে সমস্ত আইনি জট কেটে যাওয়ায় ফ্রেজারগঞ্জ মৎস্যবন্দর থেকে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দেন বাংলাদেশের ওই মৎস্যজীবীরা।

রিলস বানানোর নেশা প্রাণ কাড়ল যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৬ জুন ঃ মোবাইলে রিলস ভিডিও বানানোর নেশা প্রাণ কাড়ল এক তরতাজা যুবকের। ব্রীজের উপর থেকে মহানন্দা নদীতে পড়ে মৃত্যু হল তার। এই ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এল মালদার রতুয়া-২নং ব্লকের পীরগঞ্জ এলাকায়। জানা গেছে, মৃত যুবকের নাম অর্ক ঘোষ। বয়স ১৮ বছর। বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, অর্ক তার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে রতুয়া -২নং ব্লকের মহানন্দা ব্রীজের উপর থেকে মোবাইলে রিলস তৈরি করছিল। ওই সময় অসাবধানতাবশত চার যুবক ব্রীজ থেকে নিচে নদীতে পড়ে যায়। ওই সময় তারা তাদেরকে বাঁচানোর জন্য আর্ত চিৎকার শুরু করে। তাদের চিৎকার শুনে স্থানীয়রা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে তিনজনকে কোনরকমে উদ্ধার করে। তবে উদ্ধার করলেও, ততক্ষণে একজনের মৃত্যু হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে পুখুরিয়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে বলে জানা গেছে।

দালালচক্রের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ, বহরমপুরে হাসপাতাল থেকে ১১ জনকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৬ জুন ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রমরমিয়ে চলা দালাল চক্রের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করল বহরমপুর থানার পুলিশ। শনিবার সকাল থেকে হঠাৎই মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে অভিযান চালিয়ে ১১ জন দালালকে গ্রেপ্তার করলো বহরমপুর থানার পুলিশ । ধৃত ব্যক্তিদের বেশিরভাগেরই বাড়ি বহরমপুর শহরের স্বর্ণময়ী রোড, আম্বেদকর পল্লী খিদিরপুর, ঠাকুরপাড়া, ভাকুরি-ঘোষপাড়া এলাকায়। ধৃত অন্য এক ব্যক্তির বাড়ি কান্দি থানা এলাকায় বলে বহরমপুর থানা সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারি হাসপাতালগুলোতে রোগীদের সঙ্গে প্রতারণার অন্যতম মাধ্যম হয়ে উঠেছে এই দালাল চক্র। রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর শুভেন্দু অধিকারী ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে একাধিক বৈঠক করেছেন এবং হাসপাতালগুলোতে দালাল চক্র বন্ধ করার জন্য কড়া পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের শীর্ষ স্তর থেকে। রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি হাসপাতালগুলোতে নজরদারি চালানোর জন্য ইতিমধ্যেই কলকাতায় স্বাস্থ্য ভবনে একটি 'ইন্টিগ্রেটেড কন্ট্রোল রুম' চালু করা হয়েছে। সেখান থেকে ২৪ ঘন্টা রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালগুলোর উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে, যাতে হাসপাতালগুলো থেকে কোনওরকম অভিযোগ আসা মাত্রই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকে ইতিমধ্যেই সমস্ত মেডিক্যাল কলেজ এবং সরকারি হাসপাতালের আধিকারিকদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে রোগী এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে অর্থের বিনিময়ে কেউ প্রতারণা করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। বহরমপুর থানার এক আধিকারিক জানান, গত কয়েকদিন ধরে তাঁরা খবর পারছিলেন মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল চত্বরে কিছু অসাধু ব্যক্তি রোগীদের কাছ থেকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ওষুধ কেনা এবং ভর্তির নাম করে টাকা আদায় করছিলেন। এর পাশাপাশি অনেক রোগীকে হাসপাতালে শয্যা পাইয়ে দেওয়া এবং ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত পাইয়ে দেওয়ার নাম করে টাকা আদায় করা হচ্ছিল বলে পুলিশ খবর পায়। এছড়াও কিছু অসাধু ব্যক্তি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি আসা রোগীদেরকে বেসরকারি হাসপাতালে বা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠিয়ে কমিশন নিচ্ছিলেন বলেও পুলিশ খবর পায়। এরপর শনিবার সকাল থেকে বহরমপুর থানার পুলিশ সাদা পোশাকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে হাসপাতালে অভিযানে নামে। বহরমপুর থানার পুলিশের অভিযানে হাসপাতাল চত্বর এবং বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ১১ জন দালালকে ধরে ফেলে পুলিশ। ধৃতদের আজই আদালতে হাজির করানো হবে বলে জানা গেছে ।

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৪২৩২ডব্লুবি১৯৮৭পিএলসি০৪২৯৫৬
রেজি. অফিসঃ ইউনিট নং. ১৯০১, ১৯তম তল, বায়োওয়ান্ডার - ব্লক এ, ৭৮৯, আনন্দপুর, কলকাতা - ৭০০ ১০৭, ফোনঃ ০৩৩-৬৯০৪ ৫৭০০
ই-মেলঃ cs@kilburnengg.com, website: www.kilburnengg.com

বিজ্ঞপ্তি

(কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য)

বিষয়ঃ কোম্পানির ইকুইটি শেয়ারসমূহ ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ (''আইন'')-এর ধারা ১২৪(৬)-এর বিধানাবলি এবং সময় সময় সংশোধিত ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি (অ্যাকাউন্টিং, অডিট, ট্রান্সফার অ্যান্ড রিফান্ড) রুলস, ২০১৬ (বিধিমালা)-এর আলোকে এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড (''কোম্পানি'')-এর যেসব ইকুইটি শেয়ারের বিপরীতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ঘোষিত লভ্যাংশ টানা সাত বছর বা তার বেশি সময় ধরে অপরিশোধিত বা দাবিহীন অবস্থায় রয়েছে, সেসব শেয়ার কোম্পানি কর্তৃক ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড (আইইপিএফ) অথরিটি-র ডিমেট অ্যাকাউন্টে হস্তান্তরের যোগ্য।

প্রাসঙ্গিক বিধিমালা অনুযায়ী, কোম্পানি সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের-যাদের শেয়ার আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে-তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় পৃথকভাবে যোগাযোগ করেছে এবং তাদের পাওনা কিন্তু অদাবিকৃত লভ্যাংশ দ্রুত দাবি করার পরামর্শ দিয়েছে। এছাড়া, কোম্পানি তার ওয়েবসাইট **www.kilburnengg.com**-এ সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের বিস্তারিত তথ্য-যেমন-ফোলিও নম্বর/ডিপি আইডি ও ক্লায়েন্ট আইডি এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত শেয়ারের সংখ্যা-প্রকাশ করেছে। শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তারা তাদের অদাবিকৃত লভ্যাংশ এবং আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের জন্য নির্ধারিত শেয়ার সংক্রান্ত তথ্য যাচাই করে নেন।

সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা ২০১৮-১৯ এবং পরবর্তী অর্থবছরের বকেয়া বা দাবিহীন লভ্যাংশ ৩১শে আগস্ট, ২০২৬ বা তার আগে দাবি করেন। যদি উল্লিখিত তারিখের মধ্যে কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার ও শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (''আরটিএ'')-এর কাছে কোনো বৈধ দাবির আবেদন না পৌঁছায়, তবে কোম্পানি সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান মেনে চলার লক্ষ্যে এবং শেয়ারহোল্ডারদের আর কোনো নোটিশ প্রদান ছাড়াই, আইনের প্রযোজ্য বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শেয়ারগুলো আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করবে।

শেয়ারহোল্ডারগণ আরও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো লক্ষ্য করতে পারেনঃ

১. **ফিজিক্যাল বা ভৌত আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রেঃ** আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার হস্তান্তরের পর, শেয়ারহোল্ডারদের কাছে থাকা মূল শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে নতুন শেয়ার সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারের নামে নিবন্ধিত মূল শেয়ার সার্টিফিকেটগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং সেগুলোর আর কোনো হস্তান্তরযোগ্যতা বা বিনিময়মূল্য থাকবে না।
২. **ডিম্যাট আকারে ধারণকৃত শেয়ারের ক্ষেত্রেঃ** সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্টে থাকা শেয়ারগুলো আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে হস্তান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় কর্পোরেট কার্যক্রম সম্পন্ন করতে কোম্পানি ডিপোজিটরিগুলোকে অবহিত করবে।
৩. **ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য সকল কর্পোরেট সুবিধাঃ** এই ধরনের শেয়ারের ওপর ভবিষ্যতে প্রাপ্তব্য সকল সুবিধা-যেমন বোনাস শেয়ার, স্প্লিট শেয়ার, লভ্যাংশ (যদি থাকে) ইত্যাদি-আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের অ্যাকাউন্টে জমা করা হবে।
৪. **কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি নয়ঃ** উক্ত বিধিমালার আওতায় আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরিত শেয়ার এবং অপরিশোধিত বা দাবিহীন লভ্যাংশের বিষয়ে কোম্পানির বিরুদ্ধে কোনো দাবি উত্থাপন করা যাবে না।
৬. **আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শেয়ার/লভ্যাংশ দাবি করাঃ** সংশ্লিষ্ট শেয়ারহোল্ডারদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শেয়ার এবং লভ্যাংশের অর্থ আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তরের পর, তা শুধুমাত্র আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকেই দাবি করা যাবে। এর জন্য আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইট (www.iepf.gov.in)-এ উপলব্ধ 'Form IEPF-5'-এর মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে হবে এবং বিধিমালার অধীনে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় নথিপত্র জমা দিতে হবে।

তাছাড়া, যেসব শেয়ারহোল্ডারের কাছে ফিজিক্যাল বা কাগজের আকারে শেয়ার রয়েছে, তাঁদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা যেন এসইবিআই-র নির্দেশিকা ও প্রযোজ্য বিধি-বিধান অনুযায়ী কোম্পানি বা আরটিএ-র কাছে তাঁদের কেওয়াইসি সংক্রান্ত তথ্য-যেমন প্যান (PAN), ঠিকানা, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, নমিনেশন, নমুনা স্বাক্ষর, মোবাইল নম্বর এবং ই-মেল আইডি-হালনাগাদ নিশ্চিত করেন। আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের কাছে শেয়ার বা লভ্যাংশ হস্তান্তরের বিষয়ে কোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার প্রয়োজন হলে, শেয়ারহোল্ডাররা কোম্পানির রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট অথবা কোম্পানির সাথে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেনঃ

সচিবালয় বিভাগ	নিবন্ধক ও শেয়ার হস্তান্তর প্রতিনিধি
কিলবার্ণ ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড	**মাহেশ্বরী ডেটাম্যাটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড**
৫০১, ৫ম তল, জলি বোর্ডার টাওয়ার-১, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কানজুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৪২	২৩ আর.এন. মুখার্জী রোড, ৫ম তল কলকাতা-৭০০০০১
টেলি নংঃ +৯১ ২২ ৬৫৫১ ০৩০০	টেলিঃ +৯১ ৩৩ ২২৪৮ ২২৪৮/২২৪৩ ৫০২৯
ইমেলঃ cs@kilburnengg.com	ইমেলঃ contact@mdplcorporate.com

কিলবার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর/-
স্থানঃ মুম্বই
অভিজিৎ শেবান্তিলাল মেহতা
তারিখঃ ০৫.০৬.২০২৬
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors f or the following works.
1. Name of Work: "Provision for temporary IT infrastructural arrangement during the programme to be attended by VVIP with the Connection for temporary set up for live telecast at Block-B, Upper Lobby, Assembly House from 18th June , 2026 [Job No: KIT/RW/044 of 26-27]"
e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-039/T/26-27
Tender ID: 2026_WBPWD_5014958_1
Corrigendum : Item Modification In BOQ
Bid Submission Closing : 11.06.2026 up to 03.00 PM

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

NIQ, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works.
1. Name of Work: "Provision for Temporary arrangements of necessary IT setup for the programme to be attended by VIPs at Soujanya, Alipore, Kolkata on 7th June 2026." **[Job No. KIT/RW/048 of 26-27]**
SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (No-026/KIT/Q of 26-27)
Bid Submission Closing : **07.06.2026 up to 04.00 PM**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-
Executive Engineer, PWD
Kolkata IT Division

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
শ্রী কার্তিক রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ, পিতা- মৃত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, পেশা-ব্যবসা, ঠিকানাঃ সেবাগ্রাম, ডাকঘর- দেবনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **শ্রী কার্তিক রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ২০২৪ সালের ২৩৮৩ নং মোক্তারনামা যাহা জলপাইগুড়ি জেলার এ.ডি.এস.আর অফিস হইতে রেজিস্ট্রারীকৃত হইয়াছে।
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/4579**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা খড়িয়া, সিট নং-২৭, এল.আরঃ খতিয়ান নং- ৪৩৯৬ ও ৪৩৯৫, এল.আর দাগ নং- ৩৭৫, মোট জমির পরিমানঃ০.০২৫০ একর।
দাত্রী / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ শ্রীমতি কঙ্কনা ভট্টাচার্য্য ও শ্রী দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, উভয়ের পিতা- মৃত দুর্গেশ নন্দন ভট্টাচার্য্য, উভয়ের ঠিকানাঃ জয়লেন, ওয়ার্ড নং- ১২, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা- জলপাইগুড়ি।
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **শ্রী কার্তিক রায়**
পিতাঃ মৃত ঝরু রায়
ঠিকানাঃ গ্রাম- পাণ্ডাপাড়া কালিবাড়ী, ডাকঘর- পাণ্ডাপাড়া কালিবাড়ী, থানা- কোতয়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
শ্রী জীৎ ঘোষ
আমোক্তারনামা দাতাঃ **শ্রী নিরঞ্জন ঘোষ, পিতা- মৃত হরেন্দ্র নাথ ঘোষ, পেশা-ব্যবসা, ঠিকানাঃ সেবাগ্রাম, ডাকঘর- দেবনগর, থানা- কোতয়ালী, জেলা- জলপাইগুড়ি**
গ্রহীতাঃ **শ্রী জীৎ ঘোষ**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ ২০২৪ সালের ২৩৮৩ নং মোক্তারনামা যাহা জলপাইগুড়ি জেলার এ.ডি.এস.আর অফিস হইতে রেজিস্ট্রারীকৃত হইয়াছে।
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/4582**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ঃ মৌজা খড়িয়া, সিট নং-২৭, এল.আরঃ খতিয়ান নং- ৪৩৯৬ ও ৪৩৯৫, এল.আর দাগ নং- ৩৭৬, মোট জমির পরিমানঃ০.০৪৯৫ একর।
দাত্রী / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ শ্রীমতি কঙ্কনা ভট্টাচার্য্য ও শ্রী দেবজ্যোতি ভট্টাচার্য্য, উভয়ের পিতা- মৃত দুর্গেশ নন্দন ভট্টাচার্য্য, উভয়ের ঠিকানাঃ জয়লেন, ওয়ার্ড নং- ১২, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা- জলপাইগুড়ি।
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **শ্রী জীৎ ঘোষ**
পিতাঃ অজিত কুমার ঘোষ
ঠিকানাঃ দর্জিপাড়া, থানা- কোতয়ালী, ডাকঘর ও জেলা-জলপাইগুড়ি।

বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড

BAJAJ FINANCE

নিবন্ধিত কার্যালয়ঃ বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, বাজাজ অটো লিমিটেড কমপ্লেক্স-এর তত্ত্বাবধানে মুম্বাই-পুনে রোড, আকুরদি, পুনে - ৪১১ ০৩৫
বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, ২য় তলা, ক্যানারা ব্যাংকের উপরে, মোহন মোটর হুন্দাই, গ্রামঃ ভবানীপুর পোস্ট অফিসঃ বসিরহাট কলেজ, থানাঃ বসিরহাট, ৭৪৩ ৪১২, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড, ২য় তলা, মেইন রোড, ভগবানপুর ০৫ আর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১ ৬০১।

আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন ও পুনর্গঠন এবং জামানত স্বার্থ কার্যকরীকরণ আইন, ২০০২-এর ধারা ১৩(২)-এর অধীনে দাবিনামা

মেসার্স বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী এতদ্দ্বারা সেইসব ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের এই নোটিশ প্রদান করছেন, যারা বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড থেকে গৃহীত গৃহঋণ বা সম্পত্তির বিপরীতে নেওয়া ঋণের ক্ষেত্রে তাদের দায়বদ্ধতা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন-অর্থা মূল অর্থ, সুদ এবং তৎসহ প্রযোজ্য অন্যান্য চার্জ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন-এবং যার ফলে উক্ত ঋণগুলি 'নন-পারফর্মিং অ্যাসেট' (N.P.A.) বা অনাদায়ী সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ধারা ১৩(২) এবং সংশ্লিষ্ট বিধিমালার অধীনে তাদের সর্বশেষ জানা ঠিকানায় নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু সেই নোটিশগুলি বিলি না হয়েই ফেরত এসেছে। এমতাবস্থায়, এই বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতাদের জানানো হচ্ছে যে, তারা যেন বিভিন্ন সময়ে গৃহীত ঋণসুবিধার আওতায় তাদের বকেয়া অর্থ অবিলম্বে পরিশোধ করেন।

ঋণ হিসাব নম্বর / ঋণগ্রহীতা(গণ) / সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ) / জামিনদার(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	যে সুরক্ষিত / বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি বা সম্পদের ক্ষেত্রে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, তার ঠিকানা	দাবি নোটিশের তারিখ ও পরিমাণ
ঋণ চুক্তি নম্বর P6U1PBL2912330 এবং PA91PBL5270472 **১. ঋষিতা সুগার কেন , স্বত্বাধিকারীঃ সরজিৎ মণ্ডল** ঠিকানাঃ গ্রাম- বুরুজ পাড়া বুরুজ উত্তর পাড়া, থানা- বাদুড়িয়া, পোস্ট অফিস- বুরুজ, মৌজা- ৩৫, দাগ- ২৬৪, আলিপুর, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩২৩৪। যোগাযোগঃ ৯৮৮৩১৭১২৬৩ ইমেল আইডিঃ sarajitmondal@83782gmail.com **অন্য ঠিকানাঃ** গ্রাম ও পোস্ট অফিস- বুরুজ, থানা- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পার্ট নম্বর- ৯৮ /০৩ ৭৪৩৪০১ **অন্য ঠিকানাঃ** গ্রাম- বুরুজ উত্তরপাড়া, মৌজা- বুরুজ, জে.এল. নম্বর- ৩৪, এল.আর. প্লট নম্বর- ১৩৬, খতিয়ান নম্বর- ৪৮৯, রামচন্দ্রপুর উদয় গ্রাম পঞ্চায়েত, পোস্ট অফিস- বুরুজ, থানা- বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, ৭৪৩৪০১ **২. সরজিৎ মণ্ডল, পিতাঃ নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল** ঠিকানাঃ বুরুজ, উত্তর ২৪ পরগনা, বাদুড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪০১ যোগাযোগঃ ৯৮৮৩১৭১২৬৩ ইমেল আইডিঃ sarajitmondal@83782gmail.com **৩. নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, পিতাঃ সতীশ চন্দ্র মণ্ডল** ঠিকানাঃ হুগলে বুরুজ, বাদুড়িয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪৩৪০১। যোগাযোগঃ ৯৮৮৩১৭১২৬৩ ইমেল আইডিঃ sarajitmondal@83782gmail.com	**সম্পত্তির বিবরণী** রামচন্দ্রপুর উদয় গ্রাম পঞ্চায়েত-এর অন্তর্গত গ্রাম- বুরুজ উত্তরপাড়া, মৌজা-বুরুজ, জে.এল. নং- ৩৪, এল.আর. দাগ নং-১৩৬, খতিয়ান নং- ৪৮৯, ডাকঘর-বুরুজ, থানা-বাদুড়িয়া, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (পিন-৭৪৩৪০১)-এ অবস্থিত সম্পূর্ণ জমি ও তসহ সাধারণ ব্যবহারের জায়গার আনুপাতিক অংশ (জমির পরিমাণ আনুমানিক ৫ ডেসিমেল)। সীমানা নিম্নরূপঃ পূর্ব দিকে- প্রদীপ বিশ্বাসের সম্পত্তি পশ্চিম দিকে- দীনবন্ধু কর্মকারের সম্পত্তি উত্তর দিকে- পি.ডব্লিউ.ডি. রাস্তা দক্ষিণ দিকে- সুকুমার বাচার ও অন্যান্যদের সম্পত্তি।	**তারিখঃ ২০.০৫.২০২৬ টাকা ২০৮৫৭২৬ /-** (বিশ লক্ষ পঁচাশি হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা মাত্র)
ঋণ চুক্তি নম্বর 6U1BLSEU282958 এবং P6U1PBL2652739 ১. রূপান্তর এন্টারপ্রাইজ, এর স্বত্বাধিকারী মোঃ আজাহার উদ্দিন বিশ্বাস-এর মাধ্যমে ঠিকানাঃ বনমালিপুর, হোল্ডিং নং ১৪৪ /১৮, তৃতীয় তল, থানা-বারাসাত, পোস্ট অফিসঃ কাজিপাড়া, ওয়ার্ড নং ১০, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪ ইমেল আইডিঃ azrudn@gmail.com অন্য ঠিকানাঃ এ, R/o. পান্তুয়া পোঃ বারঘরিয়া থানা- স্বরূপনগর ৭৪৩২৪৭ এছাড়াও, R/c মৌজা পান্তুয়া জেএল নং ৩৩ খতিয়ান নং ৫১৫ আরএস ও এলআর দাগ নং ৫৯০ ও ৫৯৩ ভিল। পান্তুয়া চারঘাট থানার বারঘরিয়া ও থানা স্বরূপনগর জেলা। উত্তর ২৪ পরগনা চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ৭৪৩২৪৭ **২. মোঃ আজাহার উদ্দিন বিশ্বাস পুত্র মিজানুর বিশ্বাস** R/o.পান্তুয়া লস্করপোতা বারঘোরাই বারঘরিয়া লস্করপোতা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৭ ইমেল আইডিঃ azrudn@gmail.com **৩. মিজানুর রহমান বিশ্বাস পুত্র- সাহাজাউদ্দিন বিশ্বাস** R/o. পান্তুয়া লস্করপোতা বারঘোরাই লস্করপোতা উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩২৪৭ ইমেল আইডিঃ azrudn@gmail.com	**সম্পত্তির বিবরণঃ** মৌজা পান্তুয়া (জেএল নং ৩৩), খতিয়ান নং ৫১৫, আরএস ও এলআর দাগ নং ৫৯০ ও ৫৯৩ গ্রামঃ পান্তুয়া চারঘাট, ডাকঘরঃ বারঘরিয়া, থানাঃ স্বরূপনগর, জেলাঃ উত্তর ২৪ পরগনা (চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা, পিন- ৭৪৩২৪৭)-এর অন্তর্গত জমি এবং এর সাথে সাধারণ ব্যবহারের জায়গার আনুপাতিক অংশ (মোট আয়তনঃ ১৫ ডেসিমেল)। **সীমানাঃ আইনি নথিপত্র অনুযায়ী-** পূর্বঃ ইসানুর বিশ্বাস ও অন্যান্যদের খালি জমি পশ্চিমঃ রাস্তা উত্তরঃ আবু তালেব মণ্ডলের সম্পত্তি দক্ষিণঃ নূর ইসলাম মণ্ডলের সম্পত্তি। সরেজমিন পরিদর্শন অনুযায়ী-পূর্ব- খালি জমি পশ্চিমঃ রাস্তা উত্তর- আবু তালেব মণ্ডলের সম্পত্তি দক্ষিণঃ নূর ইসলাম মণ্ডলের সম্পত্তি।	**তারিখঃ ২০.০৫.২০২৬ টাকা ২০৬২৬৬৫.৩৮ /-** (মাত্র বিশ লক্ষ বাষট্টি হাজার ছয়শ পঁয়ষট্টি টাকা আটত্রিশ পয়সা)
ঋণ চুক্তি নম্বর P05RPBL3301625 ১. হিউম্যান হেয়ার (Human Hair) - স্বত্বাধিকারীঃ এস.কে. ওহেদুল আলী ঠিকানাঃ ভগবানপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ - ৭২১৬০১ ইমেইল আইডিঃ skohedulali@gmail.com ঠিকানাঃ গ্রাম ও মৌজা - কোটনুয়ারি, জে.এল. নং - ৮৬, প্লট নং - ২৬, সারমন নং - ৫১৫, ডাকঘর - ভগবানপুর, বেনুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা - ভগবানপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬০১ **২. শেখ ওহেদুল আলি পুত্র শেখ আলকাস** R/o. ভগবানপুর পূর্ব মেদিনীপুর ভগবানপুর পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৬০১ ইমেইল আইডিঃ skohedulali@gmail.com **৩. সাবেরা বিবি স্ত্রী শেখ ওহেদুল আলি** R/o. ভগবানপুর পূর্ব মেদিনীপুর ভগবানপুর পশ্চিমবঙ্গ- ৭২১৬০১ ইমেইল আইডিঃ skohedulali@gmail.com	**সম্পত্তির বিবরণঃ** গ্রাম পঞ্চায়েত, থানা - ভগবানপুর, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬০১ সাথে সাধারণ ব্যবহারের জায়গার আনুপাতিক অংশ (জমির অবস্থান গ্রাম ও মৌজা - কোটনুয়ারি, জে.এল. নং ৮৬, প্লট নং ২৬, খতিয়ান নং ৫১৫, ডাকঘর - ভগবানপুর, বেনুড়িয়া এলাকার অন্তর্গত আয়তন - ১০ ডেসিমেল)। **সীমানা নিম্নরূপ-** পূর্ব- প্লট নং ২৫ পশ্চিম- কংক্রিটের রাস্তা উত্তর- প্লট নং ৫ দক্ষিণঃ প্লট নং ২৭। সরেজমিন পরিদর্শন ও প্লট ম্যাপ অনুযায়ী- পূর্বঃ মালিকের নিজস্ব ফাঁকা জমি পশ্চিমঃ কংক্রিটের রাস্তা উত্তরঃ শেখ মসিউর দক্ষিণঃ মালিকের নিজস্ব কংক্রিটের রাস্তা।	**তারিখঃ ১৯.০৫.২০২৬ টাকা ২০২০১৫৪/-** (মাত্র বিশ লক্ষ বিশ হাজার একশো চুয়ান্ন টাকা)

নোটিশ জারির বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে এই পদক্ষেপটি গ্রহণ করা হচ্ছে। উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং / অথবা সহ-ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ এবং এর ওপর প্রযোজ্য ভবিষ্যত সুদ পরিশোধ করুন। অন্যথায় (বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর হাতে থাকা অন্য কোনো আইনি অধিকার বা প্রতিকারের বিষয়টি ক্ষুণ্ণ না করেই), 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ১৩(৪) ধারার বিধান অনুযায়ী জামানতকৃত সম্পদ বা বন্ধকী সম্পত্তির দখল গ্রহণের পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এছাড়া, উপরে উল্লিখিত পক্ষগুলোকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যেন তারা উক্ত সম্পত্তিগুলো হস্তান্তর না করেন কিংবা এগুলোর ওপর কোনো তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ বা অধিকার সৃষ্টি না করেন-যে সম্পত্তিগুলোর ওপর বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর 'চার্জ' বা দাবি বিদ্যমান রয়েছে।

তারিখঃ ০৭।০৬।২০২৬, স্থান- পশ্চিমবঙ্গ
মেসার্স বাজাজ ফাইন্যান্স লিমিটেড-এর পক্ষে, অনুমোদিত কর্মকর্তা

ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া
সম্পদ পুনরুদ্ধার বিভাগ
কলকাতা আঞ্চলিক কার্যালয়

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI
Bank of India
Relationship beyond Banking

৫, বিটিএম সরণী, ৬ষ্ট তল, কলকাতা- ৭০০০০১

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার নিলাম)

এতদ্বারা স্বর্ণ-ঋণ গ্রহীতা, তাঁদের বৈধ উত্তরাধিকারী, স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণমুদ্রা ব্যবসার সাথে জড়িত ব্যক্তি এবং সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ব্যাংকের পক্ষ থেকে বারবার তাগাদা ও নোটিশ প্রদান সত্ত্বেও নিম্নোল্লিখিত ঋণগ্রহীতারা ব্যাংকের পাওনা অর্থ পরিশোধ করছেন না। এই নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে যে, যদি তাঁরা **২৪.০৬.২০২৬ তারিখের মধ্যে তাঁদের নিজ নিজ স্বর্ণ-ঋণ হিসাবে সমুদয় বকেয়া অর্থ (হালনাগাদ সুদ এবং যাবতীয় খরচ ও চার্জসহ) জমা দিতে ব্যর্থ হন, তবে ২৫.০৬.২০২৬ তারিখে দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকেল ৩.০০টা পর্যন্ত 'ই-অকশন' ওয়েবসাইট** http://egold.auctiontiger.net-এর মাধ্যমে তাঁদের বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কার ব্যাংকের উদ্যোগে ই-নিলামে তোলা হবে। এই প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের পক্ষ থেকে দাবিদার কোনো ব্যক্তির কোনো প্রকার অসুবিধা বা ক্ষতির জন্য ব্যাংক দায়ী থাকবে না এবং এ বিষয়ে কোনো ঋণগ্রহীতার কোনো অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনা করা হবে না। এছাড়া, প্রয়োজনে ব্যাংক কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই পূর্বনির্ধারিত নিলামের তারিখ ও সময় পরিবর্তন অথবা নিলাম কার্যক্রম বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করে।

ক্রম নং	শাখার ঠিকানা	ঋণগ্রহীতার নাম	ঋণগ্রহীতার অ্যাকাউন্ট	মোট গ্রস ওয়েট (ইন গ্রাম)	মোট নিট ওয়েট (ইন গ্রাম)	বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)	ইএমডি মূল্য (টাকায়)
১.	হারিয়ানভি	হরিপদ দাস	৪১৩৬৭৭৬১০০০০৫৩৩	৯.২১	৮.৮০	৫১,৮৩৯.০০	১,১১,৯৫২.০০	১১,১৯৫.০০
২.	যোধপুর পার্ক	সুদীপ কুমার পাইক	৪০১০৭৪১১০০০০০৪৫	৯১.৭১	৮২.০০	৪,২৮,১৬০.০০	৯,৮৩,২১৪.০০	৯৮,৩২১.০০
৩.	কালিকাপুর	অর্জুন সোনকার	৪০৭৪২৮১১০০০০০৫১	৩.২৪	৩.১০	২০,১২১.৮০	৪০,৬৬০.০০	৪,০৬৬.০০
৪.	শরিষা	জাকির মন্ডল	৪১২৮৭৭৬১০০০৩২৫৭	৩২.৭৪	৩.৮০	২৩,৬৮৬.৭৫	৪৬,৬১৯.০০	৪,৬৬১.০০
৫.	শিয়ালদহ	সবিতা পাণ্ডে	৪০২৭৭৭৬১০০০০৩৩২	২৩.৪২	১৫.৪৫	১,৫০,৩০৮.০০	১,৮৫,৪৭৫.০০	১৮,৫৪৭.০০

ইএমডি-এর অর্থ জমা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ
অ্যাকাউন্টে নামঃ মেসার্স ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড
ব্যাঙ্কের নামঃ ICICI Bank, **কারেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বরঃ ০০২৪০৫০১৯৪০৮, শাখাঃ জেএমসি হাউস শাখা, আমেদাবাদ,** IFSC **কোডঃ** ICIC0000024

নিলামের শর্তাবলীঃ গহনা বা অলঙ্কারের গুণমানের জন্য ব্যাঙ্ক দায়ী নয়। অলঙ্কারগুলি 'যেমন আছে, সেই অবস্থায়' ভিত্তিতে নিলাম করা হবে। সোনা বা গহনার গুণমান বা অবস্থার দায়ভার সেই ব্যক্তির ওপর বর্তাবে যিনি গহনাগুলি বন্ধক রেখেছিলেন এবং যিনি নিলামে জয়ী হবেন। সফল নিলামকারীকে সোনা বিক্রির তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে নিলামের সম্পূর্ণ অর্থ জমা দিতে হবে অন্যথায় ব্যাঙ্ক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় প্রক্রিয়া বাতিল করতে পারে। আগ্রহী নিলামকারীরা বিস্তারিত শর্তাবলী জানার জন্য নিলাম পোর্টালটি দেখতে পারেন। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই নির্ধারিত নিলাম পরিবর্তন, সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে। সোনার অলঙ্কার নিলামের পরে কোনো প্রকার দাবি বা অভিযোগ গ্রাহ্য করা হবে না। যেকোনো পর্যায়ে যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এবং নিজস্ব বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন বা শিথিল করার অধিকার ব্যাঙ্ক সংরক্ষণ করে। নিলামে অংশগ্রহণ এবং দর দেওয়ার অর্থ হলো নিলাম সংক্রান্ত শর্তাবলী মেনে নেওয়া এবং সমস্ত কর, শুল্ক ও অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে অবগত থাকা এক্ষেত্রে 'ক্রেতা সাবধান' নীতি প্রযোজ্য হবে। এর অর্থ আরও বোঝায় যে, নিলামের সময় কার্যকর শর্তাবলী (যেকোনো সংশোধনীসহ) নিলামকারী সতর্কতার সাথে পড়েছেন। একবার দর দেওয়ার পর কোনো আপত্তি বা অভিযোগ গ্রহণ করা হবে না। কোনো অসঙ্গতি দেখা দিলে বিজ্ঞপ্তির ইংরেজি সংস্করণটিই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। আগ্রহী ব্যক্তিরা **১৬.০৬.২০২৬ এবং ২৩.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট স্থানে সোনার গহনাগুলি পরিদর্শন করতে পারেন।**

অনলাইন নিলামটি ২৫.০৬.২০২৬ তারিখে আইএসটি (ভারতীয় সময়) অনুযায়ী দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। আগ্রহী নিলামকারীদের **ই-প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড**-এর সাথে যোগাযোগ করতে হবে। যোগাযোগ করুন ৯০২৩৭২৪৭৮০ / ৬৩৫১৮৯৬৬৪০ নম্বরে অথবা ইমেইল করুনঃ egold@auctiontiger.net

তারিখ- ০৭.০৬.২০২৬
স্থান- কলকাতা
স্বা /- অথোরাইজড অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

অনুশীলনে মেসি, নেইমার নিয়ে কী ভাবছে ব্রাজিল?

মুম্বই, ৬ জুন ঃ লিওনেল মেসি এবং নেইমার জুনিয়র। লাতিন ফুটবলের দুই নক্ষত্র। প্রথমজন তো বটেই, হয়তো দ্বিতীয়জনের ক্ষেত্রেও এটাই শেষ বিশ্বকাপ। তবে কেরিয়ারের সম্ভাব্য অন্তিম ' নামার আগে আলোচনা চলছে দু'জনের চোট নিয়ে। অবশ্য এখন দু'জনের ক্ষেত্রে ছবিটা ভিন্ন। মেসি বল পায়ে আর্জেন্টিনার অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। নেইমার আগামী সপ্তাহে অনুশীলনে ফিরতে পারেন। তবে সেটা হবে যদি স্ক্যান রিপোর্ট ঠিক থাকে।

মে মাসের শেষদিকে ইন্টার মায়ামির হয়ে খেলার সময় মেসির চোট নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। এমএলএসে ম্যাচের মাঝে পায়ে অস্বস্তি হওয়ায় মাঠ ছাড়েন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। তবে পরবর্তীতে জানা যায়, চোট লাগেনি মেসির। বরং পেশির ক্লান্তি সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছেন তিনি, যা ঠিক হয়ে যাবে পর্যাপ্ত বিশ্রামেই। গত সোমবার থেকে কানসাস সিটিতে শুরু হয়েছে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ শিবির। সেখানে যোগ দিলেও দলের সঙ্গে অনুশীলনে আসেননি মেসি। বরং জিমে নিজের মতো করে প্রস্তুতি সারছিলেন। অবশেষে দলের সঙ্গে বল পায়ে নেমে পড়েছেন তিনি। এর আগে হন্ডুরাসের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে। তবে আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে ফ্রেন্ডলিতে পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নামার সম্ভাবনা রয়েছে মেসির। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে আলজেরিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর খেলা নিয়ে তেমন কোনও আশঙ্কা নেই। অবশ্য একা মেসি নন, চোটসমস্যা নিয়ে কোচ লিওনেল স্কালোনির শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন আরও কয়েকজন তারকা। যেমন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, জুলিয়ান আলভারেজ, লিয়ান্দ্রো পারেদেস, ক্রিশ্চিয়ানো রোমেরো, নাহুয়েল মোলিনা, গঞ্জালো মঃিটয়েল, নিকো গঞ্জালেজ, থিয়াগো আলমাদা এবং নিকো পাজ। এদের মধ্যে অধিকাংশই রিহ্যাব-পর্ব শেষ করে দলের সঙ্গে অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। বাকিরা এখনও চোট সারানোর প্রক্রিয়ায় মধ্যে রয়েছেন। যেমন গোলকিপার মার্টিনেজ। তাঁর ডান হাতের আঙুল ভেঙেছে। ফলে এখনও পুরোদমে অনুশীলনে নামেননি তিনি। এমনকী আইসল্যান্ডের বিরুদ্ধে মার্টিনেজের খেলার সম্ভাবনাও নেই। এদিকে নেইমারের চোট বেশ গুরুতর। মে মাসের মাঝে নতুন করে তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ে ' ২ টিয়ার' হয়েছে। তা সত্ত্বেও কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি তাঁকে স্কোয়াডে রেখেছেন। দলের সঙ্গে কলম্বিয়া পার্কের ' ক্যাম্পে' নেইমার চলেও এসেছেন। তবে এখনও শুধু জিমে সময় কাটাচ্ছেন সাম্বা সুপারস্টার। দলের সঙ্গে তো দূর, একাও বল পায়ে অনুশীলন করছেন না। ব্রাজিল শিবির সূত্রে খবর, আরও দু'সপ্তাহ সময় লাগবে নেইমারের ফিট হতে। কোচ আন্সেলোত্তি অবশ্য মনে করছেন, আগামী সপ্তাহে মাঠে নামতে পারেন তাঁর সেরা অস্ত্র। নেইমারের পরিস্থিতি বিশেষ জটিল নয়। আপাতত একা অনুশীলন করছে ও।

ভারতীয় টি-২০ ক্রিকেটে নতুন যুগের সূচনা!

অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার, ১৫ বছরেই জাতীয় দলে বৈভব
ভবিষ্যতের তারকাদের তুলে আনার স্পষ্ট বার্তা

মম্বই, ৬ জুন ঃ ভারতীয় টি-২০ ক্রিকেটে বড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিল বিসিসিআই। জাতীয় দলের নেতৃত্বে নতুন মুখ, নতুন পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের তারকাদের তুলে আনার স্পষ্ট বার্তা নিয়ে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের জন্য দল ঘোষণা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় খবর, টি-২০ বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে দল থেকে বাদ দিয়ে নেতৃত্বের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে শেয়স আইয়ারের হাতে। একই সঙ্গে প্রথমবারের মতো ভারতীয় জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন মাত্র ১৫ বছর বয়সি বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। শনিবার মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দফতরে জাতীয় নির্বাচকদের বৈঠকের পর দল ঘোষণা করা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড সচিব দেবজি সাইকিয়া। নির্বাচক কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন প্রধান নির্বাচক অজিত আগরকর। এই দল ঘোষণার পর থেকেই ক্রিকেটমহলে আলোচনা শুরু হয়েছে যে ভারতীয় টি-২০ ক্রিকেটে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। সবচেয়ে চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে সূর্যকুমার যাদবকে বাদ দেওয়া। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতীয় টি-২০ দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেটার এবং অধিনায়ক হিসেবে পরিচিত সূর্যকুমারের পরিবর্তে এবার নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শ্রেয়স আইয়ারকে। মিডল অর্ডারে ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং নেতৃত্বের অভিজ্ঞতার কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। শুধু অধিনায়কত্বের পরিবর্তনই নয়, নির্বাচকদের নজর কেড়েছে তরুণ প্রতিভাদের প্রতি বিশেষ আস্থা। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন বৈভব

সূর্যবংশী। আইপিএলে নিজের ব্যাটিং প্রতিভা দিয়ে ইতিমধ্যেই দেশজুড়ে আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছেন এই কিশোর। মাত্র ১৫ বছর বয়সে জাতীয় দলের দরজা খুলে যাওয়ায় তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশা তুঙ্গে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, বৈভবের অন্তর্ভুক্তি শুধুমাত্র একটি নির্বাচন নয়, বরং ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যতের প্রতি বিনিয়োগ। আক্রমণাত্মক ব্যাটিং, আত্মবিশ্বাসী মানসিকতা এবং বড় মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার ক্ষমতা তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হলে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলতে পারেন বৈভব। বর্তমানে ভারতের হয়ে সর্বকনিষ্ঠ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটারদের অন্যতম রেকর্ড রয়েছে কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকরের। মাত্র ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল শচীনের। অন্যদিকে বৈভবের বর্তমান বয়স মাত্র ১৫ বছর ৭১ দিন। ফলে ভারতীয় জার্সিতে মাঠে নামলেই তিনি সেই দীর্ঘদিনের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারেন। নির্বাচকদের আস্থার আরেকটি বড় প্রমাণ হলো, ঘোষিত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্কোয়াডেই জায়গা পেয়েছেন বৈভব। এতে বোঝাই যাচ্ছে যে তাঁকে ভবিষ্যতের প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং বর্তমান দলের অংশ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের জন্য ঘোষিত দলে রয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার (অধিনায়ক), তিলক বর্মা (সহ-অধিনায়ক), রবি বিষ্ণোই, অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সিরাজ, সঞ্জু স্যামসন, অক্ষর পটেল, হর্ষিত রানা, ঈশান কিষান, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, শিবম দুবে, বরুণ চক্রবর্তী, প্রিন্স যাদব এবং বৈভব সূর্যবংশী।

অন্যদিকে এশিয়ান গেমসের জন্য ঘোষিত দলেও নেতৃত্বে থাকছেন শ্রেয়স আইয়ার। সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে রয়েছেন তিলক বর্মা। দলে রয়েছেন রবি বিষ্ণোই, অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, জসপ্রীত বুমরাহ, সঞ্জু স্যামসন, অক্ষর পটেল, হর্ষিত রানা, ঈশান কিষান, ওয়াশিংটন সুন্দর, অর্শদীপ সিং, শিবম দুবে, বরুণ চক্রবর্তী এবং বৈভব সূর্যবংশী।

এই দল ঘোষণার মাধ্যমে নির্বাচক কমিটি যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে পরিকল্পনা করছে, তা স্পষ্ট। একদিকে অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের উপর ভরসা রাখা হয়েছে, অন্যদিকে তরুণদেরও বড় মঞ্চে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে ভারতীয় টি-২০ দল কতটা সফল হয়, তা সময়ই বলবে। তবে বৈভব সূর্যবংশীর মতো প্রতিভাবান তরুণের আগমন এবং নেতৃত্বে পরিবর্তন ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন উত্তেজনা তৈরি করেছে।

এখন সকলের নজর থাকবে আসন্ন সফরগুলির দিকে। কারণ এই সফরই হয়তো নির্ধারণ করবে ভারতীয় টি-২০ দলের আগামী দিনের রূপরেখা। আর সেই নতুন যাত্রার অন্যতম মুখ হতে চলেছেন অধিনায়ক শ্রেয়াস আইয়ার এবং কিশোর সেনসেশন বৈভব সূর্যবংশী।

আউট ছিলেন, তবু ফিরলেন না প্যাভিলিয়নে!
রাহুলের 'কুল অ্যাক্টিং'-এ বিভ্রান্ত আফগানিস্তান

মুলানপুর, ৬ জুন ঃ মাঠে কখনও দক্ষ ব্যাটিং, কখনও অসাধারণ ক্যাচ বা দুরন্ত ফিল্ডিং দর্শকদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এবার আলোচনার কেন্দ্রে কেএল রাহুল এমন এক ঘটনার জন্য, যা ক্রিকেটের পাশাপাশি অভিনয়েযর সঙ্গেও তুলনা টেনে দিয়েছে অনেককে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারতীয় ওপেনারের একটি মুহূর্ত এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল। কারণ, স্পষ্ট এজ থাকা সত্ত্বেও আউট না হয়ে মাঠে থেকে যান রাহুল। আর সেই ঘটনার পরই ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার গ্রায়েম সোয়নের মন্তব্য- কেএল রাহুল, এটাই তোমার অস্কার! শ্রীলঙ্কা সফরের আগে নিজেদের প্রস্তুতি ঝালিয়ে নিতে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচ খেলছে ভারত। মুলানপুরে অনুষ্ঠিত সেই ম্যাচের ১১তম ওভারে ঘটে যায় নাটকীয় ঘটনা। আফগান পেসার জিয়াউর রহমানের করা একটি আউটসুইং ডেলিভারিতে কাট শট খেলতে যান রাহুল। কিন্তু বল ব্যাটের খুব কাছ দিয়ে উইকেটকিপার আফসার জাজাইয়ের গ্লাভসে জমা পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে জোরালো আবেদন করেন আফগান ক্রিকেটাররা। সাধারণত এমন পরিস্থিতিতে ব্যাটসম্যানের মুখভঙ্গি, শরীরী ভাষা বা প্রতিক্রিয়া দেখে অনেক সময় ফিল্ডিং দল সিদ্ধান্ত নিতে চেষ্টা করে যে রিভিউ নেওয়া উচিত কি না। আর এখানেই যেন নিজের অভিজ্ঞতার পরিচয় দেন রাহুল। আবেদনের পর তিনি একটুও বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে নিজের ব্যাট ঠিক করতে থাকেন। হেলমেটের স্ট্র্যাপ সামলান, তারপর নন-স্ট্রাইকারের দিকে তাকিয়ে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকেন। তাঁর আচরণ দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে বলটি ব্যাট ছুঁয়ে গেছে। ফলে আফগান ক্রিকেটারদের মধ্যেও কিছুটা দ্বিধা তৈরি হয়। যদিও স্লিপে দাঁড়িয়ে থাকা রহমানউল্লাহ গুরবাজ ডিআরএস নেওয়ার পক্ষে ছিলেন। তিনি অধিনায়ক হাসমতুল্লাহ শাহিদিকে রিভিউ নেওয়ার পরামর্শও দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আফগান অধিনায়ক সেই ঝুঁকি নিতে চাননি। হাতে তিনটি রিভিউ থাকলেও তাঁরা সিদ্ধান্ত বদলাননি। পরে টেলিভিশন রিপ্লেতে দেখা যায়, বলটি সত্যিই ব্যাটে হালকা স্পর্শ করেছিল। আল্ট্রাএজ প্রযুক্তিতেও স্পষ্ট স্পাইক ধরা পড়ে। অর্থাৎ রিভিউ নিলে রাহুলের আউট হওয়ার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। কিন্তু আফগানিস্তান সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। এই ঘটনাই

মুহূর্তের মধ্যে ক্রিকেটপ্রেমীদের আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকেই মজা করে লিখেছেন, রাহুল শুধু ব্যাটসম্যান নন, দুর্দান্ত অভিনেতাও। কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর আত্মবিশ্বাসী শরীরী ভাষাই আফগান দলকে বিভ্রান্ত করেছে। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন স্পিনার গ্রায়েম সোয়ানও ঘটনাটি নিয়ে রসিকতা করতে ছাড়েননি। ধারাভাষ্যের সময় তিনি বলেন, কেএল রাহুল, এখানে এসো। এটাই তোমার অস্কার। তাঁর এই মন্তব্য দ্রুত ভাইরাল হয়ে যায় এবং ক্রিকেট মহলেও ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

তবে ভাগ্য যেন সেদিন আরও একবার রাহুলের পাশে ছিল। ১৬তম ওভারে তিনি এলবিডব্লিউর জোরালো আবেদন থেকেও বেঁচে যান। সেবারও আফগানিস্তান রিভিউ নেয়নি। পরে হকআই বিশ্লেষণে দেখা যায়, বলটি স্টাম্পে আঘাত করত, তবে সেটি 'কল'-এর আওতায় পড়ত। অর্থাৎ রিভিউ নিলেও সিদ্ধান্ত বদলানোর সম্ভাবনা খুব বেশি ছিল না। একই ম্যাচে দুবার এমনভাবে জীবনদান পাওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা আরও বেড়ে যায়। অনেকেই মনে করছেন, অভিজ্ঞ ক্রিকেটার হিসেবে রাহুল জানতেন কীভাবে চাপের মুহূর্তে নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে হয়। যদিও ক্রিকেটের নিয়ম অনুযায়ী ব্যাটসম্যানের নিজের আউট স্বীকার করার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই, তবু তাঁর শান্ত প্রতিক্রিয়া ম্যাচের অন্যতম আলোচিত ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় টেস্ট দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ব্যাটার কেএল রাহুল। চলতি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চক্রে তিনি ১৭টি ইনিংসে ৭৯৬ রান করেছেন, গড় প্রায় ৪৯.৭। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে তিনটি শতরানও। মিডল অর্ডার ও টপ অর্ডার-দুই ভূমিকাতেই তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছেন। ভারতের সামনে এখন বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার কঠিন চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। আর সেই লড়াইয়ে রাহুলের ব্যাট বড় ভূমিকা নেবে বলেই মনে করছেন ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা। তবে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে এই ম্যাচে তাঁর ব্যাটিংয়ের চেয়ে বেশি আলোচনায় রয়ে গেল সেই একটি মুহূর্ত-যেখানে প্রযুক্তি পরে আউট প্রমাণ করলেও মাঠে তাঁর অসাধারণ স্থিরতা এবং আত্মবিশ্বাস তাঁকে উইকেট হারানো থেকে বাঁচিয়ে দেয়। আর সেই কারণেই ক্রিকেটপ্রেমীদের একাংশের চোখে তিনি এখন শুধুই ব্যাটসম্যান নন, বরং 'অস্কার-যোগ্য' পারফরমারও।

ফুটবলের সঙ্গে সুরের মহাযজ্ঞ! বিশ্বকাপের উদ্বোধনে
শাকিরা-বুর্না বয়, ফাইনালে মাদোনা ও বিটিএস-র চমক

মেক্সিকো , ৬ জুন ঃ ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপ শুরু হতে চলেছে এক নজিরবিহীন আড়ম্বরের মধ্য দিয়ে। ফুটবল ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এত বড় পরিসরে ক্রীড়া ও বিনোদনের মেলবন্ধন ঘটাতে চলেছে ফিফা। আগামী ১১ জুন মেক্সিকো সিটির ঐতিহাসিক অ্যাজটেকা স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চ মাতাবেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা শাকিরা এবং নাইজেরিয়ান সঙ্গীতশিল্পী বুর্না বয়। বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ শুরুর প্রায় ৯০ মিনিট আগে শুরু হবে এই বিশেষ অনুষ্ঠান। মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যকার টুর্নামেটের প্রথম ম্যাচের আগে বিশ্বের সামনে আত্মপ্রকাশ করবে ২০২৬ বিশ্বকাপের সরকারি সংগীত 'ডাই ডাই'। এই গানের প্রথম পরিবেশনায় একসঙ্গে দেখা যাবে শাকিরা ও বুর্না বয়কে। ইতিমধ্যেই এই জুটির পারফরম্যান্স নিয়ে বিশ্বজুড়ে ফুটবল ও সঙ্গীতপ্রেমীদের মধ্যে তীব্র আগ্রহ তৈরি হয়েছে।তবে শুধু শাকিরা বা বুর্না বয়ই নন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন একাধিক আন্তর্জাতিক তারকা শিল্পী। তালিকায় রয়েছেন আলেহান্দ্রো ফার্নান্দেজ, বেলিন্ডা, ড্যানি ওশান, জে বালভিন, লিলা ডাউনস, লস অ্যাঞ্জেলেস আজুলেস, মানা এবং দক্ষিণ আফ্রিকার জনপ্রিয় গায়িকা টাইলা। লাতিন আমেরিকা, আফ্রিকা এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের সঙ্গীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরাই এই অনুষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য।বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে বিশ্বকাপের অফিসিয়াল অ্যালবামের একাধিক গান, যা আয়োজক তিন দেশ- মেক্সিকো, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐক্যের বার্তা বহন করবে। ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ ইতিহাসে প্রথম, যেখানে তিনটি দেশ যৌথভাবে আয়োজন করছে টুর্নামেন্ট টি। মেক্সিকো, কানাডা এবং যুক্তরাষ্ট্র-এই তিন আযোজক দেশেই থাকবে আলাদা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ফলে বিশ্বকাপের উৎসব একাধিক শহর ও সংস্কৃতির মধ্যে ছড়িয়ে .পড়বে।কানাডার টরঃ টাতে ১২ জুন অনুষ্ঠিত হবে দেশটির বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। কানাডা বনাম বসনিযা. ও হার্জেগোভিনার ম্যাচের আগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী মাইকেল বুবলে এবং অ্যালানিস মরিসেট। পাশাপাশি ভারতীয় বংশোদ্ভূত কানাডিয়ান পপ তারকা নোরা ফাতেহিকেও মঞ্চে দেখা যাবে। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে লস অ্যাঞ্জেলেসে অনুষ্ঠিত হবে আরেকটি বিশেষ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। যুক্তরাষ্ট্র ও প্যারাগুয়ের ম্যাচের আগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ থাকবেন বিশ্বখ্যাত পপ তারকা কেটি পেরি এবং জনপ্রিয় র‍্যাপার ফিউচার। এর মাধ্যমে বিশ্বকাপকে আরও বেশি বিনোদননির্ভর এবং বৈশ্বিক দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইছে ফিফা। তবে সবচেয়ে বড় চমক অপেক্ষা করছে বিশ্বকাপ ফাইনালে। ফিফা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছে, ২০২৬ বিশ্বকাপের ফাইনালে প্রথমবারের মতো সুপার বোল-ধাঁচের হাফটাইম শো আয়োজন করা হবে। আগামী ১৯ জুলাই নিউ ইয়র্ক-নিউ জার্সি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ফাইনালের বিরতিতে মঞ্চে উঠবেন শাকিরা, পপ সম্রাজ্ঞী মাদোনা এবং বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় কে-পপ ব্যান্ড বিএসটি। ফুটবল বিশ্বকাপের ইতিহাসে এমন আয়োজন আগে কখনও দেখা যায়নি। ফলে খেলাধুলা ও বিনোদনের সংমিশ্রণে এটি এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে চলেছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।ফিফা জানিয়েছে, এই সমস্ত সাংস্কৃতিক ও বিনোদনমূলক আয়োজন থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি বড় অংশ ব্যয় করা হবে গ্লোবাল সিটিজেন এডুকেশন ফান্ডে। সংস্থাটির লক্ষ্য বিশ্বজুড়ে শিশুদের শিক্ষা এবং ফুটবল খেলার সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করা। তবে এই ঘোষণা ঘিরে বিতর্কও তৈরি হয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক ফুটবলপ্রেমী প্রশ্ন তুলেছেন, বিশ্বকাপে বিনোদনের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যাচ্ছে কি না। কেউ কেউ শিল্পী নির্বাচনের সমালোচনা করেছেন, আবার অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন যে ফুটবলের চেয়ে বিনোদনই বেশি গুরুত্ব পেতে পারে। তবুও শাকিরার অংশগ্রহণকে অধিকাংশ সমর্থক স্বাগত জানিয়েছেন। সেই কারণে ফুটবল ও শাকিরার সম্পর্ককে অনেকেই অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করেন।

প্রথম ভারতীয় হিসাবে নরওয়ে দাবায় চ্যাম্পিয়ন প্রজ্ঞানন্দ

আসলো, ৬ জুন ঃ ভারতীয় দাবায় নতুন ইতিহাস লিখলেন গ্র্যান্ডমাস্টার রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ। নরওয়ে দাবায় প্রথম ভারতীয় হিসাবে খেতাব জিতে নজির গড়লেন ২০ বছরের এই দাবা।ড়। ২০১৩ সালে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। কিংবদন্তি বিশ্বনাথন আননন্দ কিংবা বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ডি গুকেশও এই সাফল্য পাননি। শুক্রবার শেষ রাউন্ডে জার্মান গ্র্যান্ডমাস্টার ভিনসেন্ট কেমারকে ক্লাসিক্যাল ফরম্যাটে হারিয়ে শিরোপা নিশ্চিত করেন প্রজ্ঞানন্দ। এই জয়ের ফলে ৩ পয়েন্ট পেয়ে মোট ১৮ পয়েন্টে পৌঁছে যান তিনি। প্রতিযোগিতার শুরুটা খুব একটা ভালো না হলেও দ্বিতীয়ার্ধে দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন করেন প্রজ্ঞানন্দ। শেষ দিনে ১৫ পয়েন্ট পেয়ে তিনি ছিলেন তৃতীয় স্থানে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্নায়ুর চাপ সামলে কিস্তিমাত করেন ভারতীয় দাবাড়ু। এবারের টুর্নামেন্টে প্রজ্ঞানন্দের সবচেয়ে বড় সাফল্য, বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনকে দু'বার হারানো। সাতবারের নরওয়ে দাবা চ্যাম্পিয়নের বিরুদ্ধে এই বিরল কৃতিত্বই তাঁর শিরোপা জয়ের পথ অনেকটা সহজ করে দেয়। ম্যাচের পর নিজের সাফল্যের নেপথ্যের

অনুপ্রেরণার কথা বলতে গিয়ে প্রজ্ঞানন্দ বলেন, ১ জুন আলিরেজার বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছিল। মা বলেছিলেন, 'জৈষ্ঠ্য মাস শুরু হয়েছে। তুমি ভালো খেলবে।' মা প্রায়ই এমন বলেন। তারপর টানা চারটি ম্যাচ জিতলাম।

বিশ্বকাপের আগে বড় স্বস্তি ইরানের! দীর্ঘ জটিলতার অবসান, শেষ মুহূর্তে ভিসা দিল আমেরিকা

ইরান, ৬ জুন ঃ বিশ্বকাপ শুরুর মাত্র কয়েক দিন আগে অবশেষে কাটল অনিশ্চয়তার মেঘ। দীর্ঘ ভিসা জটিলতা এবং রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইরানের ফুটবলার, কোচিং স্টাফ এবং সাপোর্ট স্টাফদের জন্য ভিসা অনুমোদন করল মার্কিন প্রশাসন। এর ফলে বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়ে যে জল্পনা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছিল, তার অবসান ঘটল।শুক্রবার হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, ইরান দলের পক্ষ থেকে জমা দেওয়া সমস্ত আবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অনুমোদন করা হয়েছে। ফলে খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তাসহ দলের প্রত্যেক সদস্য এখন বিশ্বকাপের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে পারবেন।হোয়াইট হাউসের ওই কর্মকর্তা বলেন, আবেদন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার পর ইরান দলের সকল সদস্যের ভিসা মঞ্জুর করা হয়েছে। ফুটবলার, কোচিং স্টাফ এবং সাপোর্ট টিম-সবার কাছেই বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার মাত্র পাঁচ দিন আগে এই সিদ্ধান্ত আসায় স্বাভাবিকভাবেই স্বস্তি ফিরেছে ইরান ফুটবল ফেডারেশনের অন্দরমহলে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে ভিসা সংক্রান্ত অনিশ্চয়তা দলের প্রস্তুতিতে প্রভাব ফেলছিল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়ামহলেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল, নির্ধারিত সময়ে ইরান আদৌ বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে কি না। এই পরিস্থিতির অন্যতম

কারণ ছিল পশ্চিম এশিয়ার চলমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনা। সাম্প্রতিক সংঘর্ষ, সামরিক হামলা এবং পালটা হামলার ঘটনায় অঞ্চলটির রাজনৈতিক পরিবেশ অস্থির হয়ে ওঠে। সেই প্রেক্ষাপটে ভিসা প্রক্রিয়ায় বিলম্ব হওয়ায় উদ্বেগ আরও বাড়তে থাকে। ইরান ফুটবল ফেডারেশন আশঙ্কা করছিল, সময়মতো অনুমোদন না মিললে বিশ্বকাপ প্রস্তুতি বড় ধাক্কার মুখে পড়তে পারে।অনিশ্চয়তার জেরে ইরানের প্রস্তুতি পরিকল্পনাতেও পরিবর্তন আনতে হয়। দলের অনুশীলন শিবির যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে মেক্সিকোতে সরিয়ে নেওয়া হয়, যাতে প্রয়োজন হলে সেখান থেকে দ্রুত পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ফেডারেশনের কর্মকর্তারা একাধিকবার বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন।শুধু ফুটবল প্রশাসকরাই নন, কূটনৈতিক স্তরেও বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছিল। কয়েক দিন আগে মেক্সিকোতে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত প্রকাশ্যে মার্কিন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, দীর্ঘসূত্রিতার কারণে দলের প্রস্তুতিতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এমন পরিস্থিতি কাম্য নয়। ইরানের পক্ষ থেকে বিষয়টি আন্তর্জাতিক ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফার নজরেও আনা হয়েছিল। ফিফা পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছিল বলে জানা যায়। বিশ্বকাপের মতো বড় টুর্নামেন্টে কোনও দেশের অংশগ্রহণ প্রশাসনিক জটিলতার কারণে প্রশ্নের মুখে পড়ুক, তা কেউই চাইছিল না। এরই মধ্যে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল, ইরান দলের অন্তত একজন সদস্যের ভিসা আবেদন নাকচ করা হয়েছে। তবে মার্কিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেই খবর সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হযেছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা স্পষ্ট জানিয়েছেন, কোনও ব্যক্তির আবেদন বাতিল করা হয়েছে বলে যে খবর ছড়িয়েছে, তা সঠিক নয়। সমস্ত আবেদন নিয়ম মেনে নিস্পত্তি করা হয়েছে। ভিসা অনুমোদনের ফলে এখন ইরান নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বিশ্বকাপে অংশ নিতে পারবে। গ্রুপ পর্বের তিনটি ম্যাচই তারা যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে খেলবে। ফলে দলের ভ্রমণ পরিকল্পনা এবং প্রস্তুতি কর্মসূচিও এখন স্বাভাবিক ছন্দে ফিরতে পারবে। বিশ্বকাপে ইরান রয়েছে ' গ্রুপে। গ্রুপ পর্বে তাদের প্রথম ম্যাচ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৬ জুন। এরপর ২২ জুন শক্তিশালী বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে তারা। গ্রুপের শেষ ম্যাচে ২৭ জুন প্রতিপক্ষ মিশর। তিনটি ম্যাচই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায় প্রস্তুতির প্রতিটি দিনকে গুরুত্ব দিচ্ছে ইরান শিবির।ফুটবল বিশ্লেষকদের মতে, ভিসা জটিলতা দীর্ঘস্থায়ী হলে তা খেলোয়াড়দের মানসিক প্রস্তুতির উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারত। তবে শেষ মুহূর্তে সমস্যার সমাধান হওয়ায় দল এখন পুরোপুরি ফুটবলের দিকেই মনোযোগ দিতে পারবে। সব মিলিয়ে বিশ্বকাপের আগে ইরানের জন্য এটি নিঃ সন্দেহে বড় স্বস্তির খবর। রাজনৈতিক উত্তেজনা ও প্রশাসনিক জটিলতার আবহে তৈরি হওয়া অনিশ্চয়তা কাটিয়ে এখন তারা মাঠের লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত। বিশ্বকাপের মঞ্চে নিজেদের সেরাটা দেওয়াই এখন ইরানের প্রধান লক্ষ্য।

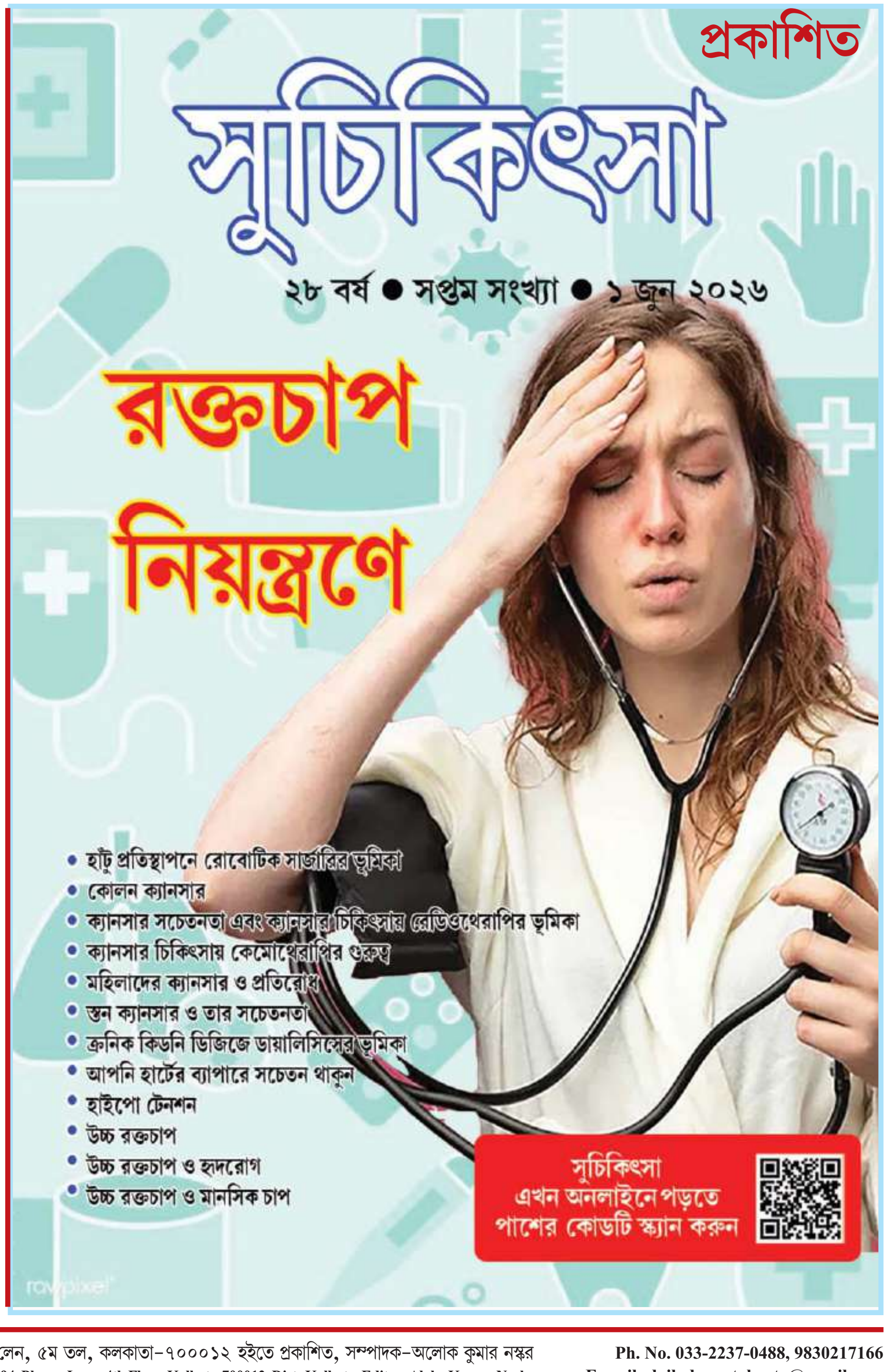

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar

Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com